

বঙ্গের শেষ হিন্দু স্বাধীন মহা রাজা

প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত ।

আয়ুর্কেদাধ্যাপক

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রণীত

১৭ নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহাপাণ্ড বঙ্গজ-কায়স্থ ।
১। মানে পাতলায়, কেহ নাহি ঝাটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ।
২। দল ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বাহার হাজার বার ঢালী ।
৩। হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাজি,
বন্ধকালে সেনাপতি কালী ।
ভারত চন্দ্র,

কলিকাতা ।

কবরওয়ালিস্ স্ট্রিট, নং ২০ সংস্কৃত-প্রেস ডিপজিটরী
হইতে প্রকাশিত ।

মূল্য পঞ্চমসংস্কৃত ।

[মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র ।

১৩১৭ সাল ।

কলিকাতা ।

বরাহনগর, পালপাড়া, হিন্দু-মৎকর্ষমালা প্রেনে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

উপহার পত্র ।

স্বদেশ-হিতৈষী, কায়স্থ কুল-ভিলক,
বঙ্গীয় সাহিত্য বন্ধু টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

M. A. B. L.

মহোদয়ের কর-কমলে বঙ্গের শেষ বীর

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত

সাদরে অর্পণ করা হইল ।

গ্রন্থকার ।

ভূমিকা ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের গৌরব স্থল ; আমরা কিন্তু দুভাগ্য বশতঃ তাঁহার দোষের কএকটি কথা বাতীত আব কিছুই জানি না, ইহা অপেক্ষা জাতীয় অবনতি কি হইতে পারে? প্রতাপাদিত্য এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন যে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । তিনি একাকী লোক-বল প্রভুত করতঃ মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; ইহা সাধারণ কথা নহে । এবং অসাধারণ বাঙ্গালীর জীবনী, প্রত্যেক বাঙ্গালীর জানা কথা । এজন্য আমরা প্রতাপাদিত্যের দীলাভূমি দেখিতে এবং তাঁহার সংগ্রহ করিবার জন্য গত পৌষ মাসে সুন্দর বন প্রদেশে গমন করি । সুন্দর বন প্রদেশে গমন ও অবস্থান কালে মহারাজ বদন্তরায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা অন্নদাতনয় রায়, শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি । এজন্য আমি তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ বিশেষতঃ ৷ যশোহরেশ্বরীর অধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা আমি কখন বিস্মৃত হইব না ।

প্রতাপাদিত্যের গুরু ও পুরোহিত মহাশয়ের বংশধর ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নিকট আমি পরমোৎকৃষ্ট বিশেষতঃ আবার মানিকের ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের নিকট ঘটককারিকা প্রাপ্ত হওয়াতে আমি চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি, উক্ত কারিকা, কাবস্থ কারিকা নামক গ্রন্থের অন্তর্গত । আমরা ইহা যে অঙ্গায় প্রাপ্ত হইয়াছি সেই ভাবেই তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে ।

যে মহাত্মা আমাকে উত্তর পাড়া এবং এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি পুস্তকালয় হইতে ছুপ্রাপ্য পুস্তক সকল আনয়ন করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন। এই সুযোগে তাঁহার নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

গুহবংশ অবতংস ত্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী M.A.B.L মহাশয় ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বহন করিয়া আমাকে উৎসাহিত এবং চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ত্রীযুক্ত পণ্ডিত মনুখনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহার সংশোধন কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিশ্বকোষ, সম্পাদক ত্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তির নিকট আমি অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানান্তর বশতঃ তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে পারিলাম তজ্জন্ত যেন তাঁহার বিবেচনা না করেন আমি তাঁহাদিগের সহায়তা প্রাপ্ত হই নাই।

দক্ষিণেশ্বর, ২০শে আশ্বিন, ১৩০৩ সাল। ত্রীসত্যচরণ শর্মা।

এই পুস্তক প্রণয়নকালে নিম্ন লিখিত হস্তলিপি ও গ্রন্থের যথেষ্ট সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে।—ত্রীযুক্ত রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের প্রতাপাদিত্যের জীবনী (হস্তলিপি) ত্রীযুক্ত রামরাম বসু বিরচিত রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রীগ্রামপুরে মুদ্রিত। “হরিশচন্দ্র তর্কলঙ্কার প্রণীত প্রতাপাদিত্য চরিত। “ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ। দিগ্বিজয় প্রকাশ, ভবিষ্যপুরাণ, বলিনের মুদ্রিত ক্ষীতীশ বংশ। বান্ধব বঙ্গদর্শন প্রভৃতি মাসিক পত্র।

Calcutta Review Journals of the Asiatic Society of Bengal, গোল্ডউইন, ব্রুকম্যান এবং গেরেট সাহেবের Ain-i-Akbari, হণ্টর সাহেবের গ্রন্থসমূহ। গ্রেগেট ল্যাণ্ড সাহেবের যশোর, বিভারিজ সাহেবের বাগরগঞ্জ। Early Travels in India ইত্যাদি বহু সংখ্যক গ্রন্থের সহায়তা লওয়া হইয়াছে।

বঙ্গের শেষ হিন্দু স্বাধীন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত ।

প্রথম অধ্যায় ।

বঙ্গের স্বাধীনতাস্বৰ্ণা সম্পূর্ণরূপে অন্তিমিত হইবার উপক্রম, পাঠান-নরপতিগণের উচ্ছেদ এবং মোগলদিগের উদয়কালে বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ প্রবলপরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিক নরপতিগণকর্তৃক শাসিত হইয়াছিল। এই দ্বাদশ নরপতির রাজ্য ভাগানুসারে পুরাকালে কখন কখন সমগ্র বঙ্গদেশ “বাগাটি * বাঙ্গালা” নামে অভিহিত হইত + ।

এই রাজস্ববর্গের অনেকেই অনেক সময় স্বাধীনভাবে আপন আপন রাজ্য শাসন করিতেন। ইহারা, অনেক সময় প্রবল শক্তিকে নামমাত্র রাজস্ব প্রদান করিয়া, অধীনতা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু, যখন অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন, তখন

* ভাটি, ভৌমিক-বঙ্গের অপভ্রংশ ।

১	মশোহর	...	প্রতাপাদিত্য ।
২	কন্দুদীপ	...	কন্দর্পনারায়ণ ।
৩	ত্রিপুর (বিক্রমপুর)	টাদ রায়, কেদার রায় ।	
৪	ভূষণা	...	মুকুন্দরাম রায় ।
৫	কুসুম	...	লক্ষ্মণ মাণিকা ।
৬	পরিষদপুর	...	ইশাখী মদনদ আলি। (পিতার নাম কালিদাস)

ভীম বিক্রমে শত্রুকুল নিশ্চল করিতে দৃঢ়ব্রত হইতেন। তাঁহারা জন্মভূমির স্বাধীনতা-সংস্থাপননিমিত্ত যুদ্ধস্থলে জীবন বিসর্জন করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহারা, বীরপুরুষের স্থায় শরীর হইতে উত্তম শোণিত প্রবাহিত করিয়া, জন্মভূমির শত্রুপদস্পর্শ-কলঙ্ক পরিধৌত করিতেন। সে সময় বীরপ্রসবিনী বঙ্গীয় ললনাগণও স্বাধীনতারক্ষার জন্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। তাঁহারা অমূল্য সতীত্বরত্ন যবনস্পর্শ হইতে সুরক্ষিত রাখিবার জন্ত যে সকল উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বীরপ্রসবিনী চিতোর-রমণী-ব্যতীত ভারতের সর্বত্র নিতান্ত সুলভ নহে * ।

এই সকল ভৌমিক নৃপতি বর্তমান কালের হাস্যাস্পদ রাজা মহারাজাদিগের স্থায় বাসনাসক্ত, স্বার্থচিন্তানিরত অথবা

৭	ভাওয়াল	...	ফাজেল গাজী।
৮	বিষ্ণুপুর	...	হান্ধীর মল্ল।
৯	তাহিরপুর	..	কংসনারায়ণ।
১০	দিনাজপুর	...	গণেশ রায়।
১১	পুঠীয়া।		
১২	পাবনা।		

* যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার অধীন ঘোড়ানাচ-নামক স্থানে দেপাল-নামক এক জন সমৃদ্ধিশালী রাজা বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারবর্গ যবনহস্তে পতিত হইবার ভয়ে নদীমাধ্যে নিমগ্ন হন। সুবিখ্যাত বিভারিজ সাহেব লিখিয়াছেন, পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত এক জন সমৃদ্ধিশালী জমীদার, অধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া, উচ্চ ছাদে উপর হইতে সন্তানগণকে নিক্ষেপ করিয়া, অবশেষে স্বয়ং নিপতিত হইয়া, পঞ্চদশাব্দ করেন। এক্ষণ শত শত অলিখি

জীন-বিহীন ছিলেন না। তাঁহাদিগের সৈন্যসকল সর্বদা যুদ্ধে জয় সজ্জিত থাকিত; তাঁহাদিগের রণপোতসকল, বঙ্গোপসাগরবক্ষে সগর্বে বিজয়পতাকা উত্তোলন করিয়া, শত্রুর আক্রমণ হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিত। তাঁহাদিগের দেশজাত পণ্যদ্রব্য বৈদেশিক বাণিজ্যপোতসকল পরিপূরিত হইয়া দিগ্দিগন্তে পরিচালিত হইত। তাঁহাদিগের স্বদেশ-প্রেম, সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া, স্বদেশরক্ষার্থ সকলকে একাত্ম করিত। তিন শত বৎসরের মধ্যে আমাদিগের একুশ পবিত্রতন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমরা একুশ দুর্বলহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি যে, তাঁহাদিগের অনুকরণ করা দূরের কথা, তাঁহাদিগের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে যে সকল বঙ্গীয় বীর জন্মভূমি হইতে নির্ধাসিত হইয়াও, সমুদ্রপথের নানা-প্রকার বিপদ অতিক্রমপূর্বক সিংহল বিজয় করিয়াছিলেন * ; শত শত শতাব্দীর পূর্বে যে জাতির জলযুদ্ধের কথা কবিকুল-কীর্তি কালিদাসের কর্ণগোচর হইয়াছিল † ; যে বাঙ্গালী জাতি, কত দ্বীপান্ত্র সমুদ্রবক্ষে অতিবাহিত করিয়া, কত দ্বীপ আবিষ্কার, কত নূতন স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন, কত নূতন স্থানে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন ; সেই বীরজাতির কথা এক্ষণে

ঘটনা এখনও স্মৃতিগোচর হইয়া থাকে। রাজা মুকুট রায় যুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার কন্যা স্মশীলা, জলে নিমগ্ন হইয়া, সতীত্ব রক্ষা করেন।

* সিংহলের ইতিহাস মহাবংশ দেখুন।

† রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয় দেখুন।

অধঃপতিত আমাদিগের নিকট কবিকল্পনাশ্রুত বলিয়া পরি-
ত্ৰাহিত হইয়া থাকে । যে দেশবাসির সমুদ্রপোত আরোহণ
করিয়া, চীন-পরিভ্রাজকগণ আপন-দেশে গমন করিয়াছিলেন ;
সমুদ্রবক্ষে প্রবল ঝটিকার সময় বাঁহারা অতিনিপুণতার সহিত
নৌকাসকল রক্ষা করিতেন ; সমুদ্রগমনভীরু আমরাই কি সেই
দেশের অধিবাসী ? কুরুক্ষেত্র-সমরকালে যে দেশবাসির ভূজ-
বল সাদরে গৃহীত হইয়াছিল ; যে দেশের যুদ্ধাশ্ব কাশ্মীর-
দেশেও ধাবিত হইয়াছিল * ; যে দেশের জনগণের প্রবল
প্রতাপে দিক্‌সকল প্রকম্পিত হইয়াছিল † ; যে দেশের লোক,
বৈরনিষ্ঠ্যাতনের নিমিত্ত অত্যাচপর্কতরাজী অতিক্রমণ করিয়া,
কাশ্মীর মণ্ডলে উপনীত হইয়াছিলেন, এবং স্থীয় প্রাণপরিত্যাগ
সম্ভাবন-সত্ত্বেও শত্রু-দেবমূর্তি নষ্ট করিয়া, আপনাদিগের
অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন ‡ ; যে দেশের অধিবাসী
উড়িষ্যার প্রবলপরাক্রান্ত গঙ্গাবংশ-রাজত্ববর্গের আদিপুরুষ § ;
যাহাদিগের পূর্বপুরুষ মুসলমানশাসনকালে অসাধারণ-যুদ্ধ-
নিপুণতা-সহকারে স্বাধীনতা সংস্থাপন ও আপনার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার
নিমিত্ত অসাধারণ উত্তম প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আমরা কি

* মুদ্রেরে এক খানি ভাষ্যশাসন পাওয়া যায় । তাহাতে
লিখিত আছে, গৌড়ধিপতি দেবপালের যুদ্ধাশ্ব কাশ্মীর-প্রদেশে
উপনীত হইয়াছিল । কাশ্মীর দেশ সিদ্ধনদের উত্তরপশ্চিম-
দিগ্‌বর্তী । পুরাকালে ইহা অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল ।

† Journ. As. Soc. Beng. 1855. Part I.

‡ রাজতবঙ্গিনী ।

§ Wilson's Preface to Mackenzi's collection.

সেই স্বাতির বংশধর ? যে সকল বীকারগ্রস্ত পুরুষ “বান্দালিয়া চিহ্ন” লই কাপুরুষ, মনুষ্যবিহীন, শত্রু-পদ পূজক—” এইরূপ কথা কহিয়া থাকেন, সেই সকল অন্ধ পুরুষের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার জন্য আমরা কহিব, বান্দলার দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, পাঠাগণ অনেক যত্নেও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই ; বঙ্গে মোগল-আগমনের পরও ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই স্বীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ঘোরতর পরাক্রমে মোগল-বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষ দ্বাদশ বর্ষ ভৈরববিক্রমে আকবর ও জাহাঙ্গীর সম্রাটের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষ দশম বঙ্গের স্বাধীনতাসংস্থাপনজন্য হিন্দু-মুসলমান সকলকে সমভাবে একত্রিত করিয়া, জননী জম্মভূমির অধীনতাপাশবিহীনচমনিমিত্ত প্রচুর ক্লেশবারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন ; যে পুরুষ মগ-ও-ফিরিঙ্গি-আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত করতঃ তাহাদিগকে দমন করিয়াছিলেন ; যিনি বৈদেশিক পরিভ্রমকগণের নিকট “চণ্ডীখানের অধীশ্বর” বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন ; তিনি বঙ্গের গৌরবস্থল প্রতাপাদিত্য * ।

* “Arracan, Chandican, and Siripur are by Fernandez placed in Bengala, as so many Kingdomes.” P. 3. “After which twelve of them joyned in a kind of Aristocratic and vanquished the Mogolls [it seems this was in the time of

প্রতাপাদিত্য স্বন্দরবনের অন্তর্গত যশোহর-নগরের অধী-
 শ্বর ছিলেন। এই যশোহর-প্রদেশ পুরাকাল হইতেই সুপ্র-
 সিদ্ধ; অনেক পুরাণে যশোহর নগরের নামোল্লেখ দেখিতে
 পাওয়া যায়। ভগবানীর অঙ্গবিশেষ এ স্থানে পতিত হওয়াতে
 এ প্রদেশ বহু দিন হইতে তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে *।
 প্রতাপাদিত্যের সমকালে কবিরাম-নামক একজন বৌদ্ধ-
 পরিব্রাজক, পাটলিপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া, এনাম-দেশপর্য্যন্ত
 পরিভ্রমণ করেন। তিনি, “দ্বিধ্বিজয়প্রকাশ”—নামে একখানি
 সংস্কৃতপুস্তক রচনা করিয়া, তাহাতে যে সকল দেশে ভ্রমণ
 করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক
 বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যশোরবর্ণনাকালে
 লিখিয়াছেন, “গোকর্ণকুলসম্মত ধেনুকর্ণ-নামক একজন ক্ষত্রিয়
 রাজা পশ্চিমদেশ হইতে এখানে আগমন করেন। তিনি
 অত্যন্ত বামাচারী ছিলেন। ধেনুকর্ণ, যশোরেস্বরীর নিকটস্থ
 নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া, নগর স্থাপন করেন”। দ্বিধ্বিজয়-
 প্রকাশকার যশোর-রাজ্যের বিস্তৃতি-কথন-কালে ইহার “পশ্চিম
 সীমার ছয়-যোজন-দূরবর্তী কুশদ্বীপ নির্দেশ করিয়াছেন।
 পূর্বে ভূষা (ভূষণা), বাকলা এবং মধুনতী সরিৎ; উত্তর ভাগে

Emmaupaxda *(হুমায়ুন বাদশা) | and still notwith-
 standing the Mogolls Greatness are great Lords,
 specially he of Siripur and of Ciaudecan.” - P. 11.
 Early Travels in India. ইহা ভ্রমসঙ্কুল হইলেও, ইহার
 মধ্যে বঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্য অনেকটা স্ফুটমান হয়।

* “যশোরে পাণিপত্রক দেবতা যশোরেস্বরী।

চণ্ডক ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥”—পীঠমালা।

কেশবপুর এবং দক্ষিণে সুন্দরবন নির্দেশ করিয়াছেন * ।”
মহারাজ বিক্রমাদিত্য, গোড় পরিত্যাগ করিয়া, এ প্রদেশে অব-
স্থান করিতে, এদেশের শ্রীবৃদ্ধির সহিত যশোহর-শব্দের হকারও
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ।

মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে বৈদিকক্রিয়াকলাপ-প্রচার-
জন্ত কান্তকূজ হইতে যে পাঁচ জন অসাধারণশী-শক্তিসম্পন্ন
ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, মহাকবি শ্রীহর্ষ তাঁহাদিগের
মধ্যে অন্যতম । দার্শনিক ও কবিকুলচূড়ামণি শ্রীহর্ষের সচি-
ত অশ্বিনীলোত্তব মহাবাহু বিরাট বঙ্গদেশে আগমন করেন । ইনিই
বঙ্গের গুহবংশীয়দিগের আদিপুরুষ । বিরাটের একাদশ পুরুষ
অধস্তন রামচন্দ্র-গুহ-নামে এক জন দরিদ্র পুরুষ পূর্ববঙ্গে বাস
করিতেন । দারিদ্র্যভারপ্রপীড়িত রামচন্দ্র, স্ত্রী অবস্থা পরিবর্তনের
জন্ত দেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের বন্দরপ্রধান সপ্তগ্রামে
গমন করেন । তখন সপ্তগ্রাম বর্তমান কালের শোচনীয় অবস্থায়
পরিণত হয় নাই । তখন এ-স্থানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবিকা
উপার্জনের জন্ত সমবেত হইত ; বৈদেশিক নাবিকগণ, দিগ্-
দিগন্ত হইতে বাণিজ্যদ্রব্যে অর্থব্যানসকল পরিপূরিত করিয়া,
এস্থানে আগমন এবং তাহার বিনিময়ে ভারতীয় বহুমূল্য দ্রব্যে

* বিজয়প্রকাশ, যশোহরদেশবর্ণন, ১২৯ শ্লোক হইতে দর্শন
করুন । ভবিষ্যপুর্বাণ, ব্রহ্মখণ্ডে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত যশোহর
দেশের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । জেনারাল ক্যানিংহাম
বিবেচনা করেন, আরবী “জশর” শব্দ হইতে যশোহর শব্দ
উৎপন্ন হইয়াছে । যশোহর নদীপ্রধান-প্রদেশ, সুতরাং যশোর
অর্থাৎ যশো-নামে নগরের বা প্রদেশের নাম করনা করেন ।

উদর পরিপূর্ণ করিয়া, স্বদেশে গমন করিত । তৎকালে ইহার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া, বৈদেশিকগণের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যাইত । ভগবতী সরস্বতী তখন নানাদেশীয় অণবযানসকল হাররূপে বক্ষে ধারণ করতঃ অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিতেন * । সরস্বতীর অবনতির সহিত সপ্তগ্রামেরও অবনতির প্রারম্ভ হয় । যদি কখন বঙ্গে বেগবতী শ্রোতস্বতীর আকারে সরস্বতী প্রবাহিতা হন, তখন যে আবার ভারতীয় বাণিজ্য স্বীয় প্রাধান্যকে প্রাপ্ত হইতে না পারিবে, তাহা কে কহিতে পারে ?

রামচন্দ্র, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতঃ, নানাপ্রকার পথক্লেণ অতিক্রমপূর্বক, একাকী সপ্তগ্রামে উপস্থিত হন । সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া, রামচন্দ্র, তাঁহার একজন স্বদেশীয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করতঃ, জীবিকা উপার্জনের পন্থা উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করেন । গৃহস্থামী, কুলীন রামচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা, নিভীকতা, অধ্যবসায় ও ক্রেশসহিষ্ণুতা দেখিয়া, মনে মনে আক্লাদিত হন এবং তাঁহার পরিণতবয়স্কাকন্ডার সহিত তাঁহার উদাহকিয়া সম্পন্ন করান । এই বিবাহের

* Fariad Souza says of this city that it was "Seated on the banks of Ganges three leagues in length containing one million and 200,000 families and well fortified. (Steven's translation. 1694 Vol. I. P. 416.)

প্রাচীন মুসলমান লেখকগণ সপ্তগ্রামকে মোগল-সাম্রাজ্যের "বুলগাক্ খানা" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । বুলগাক্, অর্থাৎ বিজোঁহী ।

সহিত রামচন্দ্রের ভাগ্যচক্রও পরিবর্তিত হইল। নিঃসহায় দরিদ্র বক বিপদসম্পন্নপূর্ণ বিদেশে এক জন সহায় প্রাপ্ত হইলেন। রামচন্দ্র ঈশ্বর ও শ্রীলোক কর্তৃক সপ্তগ্রাম-সরকারে কানাইগুর কার্যালয়ে একজন লেখকরূপে নিযুক্ত হন।

এরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, রামচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রের জন্মোপলক্ষে তাঁহার বাসস্থান উৎসবময় হইয়া উঠিল; ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রগণকে ধনবিতরণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের ক্রটি হইল না। যথাসময়ে নামকরণ-কালে নবকুমারের ভবানন্দ নাম রক্ষিত হয়। কালক্রমে রামচন্দ্রের শিবানন্দ ও গুণানন্দ-নামে অপর পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় বাল্যকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হিন্দি-ভাষা-ব্যতীত সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষাও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বয়োবৃদ্ধিসহকারে বালকদ্বয়ের বুদ্ধির দিন-দিন বিকশিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দকে পারস্য-ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং কর্মক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া, তাহাকে স্বীয় কার্যালয়ে জনৈক লেখকের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

রামচন্দ্র যৎকালে বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য্যসকল সম্পন্ন করিতেছিলেন, সে সময় গোড় হইতে একজন ক্রুরপ্রকৃতির পাঠান সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। রামচন্দ্র নিপুণতার সহিত কার্য্য করিলেও, শাসনকর্ত্তার কুটিল দৃষ্টিতে পতিত হন। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য উৎপন্ন হয় যে, রামচন্দ্র বাধ্য হইয়া, স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ হইলেও, তাঁহার হৃদয় যৌবনকালস্থলভ উদ্যমে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি, নীরবে শাসনকর্তার অত্যাচার সহ্য না করিয়া, তাহার প্রতিবিধানের জন্য বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গোড়নগরে গমন করিতে মনঃস্থ করেন। রামচন্দ্র, অবিবেকী প্রভুর উৎপীড়নে পীড়িত হইয়া, পুত্রকলত্র প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণকরঃ গোড়নগরে উপস্থিত হন। গোড়নগর এ সময় বিশৃঙ্খলাপরিপূর্ণ। বঙ্গেশ্বর জালালউদ্দীন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহার বালক পুত্রের বিক্রমে নানাপ্রকার চক্রান্ত হইতেছে। সকলেই এই পরিবর্তনের সহিত আপনার অবস্থাপরিবর্তনের সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। এক্ষণে বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ সময়ে রামচন্দ্র তাঁহার কতিপয় পূর্ববন্ধুর সাহায্যে একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন।

পাঠান নৃপতিগণের শীর্ষস্থানীয় সম্রাট সের সার দেহাবমানের পর উনবিংশতি বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সিংহাসনে চারিজন নরপতি অধিরোহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে মহম্মদ খাঁ স্তর ও তাঁহার পুত্র বাহাদুর সা, প্রভুশক্তির সহিত ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া, স্বকৃত্ততা লাভ করেন। বাহাদুর, বঙ্গ-বিহারের আধিপত্য লাভ করিয়া, ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহার ভ্রাতা জালালউদ্দীন গোড়ের সিংহাসনে বৎসরত্রয় উপবেশন করিয়া, পঞ্চদশ লাভ করেন। গোড়াধিপের অকালমৃত্যুর পর মন্ত্রিগণ একমত হইয়া তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে গোড়াৰাজ্যে অভিষেক করেন। তুর্ভাগ্য বালক সিংহাসনে উপবেশন করিতে না করিতে অল্প সময়ের মধ্যে গায়-সুন্দীন-নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হন। বঙ্গের এইরূপ

বিশৃঙ্খল অবস্থায় সুলেমান-ই-করসানী আলি হুজুরত অনায়াসে ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার করেন ।

এই রাজবিপ্লবের কিছু দিবস পূর্বে রামচন্দ্র গোঁড়নগরে উপস্থিত হন । বলা বাহুল্য, এরূপ পরিবর্তনের সময় রামচন্দ্রের ন্যায় এক জন কার্যাত্মক, উচ্চাভিলাষী, নির্ভীক পুরুষ যে, সুলেমানের ন্যায় এক জন অসাধারণ ব্যক্তির, যিনি সামান্য অবস্থায় হইতে প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করত ও সকল শ্রেণীর মানুষের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদিগের চরিত্র অধ্যয়নপূর্বক পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন, সে রূপ এক জন বিচক্ষণ নরপতির বিশেষ কৃপার পাত্র হইবেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । রামচন্দ্র, কর্মে নিযুক্ত হইয়া, কিছু দিন পরে পুন্ড্রকলত্র-আত্মীয়বন্ধুবান্ধবগণকে সপ্তগ্রাম হইতে গোঁড়ে আনয়ন করেন । সপ্তগ্রামের কর্ম পরিত্যাগ করাতে রামচন্দ্র সৌভাগ্যসোপান উদ্ঘাটিত হইল । তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাপ্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়াতে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহার পটভূমির সহিত ইহার বন্ধুবান্ধবগণেরও অবস্থা পরিবর্তিত হইল । পরিচিত-অপরিচিত, কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রের করুণায় বঞ্চিত হইতেন না । রামচন্দ্র যে সময় সপ্তগ্রামে অবস্থান করেন, সেই সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দের শুভ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করেন, কালক্রমে ভবানন্দের জীহরি নামে একটি পুত্র দত্তান ভূমি হয় । ইনি ভবিষ্যতে বিক্রমাদিত্য-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । রামচন্দ্র, ভবানন্দ, শিবানন্দ ও গুণানন্দ নামক কৃতবিদ্য পুত্রত্রয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ।

ভ্রাতৃত্ব স্বভ্রাতৃত্বাবে বুদ্ধিমত্তার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ।

সুচতুর সুলেমান বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আপনাকে অন্তঃ-ও-বহিঃশত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য উত্তর ভারতবর্ষে উদীয়মান মোগলশক্তিনেতা উদারচেতা আকবরের বশুতা স্বীকার করিয়া, নানাপ্রকার উপহারসহ দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন । দূত, দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, সম্রাটসমীপে বঙ্গেশ্বরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সম্রাট তাঁহাকে অতিসমাদরের সহিত গ্রহণ করেন । আকবর, বিনা রক্তপাতে সুলেমানের বশুতা স্বীকারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন ; সুলেমানও, বিনা প্রয়াসে দিল্লীশ্বরের সখ্যলাভ করিয়া, অধিকতর আনন্দিত হইলেন । সুলেমান, এইরূপে উত্তর দিক হইতে রাজ্য-আক্রমণভীতি মুক্ত হইয়া, রাজ্যশাসন ব্যাপ্ত বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ, এবং ইহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধের জন্য দ্রব্যসত্তার সংগ্রহ করিতে লোক নিযুক্ত করিলেন । পুত্ররূপেই রামচন্দ্র এই সুযোগে আপনাদিগের কার্য্যনিপুণতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বস্ততা সুলেমানের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করেন ।

সুলেমান, রাজ্যমধ্যে আপনার ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের প্রধান শত্রু উড়িষ্যার রাজ্য-বর্গকে উচ্ছেদ করিবার জন্য উপযুক্ত পাঠান সেনানীর অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রদান করিয়া, উড়িষ্যানিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন । গঙ্গাবংশাবতঃস মহারাজ মুকুন্দদেব, ইতিপূর্বে অকস্মিক গোড়ের দ্বারদেশে ভল্লাঘাত করিয়া, হিন্দু-ভূজবলের

পরিচা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিছু দিবসপূর্বে তিনি বিক্রম প্রকাশপূর্বক মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া, সপ্তগ্রাম লুণ্ঠন ও ত্রিবেণী-তটে স্রুশ্রান্ত ঘাট নিষ্কাশন করিয়া, রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ ও আপনার রাজ্যের সীমা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মুসলমানকর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে পদদলিত ভূজঙ্গের ত্যায় সৈন্তগণসহ ঘোরতর বিক্রমে চতুর্দিক হইতে যবনবাহিনীর উপর নিপতিত হইলেন। উভয়পক্ষীয় বীরগণ ভৈরব বিক্রমে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উৎকল-বীরগণ পূর্ববিজয় স্বরণ করিয়া, আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত, দেশের সাধারণশত্রুকে পদদলিত করিবার জন্ত, সম্রাটমহাভূমিকে অধীনতাপাণহইতে বিমুক্ত করিবার জন্ত, স্বদেশবাসী বীরগণ ঘোরতররূপে ভীষণ বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুসলমান বীরগণ, হিন্দু বীরগণের বাহুবলে ও রণপাণ্ডিত্য সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, প্রাণভয়ে যুদ্ধস্থলহইতে চতুর্দিক দিকে পলায়ন করিলেন। সুলেমান, স্বীয় সৈন্তের পরাভব-বান্ধা তৎক্ষণাত হইয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হন এবং উড়িষ্যা-বিজয়ের জন্ত কর্তব্য নিরাকরণ করিতে প্রধান প্রধান রাজ-কর্মচারী ও মন্ত্রীগণকে আহ্বান করেন। এই সভাতে মুসলমান মন্ত্রীগণ কর্তৃক বানির্ঘ্যে অসমর্থ হইলে, নূতনপরিগৃহীত-মুসলমান-ধর্ম্ম জনৈক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণযুবক * মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—“রাজন ! সেবক উড়িষ্যা বিজয় করিতে প্রস্তুত আছে। অধীনকে এ কার্য

* ইনি ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করেন ; জনৈক মুসলমান-কর্তার প্রেরণাশে আবদ্ধ হইয়া, মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

প্রদান করিলে, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও, তাহা সম্পন্ন করিতে বিমুখ হইবে না ।" শুলেমান, মুসলমানধর্ম্মে নবদীক্ষিত যুবকের কথায় আচ্ছাদিত হইয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ ও সম্মানে বিভূষিত করিয়া, বিপুলবাহিনীর সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । এই মহাপুরুষ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় । ব্রাহ্মণকুলপাংশুল কালাপাহাড়, নবীন উজ্জমে পাঠানসৈন্য পরিচালনা করিয়া, চতুর্দিকহইতে উড়িয়া দেশ আক্রমণ করিলেন । উৎকলবাসিরাও প্রতিপদে বীরপুরুষের জ্বায় পাঠানদিগকে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন । জন্মভূমিভক্ত উৎকলবাসিদিগেব অজস্রশোণিতপ্রবাহে উৎকল দেশের সমস্ত ভূমি আরক্তপ্রায় হইয়া উঠিল । ইতিপূর্বে যে সকল পাঠান যাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই, আজ সেই সকল পাঠান, কালাপাহাড়কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, তাহা সম্পন্ন করিল । যে বঙ্গীয় বীরগণ তাম্রলিপ্ত-প্রদেশহইতে গমন করতঃ অসাধারণ ভূজবলে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; যাহাদিগের কীর্ষিকলপ দর্শকগণকে মোহিত করিয়া থাকে ; যাহারা মুসলমানদিগের পরমনিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইতেন ; আজ সেই গঙ্গাবংশ-নৃপতিগণের সহিত উড়িয়ার স্বাধীনতামূর্ত্য চিরকালের জন্য অন্তমিত হইল । আজ বাঙ্গালীর বাহুবলে বাঙ্গালীর রাজ্য বিধ্বংস হইল । কালাপাহাড়ের এই স্বজাতি-ও-প্রদেশ-দ্রোহিতা চিরকালের জন্য ধিকারের সহিত উচ্চারিত হইবে । যত দিন না এইরূপ রাজপ্রসাদলোভী কালাপাহাড়ের দল ধ্বংস হইতে বিলুপ্ত হইতেছে, তত দিন দেশের কল্যাণ-কামনা বিভ্রমনামাত্র ।

বংশী রামচন্দ্র, এক্ষণে সাংসারিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত । এই সুখের দিবসে তিনি, পুত্রপৌত্রাদিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া, পরমসুখে মানবলীলা সম্বরণ করেন । ভবানন্দ পিতার মৃত্যুর পর অতি সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন । সুলতান সুলেমান, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরহইতে ভবানন্দকে বিশেষ শ্রদ্ধা দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন । ভবানন্দও বিচক্ষণতাসহকারে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন । ইহাতে বঙ্গেশ্বরের শ্রদ্ধা ইহার প্রতি অধিকতর ঘনীভূত হয় । বঙ্গের সিংহাসনে, সুলেমানের স্থায় স্থায়বান, কার্য্যতৎপর ও বিচক্ষণ নরপতি অতি অল্পই আরোহণ করিয়াছেন । ইনি অতি অল্প কাল রাজত্বের মধ্যে, যেরূপ সমদশিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেরূপ উদাহরণ মুসলমান-ইতিহাসে নিতান্ত অলভ্য নহে । ইনি রাজকার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য এক শত পঞ্চাশৎ বিদ্বান ব্যক্তির একটা সভা সংগঠন করেন । এই পণ্ডিতমণ্ডলীকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, তিনি রাজ্যাশাসনবিষয়ক সুকঠিন প্রশ্নসকল সমাধান করিতেন । সুবিজ্ঞ সুলেমান, ভবানন্দের প্রতিভা পরিদর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, এই মন্ত্রিমন্ত্রমধ্যে তাঁহাকে একজন সভ্যরূপে নিযুক্ত করেন । ভবানন্দ, গোড়েশ্বরের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া, রাজ্যের আয়-ব্যয়-শাসন-বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি প্রদান করেন । তিনি, রাজ্যের অনাবশ্যকীয় ব্যয়সকল লাঘব করিয়া, বহুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । তাঁহার সময়ে বঙ্গের

বাণিজ্য বিশেষরূপে উৎকর্ষলাভ করে। সে সময় গোড়েশ্বরের সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। সে সময় প্রজাসকল শ্রায়-মার্গানুসারী শ্রমিকের প্রাপ্ত হইত ও হিন্দু-মুসলমান, সকলেই নির্বিকারে শ্রীতিভাবে কাল যাপন করিত।

কালক্রমে শিবানন্দের জানকীবল্লভ-নামে একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে; ভবিষ্যতে ইনি বসন্তরায়-নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি এবং শিবানন্দের পুত্র জানকীবল্লভ, বালাকাল হইতে অসামান্য বুদ্ধি পৰিচয় প্রদান করিয়া, দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইহারা, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে বৃত্ত হইয়া, বাদ্য-লা, পারশ্ব ও সংস্কৃত ভাষা এবং অন্যান্য সুকুমারবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বর্তমান কালের বিলাসসাগর-সংগ্রহ পরশ্রীচন্দ্রপালিত কুমারগণের শ্রায় সে সময় ধনবান-দিগের সন্তানগণ পালিত হইতেন না। ভ্রাতৃত্ব অল্প সময়ের মধ্যে অস্থারোহণ, অস্ত্রব্যবহার ও মন্ত্রবিদ্যায় পারগ হইয়া উঠিলেন। বালকদ্বয়, বাল্যকাল হইতে অধিকাংশ সময়ই রাজপুত্র বৈজয়দ ও দাউদের সহিত সহবাস, অধ্যয়ন ও ক্রীড়া করিতেন। এই নিমিত্ত বালকচতুষ্টয় পরস্পর দৃঢ় মিত্রতাসূত্রে একান্ত আবদ্ধ হন; বিশেষতঃ, রাজকুমার দাউদ বালকদ্বয়ের উপর এক্রূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, এক সময় তিনি ক্রীড়াকালে শপথ-পূর্বক কহিয়াছিলেন,—“যদি আমি কখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারি, তাহা হইলে তোমাদিগের দুই ভাইকে রাজ্যের প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিব”।

১৮১ হিজরী বা ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সুলেমান মানবলীলা

সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার বৈজয়দ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহাকে অদৃষ্টমতে বহুদিবস রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র নীচাশয় নির্ভর হ্রস্বকর্তৃক নিহত হন। হ্রস্ব, মস্তাক্ষর শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া, আমির লোদি-কর্তৃক নিহত হইয়া, স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেন। হ্রস্বের মৃত্যুর পর সুলেমানের কর্মচারিগণ, সকলে মিলিত হইয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

দাউদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তাঁহার পূর্বকথা-অনুসারে শ্রীহরি ও জ্ঞানকীবল্লভকে যথাক্রমে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি প্রদান করিয়া, রাজসম্মানে সম্মানিত করতঃ প্রধান কার্যে নিযুক্ত করেন। দাউদ, সিংহাসনে হইয়া, পিতৃপদবী-অনুসরণপূর্বক অল্প দিবসের মধ্যে জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি অপত্যমিথিশেষে প্রজাপালন ও শাসন করিতে, রাজ্যমধ্যে অচিরকালেই সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। কোষাগারে দিন-দিন ধনরাশি সঞ্চিত হইতেছে, জনসাধারণ ও মৈত্রবর্গ তাঁহার প্রতি তৎক্ষণাত্ত অনুরক্ত দেখিয়া, তাঁহার স্বদয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রবলা আশা অকুরিত হয়। তিনি, দিল্লীস্থরের স্বাধীনতাপাশ মোচন করিয়া, স্বীয় নামে রাজ্যমধ্যে কুতব * পড়িবার জ্ঞ

* রাজ্যস্থরের মঙ্গলার্থ নমাজবিশেষ। ইহা স্বাধীন দেশে ব্যবহৃত হয়। সুলেমানের সময় আকবরের নামে পঠিত হইত।

আদেশ প্রদান করিতে মনঃস্থ করেন । যুদ্ধপ্রিয় ছুরাকাজ্ঞী পাঠান সেনানীগণ, শুলতানের মনোগত ভাব অবগত হইয়া, তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন । দাউদ যখন দেখিতে লাগিলেন, ধনাগার পরিপূর্ণ, প্রজাসকল অমুরক্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার প্রায় দুই লক্ষ সর্বপ্রকার-আয়ুধসম্পন্ন সৈন্য শত্রু দমন করিতে সমর্থ এবং বিংশতি সহস্র খণ্ড কামান শত্রু মস্তকোপরি অনবরত অগ্নিগোলক উদগীরণ করিতে প্রস্তুত †, তখন তাহার প্রতীতি হইল, এরূপ অবস্থায় অপর ব্যক্তির অঙ্গুলী-পরিচালনার বশবর্তী হইয়া থাকার জ্ঞায় ঘৃণার বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নাই ; দুর্বল ব্যক্তিই অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু, বলবান ব্যক্তি আত্মরক্ষাবিষয়ে সমর্থ হইলেও, যদি পরাধীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তাহা হইলে তাহা-অপেক্ষা নিকৃষ্টতম জীব জগতে আর কে আছে ? দাউদ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম করিয়া, মস্ত্রিমণ্ডলীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । পাঠান মস্ত্রিগণের মধ্যে অধিকাংশ দাউদের অভিপ্রায়ানুসারে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিবার অভিমতি প্রদান করেন । দাউদের আজ্ঞানুসারে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গসকল যুদ্ধোপযোগি-দ্রব্যাসম্ভারে পরিপূরিত হইল, চতুর্দিক হইতে সৈন্যসকল সংগৃহীত এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল ।

দূরদর্শী ভবানন্দ, দাউদের যুদ্ধবাসনা অবগত হইয়া, পরিজনবর্গকে আহ্বান করিয়া, কহেন,—“দেখ, দাউদের যেরূপ

† ' Stewart's History of Bengal. 152 P.

মনোগত ভাব দেখিতেছি, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, মোগল-দিগের দ্বারা তিনি, যুদ্ধ না করিয়া, ক্ষান্ত হইতেছেন না ; এই যুদ্ধ নিষ্পত্তি, একবার প্রজ্জ্বলিত হইলে, এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস না হইয়া, সমাপ্ত হইবে না ; অতএব, এরূপ সঙ্কটসময়ে সপারিবারে রাজধানীতে অবস্থান করা আমি কখনও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি না। আমার বিবেচনায় কোন স্মদুর, নিভৃত ও দুর্গম প্রদেশে স্থান নির্বাচন করিয়া, তথায় বাসস্থান নিম্মাণ এবং পরিবারবর্গ ও ধনাদি প্রেরণ করা উচিত। রাজ্যবিপ্লবকালে দেশমধ্যে যেরূপ অরাজকতার অবস্থা উপস্থিত হয়, সে বর্তমান অবস্থাতে আমাদিগের বর্তমান রাজসন্ধান আমাদিগকে কোনই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। সেজন্য আমি বলিতেছি, ভগবান্ না করুন, আমাদিগের এ প্রভুতা চলিয়া যাইবার পূর্বে কোন দুর্গম স্থান অন্বেষণ করিয়া, তথায় গৃহ নিম্মাণ কর। যদি আমাদিগের পক্ষে জয় হয়, তাহা হইলেও যুদ্ধের বিষয়।”—ইত্যাদি কহিয়া, ভবানন্দ বিরত হইলে, সকল তাঁহার কথা-অনুসারে স্থাননির্বাচনের নিমিত্ত চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

লোকসকল, নানাদেশ ও নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া, প্রত্যাগমন করিলে, তন্মধ্যে যিনি দক্ষিণ প্রদেশে গমন করিয়া ছিলেন, তাঁহার বর্ণিত দেশে বাসস্থান নিম্মাণ করিতে সকলেই অভিমতি প্রদান করিলেন। ইহা যশোহর প্রদেশ ; পূর্বে ইহা চাঁদখাঁ মছল্লী-নামক জনৈক মুসলমান জমিদারের জাইগীর ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকাতে বর্তমান কালে তাহা অসামিকরূপে পতিত আছে। এ প্রদেশ, ঘোর অরণ্যে

পরিপূর্ণ, বায়ু, গণ্ডার, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি ; ইহার চতুর্দিক নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত । এই সকল নদী, ভীষণকায় কুন্ডীর, হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর প্রাণির ক্রীড়ার স্থল । এতদ্ব্যতীত তাহার দুয়বগাহ হইয়া উঠিয়াছে । একরূপ দুর্গম স্থান, সুরক্ষিত হইলে, সর্বথা শত্রুগণের অনতিক্রম্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । এইরূপ বিচার করিয়া, ভবানন্দ যশোহর প্রদেশ দাউদের নিকট জাইগৌরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তথায় গৃহ-নিৰ্ম্মাণের জন্ত লোকসকল প্রেরণ করিলেন । শ্রীযুক্ত রামবাম বসু প্রায় শত বৎসর পূর্বে লিখিয়াছেন,—“সে স্থানে লোক পাঠাইয়া দরবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে পুলবন্দী করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন । পাঁচ ছয় কোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার হইল । তাহার মধ্যস্থলে কোশাধিক চারিদিকে আয়তন গড় কাটাইয়া পুরীর আরম্ভ হইল । সদর মফস্বল ক্রমে তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল । চতুর্পার্শ্বে গোলা গঞ্জ সহর বাজার নগর চাতর ও বাগ বাগিচা । এই মতে সে স্থান অতি শোভাযুক্ত দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল ।” পরিজনগণসহ ভবানন্দ গোড়হইতে নানাবিধ-দ্রব্য-সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে যশোহর যাত্রা করিলেন । গোঁড়ে কেবল মধ্যম ভ্রাতা পুল্লসহ শিবানন্দ এবং শ্রীহরি অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

দাউদ, যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সীমান্তপ্রদেশে বহুলপরিমাণে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, দিল্লীর সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ মোগল-রাজ্য আক্রমণ করিলেন । আকবর, দাউদের আচরণ

অবগত হইয়া, জোনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁর অধীনতায় বহুদংখ্যক সৈন্ত প্রদান করিয়া, যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করেন । মুনিম খাঁ, ঘোরতর বিক্রমে পাটনা ও হাজিপুর ক্ষেত্রে পাঠানগণকে সশস্ত্ররূপে পরাস্ত করিয়া দেন । হাজিপুরের যুদ্ধকালে গুজর খাঁ, কালাপাহাড়, সুলেমান মানকলী এবং বাবু মানকলী অসাধারণ বীরতার সহিত যুদ্ধ করেন । আকবর-সেনানী, বিজয়লাভ করিয়া, দাউদকে ভয়বিহ্বল করিবার জন্ত যুদ্ধ-নিহত পাঠানগণের মস্তক নৌকাপরিপূর্ণ করিয়া, বঙ্গাধিপের নিকট প্রেরণ করেন ।

দাউদ সেনানীগণ, হাজিপুরক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া, অবশিষ্ট-সৈন্তসহ মোগল-বাহিনীকে পুনরাক্রমণ করেন । কিন্তু, পাঠানগণের হ্রদৃষ্টবশতঃ তাহারা প্রতিক্ষেত্রে পরাজিত হইতে লাগিলেন । কালাপাহাড়, সুলেমান ও বাবু মানকলী ঘোড়া-ঘাট * -অভিমুখে পলায়ন করিলে, ইহাদিগকে দমন করিবার জন্ত মুনিম খাঁ, মাজন-খাঁ-ই-কোয়াকসাল-নামক সেনানীকে প্রেরণ করেন । উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় । কালাপাহাড় প্রভৃতি বীরগণ, পরাজিত হইয়া, কুচবিহারের আশ্রয় গ্রহণ করেন । ইহারা এ স্থান হইতে মোগলদিগের গতিবিধি গুপ্তরূপে অবগত হইতে লাগিলেন, এবং অবকাশ প্রাপ্ত হইবামাত্র ঘোরতর বিক্রমে মোগলগণের উপর পতিত হইয়া, তাহাদিগকে বিধ্বংস করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না ।

দাউদ, সেনানীগণের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া, গোঁড়ে অবস্থান অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, উড়িষ্যাভিমুখে গমনের উদ্দেশ্যে

* বর্তমান রাঁপুর জেলার অন্তর্গত ।

কবিতা আরম্ভ করেন । তিনি, গ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে আস্থান-পূর্বক, যে কথা কহেন, তাহা আমরা বসুমহাশয়ের গ্রন্থ হইতে আবল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।—“আমার যে কিছু সম্পত্তি গোড়ে আছে তাহা গমস্ত একাদিক্রমে যশোহরে চালান কর পশ্চাৎ আনা যাইবেক ।” বসুমহাশয় আরও বলেন ।—“এই দুই ভ্রাতা দাউদের নিতান্ত বিশ্বাসপাত্র বাদসাহের যত্নে ধন স্বর্ণরূপা তামা পিতল কাঁসা সমস্ত ধাতু দ্রব্য ও আরং যে কিছু ছিল এবং প্রধানং সকল এবং তাঁহার আরং সমস্ত চাকরদের দাবতীয় ধন এবং সহরবাসী লোকের ধান্ত ও চাউল অবধি যাবতীয় সামগ্রী এবং লোকের পুরাতন পরিচ্ছদ পধ্যস্ত লুট যাওয়ার ভয়প্রযুক্ত সমুদায়িক বস্তু দুই ভ্রাতার স্থানে গচ্ছিত হইল হুঁহ রা সহস্রাবধি বৃহৎ নৌকায় সামগ্রী বোঝাইয়া যশোহরে চালান করিলেন পরে গোড় ধন হীন সহর হইয়া রহিল ।”

মোগলগণ, বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, অতিক্রান্তবেগে গোড়াভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন । মুনিম খাঁ, গোড়ে উপস্থিত এবং দাউদের পলায়নবার্তা অবগত হইয়া, মহাক্রোধে কুলি খাঁ বারলাসকে দাউদের পশ্চাৎ অনুসরণের জন্য প্রেরণ করেন । কুলি খাঁ, নগরপ্রাঙ্গণস্থিত অনুসরণপূর্বক বিফলমনোরথ হইয়া, প্রত্যাগমন করেন । মুনিম খাঁ, কুলি খাঁর প্রত্যাগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া, স্বয়ং বিজয়বাহিনী পরিচালনা করিয়া, বহুক্রোশে উড়িয়ায় দাউদের সমীপবর্তী হন । উভয়পক্ষে ঘোরতর সমরানল প্রজলিত হইল । দাউদ, অসামান্য বীরতাপূর্বক যুদ্ধ করিলেও, পরাজিত হন । মুনিম খাঁ, দাউদের সহিত সন্ধিসংস্থাপনপূর্বক, গোড়-নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বঙ্গদেশের

জল-বায়ু গ্রাহ্য স্বাস্থ্যের অল্পকূল না হওয়াতে তিনি, অবশেষে
হইয়া, পৌরনগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন । আকবর-সেনানী-
গণের মধ্যে মুনিম খাঁর উড়িয়া-আক্রমণ একটি ঐতিহাসপ্রসিদ্ধ
ঘটনা । এই অভিযানে তিনি যেক্রপ অসাধারণ বুদ্ধিভ্রান্তা ও ক্রেশ-
মহিম্বতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ রণ-
পাণ্ডিত্য ব্যক্তি হইয়া ।

দাউদ মুনিম খাঁর মৃত্যুকথা অবগত হইয়া, সুপ্রোখিত
সিংহের স্ত্রী ঘোরতরবিক্রমে শত্রুকূল নিশ্চূল করিবার উদ্যোগ
করিতে আঁতুপ করিলেন । তিনি তাঁহার সেনানী ও সৈন্তগণকে
নির্দিষ্ট স্থানে এক সময়ে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করি-
লেন । দাউদ একদিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ভদ্রকের শাসন-
কর্ত্তা নাজির খাঁজুরকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া, নিহত করেন ।
তিনি, মোঘল রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া, দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে
ধাবিত হইতে লাগিলেন । তাঁহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে দলবলও
পুষ্ট হইতে লাগিল । উৎকলী, বাঙ্গালী, পাঠান প্রভৃতি সৈন্তগণ
দলে দলে তাঁহার পতাকার নিম্নে আগমন করিয়াছিলেন ।
কালাপাহাড়, মানকীদ্বয় প্রভৃতি সেনানীগণ আবার সকলে
সম্মিলিত হইলেন । আবার পরহস্তগত নষ্ট রাজ্য দাউদের
আজ্ঞাধীন হইল । কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে দাউদ মোঘলগণকে
পরাজিত করিয়া, আকমতল * দুর্গ হস্তগত করেন, এবং তাহা
সুরক্ষিত করতঃ তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট আকবর, খানজাহান হুসেন
কুলি খাঁ-নামক সেনানীকে প্রধান-সেনানায়ক-পদে নিযুক্ত

* বর্তমান রাজমহলের প্রাচীন নাম ।

করিয়া, বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। খানজাহান, আমিরগণের অকর্ণ্যতাবশতঃ প্রথমতঃ দাউদের কিছুই অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। আকবর, কৰ্মচারিগণের কার্যশিথিলতা এবং খাজা আবদুল্লা নকসা বন্দীর মৃত্যুকথা অবগত হইয়া, বিহারের শাসন-কর্ত্তা মজাফ্ফর খাঁকে খানজাহানের সাহায্যের জন্য গমন করিতে আদেশ করেন।

মজাফ্ফর খাঁ, বহুসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে করিয়া, কুলি গাঁর সহিত মিলিত হন এবং আকমহল-ক্ষেত্রে ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে দাউদ যে ব্যূহ রচনা করেন, বীরবর কালাপাহাড় তাহার দক্ষিণপক্ষ, মানকুলী বীরদ্বয় বামপক্ষ এবং তিনি স্বয়ং মধ্যভাগ পরিচালনা করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথমেই শত্রুপক্ষ হইতে এক ভীষণ গোলক দাউদের ভ্রাতৃপুত্র বীরবর কানাইদের উপরে নিপতিত হওয়াতে, তিনি পঞ্চদশ লাভ করেন। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলেও, পাঠান ও বঙ্গীয় বীরগণ পরমোৎসাহে, নিপুণতাপূর্বক, ভৈরব বিক্রমে মোগলগণকে বিপর্যস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দাউদের অদম্য পরাক্রম, বীর্য-বান পাঠানগণমধ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, তাহাদিগকে দুৰ্দ্ধর্য করিয়া তুলিল। দাউদ অসাধারণ পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেও, বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অশ্রুসন্না। যে সময় ঘোরতররূপে চতুর্দিকে সমরানল প্রজ্জ্বলিত, যে সময় মৃত্যুভয়বিরহিত পাঠানগণ স্বাধীনতা-সংরক্ষণজন্য কালান্তক যমের ত্রায় যুদ্ধনিরত, সেই সময় তাহাদিগের সেনানীপ্রবর কালাপাহাড়, সকলের অগ্রবর্তী হইয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। দাউদসৈন্য, কালাপাহাড়কে বিপন্ন দেখিয়া, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। খানজাহান,

এই অবক্কে শে অধিকসংখ্যক সৈন্ত সেই দিকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং বিপুল পরাক্রমের সহিত দাউদকে আক্রমণ করিলেন। দাউদ, পলায়মান সৈন্তগণকে একত্রিত করিবার জন্য উৎসাহিত বাক্য সকলকে প্রাধান্য করিয়া, মোগলসৈন্তবারিধিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তিনি, বাড়বানলের ন্যায় অম্লুত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, শত্রুহস্তে পতিত হন। খান জাহান, দাউদের শিরশ্ছেদন করিয়া, সন্নাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। অদ্য পাঠান-শক্তি বঙ্গদেশে দ্বিশত ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, বিজয়কালের জন্য সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

বঙ্গ বিজয়ের পর মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল * নবোপার্জিত রাজ্যের শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য দাউদের রাজস্ববিভাগের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণকে পার্শ্বের ন্যায় স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, এরূপ মর্মে ঘোষণাপত্র

* টোডরমল ক্ষেত্রিকুলে এক জন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে শুণদশী সম্রাট আকবরের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। টোডরের বাল্যকালে পিতৃ-স্রিয়োগ হওয়াতে তাঁহার বিধবা মাতা অতিকষ্টে তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। প্রথমতঃ, তিনি এক জন মুহুরীরকর্মে নিযুক্ত হন। তিনি যে সময় গুজরাটের রাজস্ব বাবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, সেই সময় হইতে তাঁহার সৌভাগ্যচর্চা উদ্ভিত হয়। তিনি সম্রাট আকবরের রাজস্বের উর্নাবংশতিতম

চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। দাউদের হুরবস্থার পর বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, সম্রাটের বেশ পরিধান করিয়া, দেশের অবস্থা কিরূপ ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহা দেখিবার জন্ত বারেন্দ্র-ভূমিতে গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। বিক্রমাদিত্য, টোডর মলের ঘোষণাপত্রের কথা জ্ঞাত হইয়া, তাহা কত দূর কাঁখে পবিণত হয়, তাহা অবগত হইবার জন্য তাঁহার একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আকমহলে প্রেরণ করেন। বিক্রমাদিত্যের প্রেরিত চর আকমহলে উপস্থিত হইয়া, রাজা টোডরমলের কার্যকলাপ সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাগমনপূর্বক, সমস্ত কথা নিবেদন করেন। বিক্রমাদিত্য টোডরমলের নিকট ভয়ের কোন কারণ নাই, অবগত হইয়া, আকমহলে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট গমন করেন। গুপ্তপ্রাণী টোডরমল, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়কে যথোচিত সম্মানপূর্বক অভ্যর্থনা করিয়া, বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব বিষয়ক জ্ঞাতব্যবিষয়সকল পরিকাররূপে অবগত হইয়া, পরমা-হ্লাদিত হন। তিনি, ভ্রাতৃত্বকে উচ্চ রাজকর্ণে নিযুক্ত করিয়া,

বৎসরে মুনিম খাঁর সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। যুদ্ধ-কালেও তিনি অসাধারণ বীরপুরুষের স্থায় আচরণ করিতেন। তিন বৎসর পরে বঙ্গদেশ হইতে তিনি পুনরায় গুজরাটে গমন করেন। সম্রাটের রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসরে তিনি ভারতের দেওয়ানী-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় তিনি ভারতবর্ষের রাজস্বব্যবস্থা পুনঃসংস্কার করেন। রাজত্বের ষাট্রিশতম বৎসরে একজন ক্ষেত্রী তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পায়। উক্ত বৎসরে সুরবিখ্যাত বক্তা বীরবলের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্ত তিনি ইস্তফজাই-দমনে গমন করেন।

সুশ্রীয়াসহকারে রাজকাৰ্য্যনিৰ্বাহ করিতে লাগিলেন । বিক্র-
মাদিত্য ইতিপূৰ্বে দাউদের নিকট হইতে যে জমীদারী প্রাপ্ত
হন, তাহা তাঁহাদিগের অধীন থাকিবে, টোডরমল এই মন্ত্ৰে
সম্রাটের নিকট হইতে একখানি আদেশপত্র আনয়ন করিয়া
দেন । “বঙ্গভূমে যশোহরের পশ্চিমভাগে গঙ্গানদী ও তাহার
পূৰ্ব্বদিক বঙ্গপুত্রনদের পশ্চিম কিনারা এই বৃহৎরাজ্য তাঁহারা
প্রাপ্ত হন ।” (রামরাম বসু)

কুমাদিত্য, যশোহর-শাসনের নিমিত্ত বসন্তরায়কে তথায়
প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং টোডরমলের নিকট বঙ্গের রাজস্ববিষয়ক
কাগজাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । তিনি, অল্প সময়ের
মধ্যে রাজকাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া, নূতন রাজধানী যশোহর-নগরে
গমন করিবার জন্য টোডরমলের সাজ্জা প্রার্থনা করিয়া,
বলিলেন, “আমার সাধ্যানুসারে আমি আপনাদিগের সেবা
করিতে চেষ্টা করি নাই । নবাব দাউদের অধীনতায় আমি এ
রাজ্যে একজন প্রধান কর্মচারির পদে নিযুক্ত ছিলাম । যদিও

রাজ্যে চতুস্ত্রিশতম বৎসরে তিনি, বার্ষিকাবশতঃ সম্রাট
আকবরের অনিচ্ছানুসারে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কিছু দিবস
পরমপবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে বাস করতঃ মানবলীলা, সঞ্চরণ
করেন । বাদাওনী ১০ই মবেম্বর—১৫৮৯ খৃঃ ইষ্টাব্দ মৃত্যুকাল
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । টোডরমলের হিন্দুধর্মের প্রতি
প্রগাঢ় অস্বা ছিল । এক সময় সম্রাটের সহিত পাঞ্জাবে গমন-
কালে বাস্তবাবশতঃ তাঁহার ঠাকুর হারাইয়া যায়, উক্ত ঠাকুর
প্রত্যাহরণ না করিয়া, তিনি জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করিতেন না ।
টোডরমল, পানাহার পরিত্যাগ করিয়া, সম্রাটের সহিত অব-

তাহার অবসানের সহিত আমারও এ রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করা উচিত ছিল ; কিন্তু আমি, তাহা না করিয়া, লৌকিক-রীতি-অনুসারে আপনাদিগের আশ্রয়ে আগমন করি। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে, জীবনের অবশিষ্ট সময় ঈশ্বর-উপাসনায় অতিবাহিত করিব।” টোডরমল, বিক্রমাদিত্যের ধন্যপরায়ণতা মুগ্ধ হইয়া, নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার প্রদান করিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বিদায় প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য স্বাক্ষরমূল হস্তে নৌকাযোগে যথাসময়ে যশোহর নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে নগর উৎসবময় হইয়া উঠিল। তিনি বাঙ্গালার লোকদিগকে সেই সপ্তায় লক্ষ লক্ষ বিতরণ করিলেন এবং সর্বত্র দেবালয়ে যাগযজ্ঞ পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন দশ দিনের মধ্যে সাত্ত্ব হইল। বিক্রমাদিত্য এইরূপে নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য্য করিয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।

জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আকবর, টোডরমলের বিপদের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে জলদ্রব্যের জন্য অনেক অনুরোধ করেন ; কিন্তু, সকলই বার্থ হইয়া যায়। সম্রাট, অন্য উপায় না দেখিতে পাইয়া, তাঁহার বিক্রয়-অন্বেষণের জন্য বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে, পূজা করিয়া টোডরমল অন্ন গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের উনত্রিশতম বৎসরে গুণগ্রাহী সম্রাট, ইহার গৃহে গমন করিয়া, ইচ্ছাকে সম্মানিত করেন। টোডরমল হিন্দুগণকে হিন্দীর পরিবর্তে পারস্য ভাষায় কাগজ পত্র লিখিতে বাধ্য করেন ইহাকে হিন্দু-দিগের রাজনীতিকৃত্ত বহুল পরিমাণে প্রসারিত হয়। টোডরমলের জন্মভূমি মনসুর লাহোর-প্রদেশ নির্দেশ করিয়াছেন,

যে সময় বঙ্গেশ্বর সুলেমান উড়িষ্যার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া অন্য অজস্র শোণিত ধারা প্রবাহিত করিতেছিলেন, যে সময়ে উড়িষ্যার স্বদেশভক্ত বীরগণ প্রতিপদে যবনগণকে বাধা দিয়া স্বদেশরক্ষার জন্য অস্ত্রোৎসর্গ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বিক্রমাদিত্যের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন * । ভবানন্দ পৌত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হন, এবং অকাতরে যথেষ্ট পরিমাণে ত্রাস্ত্রগণকে ধন প্রদান করেন । তিনি, পৌত্রকে অসাধারণলক্ষণসম্পন্ন অবলোকন

কিন্তু, অল্পকালে আউদের অন্তর্গত লোহারপুর-নামক স্থান হিরায় হইয়াছে † । আমরাদিগের দেশে অনেকেই ভ্রমবশতঃ ক্ষেত্রিগণকে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করেন । উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে ইহারা যত্ন জাতিক্রমে পরিগণিত হন । বাঙ্গপুত্র বা ক্ষত্রিয়দিগের নিম্নে ইহাদিগের আসন ।

* প্রতাপাদিত্যের জন্ম বা মৃত্যুর সময় কোনস্থানে নির্দেশ হয় নাই ; সুতরাং, তাঁহার জন্মমৃত্যুর সময় নির্ধারণ করিতে হইলে, আমরাদিগকে অহুমান-প্রমাণেব সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে । ভবানন্দ প্রভৃতির সাহায্যে মানদিত প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া যখন জাহাপীর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময় সম্রাট ভবানন্দের কার্ষো আক্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে কএক খানি পরগণাসহ ফারমান প্রদান করেন । এই ফারমানে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ বা ১০১৫ হিজরী উল্লিখিত হইয়াছে ; সুতরাং, প্রায় ঐ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে প্রতাপাদিত্য নাসাঙ্গলীল পরিত্যাগ করেন, ইহা আমরা নিশ্চয়রূপেই

করিয়া, নবকুমারের নামকরণ কালে ‘প্রতাপাদিত্য’-নাম প্রদান করেন। প্রতাপাদিত্য পরমরূপবান ছিলেন বলিয়া কথিত হন। তিনি, বাজাকাল গোড়নগরে অতিবাহিত করিয়া, যে সময় পুরস্বীগণ বশো০রে গমন করেন, সেই সময় তাঁহা-দিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। গোড়নগরে অবস্থান-

অবগত হই। তাঁহার রাজত্বকালে যে পটুগীজ ধর্মপ্রচারক ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে আগমন করেন, সে সময় তিনি তাঁহার দ্বাদশ-বৎসর-বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। রামরাম বন্দুর লিখিত এবং জনপ্রবাদে আমরা অবগত হই যে, দাউদ ৬ খ্রীহরী, উভয়ে সমবয়স্ক ছিলেন। দাউদ ৫৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় পঞ্চবিংশতি বা ষড়্‌বিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম-কালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ; সুতরাং, আমরা অবিসম্বাদে অনুমান করিতে পারি খ্রীহরির ষাট বিংশতি বা একবিংশতিতম বৎসরের সময় পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা প্রতাপাদিত্যকে ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দোখতে পাই। এতদ্ব্যতীত যদি আমরা প্রতাপাদিত্যের ঊনবিংশ বা বিংশতিতম বৎসরে প্রথম পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করি, তাহা হইলে ৬ আমরা উক্ত সময়ে উপস্থিত হই, অর্থাৎ, ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের জন্মকাল অবধারিত হয়।

ভবিষ্যপুরাণে এরূপ বর্ণিত আছে, ধুমঘটপত্তনে (ধুমঘাট) একজন কায়স্থ রাজা উৎপন্ন হইবেন ; তিনি বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্ত, দিল্লিখরের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, পঞ্চতলাভ করিবেন। এই কায়স্থ রাজাই আমাদের প্রতাপাদিত্য।

যশোর দেশ বিষয়ে যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে।

ধুমঘটপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

ইত্যাদি।

কালে বালক প্রতাপাদিত্য পারশুভাষা-অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। তিনি অল্প কালের মধ্যে পারশু ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যাস করেন। প্রতাপাদিত্য, যশোহরনগরে উপনীত হইয়া, উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বরোহণ প্রভৃতি পৌরুষজনক বিজ্ঞাতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হন। তিনি শরচালনা ও অশ্বরোহণে একরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এক সময় শরচালনা করিতে করিতে কুমার উদ্ভীষ্যমান একটী ক্ষত্রপক্ষীকে শরাঘাতে নিহত করেন; নিহত পক্ষী বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পতিত হয়। শরবিদ্ধ পক্ষী কাহ্নাকর্তৃক নিহত হইয়াছে, অল্পদক্ষ করিয়া, যখন বিক্রমাদিত্য অবগত হইলেন যে তাঁহার পুত্রকর্তৃক এই কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তিনি, প্রতাপাদিত্যকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া, তাঁহার কুসংস্কারের অন্ত বহুবিধ উৎসর্গ করিয়া, একরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে আদেশ করেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি, প্রতাপের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান দেখিয়া, একরূপ ধারণা করিয়াছিলেন যে, এ পুত্র ভবিষ্যতে পিতৃদ্রোহী হইবে। বালকের বাল্যকাল হইতে এই সকল শঙ্কিত কর্ম্মপরম্পরা অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগের এধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে থাকে। প্রতাপের স্নকুমার স্বদয়ে এইরূপ তাঁহার গুরুজন কর্তৃক পিতৃদ্রোহিতা-ভাব বোপিত হয়; ক্রমশঃ ইহা, বিবর্জিত হইয়া, বিষমাকার ধারণ করে। বাল্যকাল হইতে প্রতাপ যদি একরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহাকে পিতৃব্যাহত্যাভ্রান্ত পাপে লিপ্ত হইতে হইত না।

প্রতাপ, বাল্যকাল হইতে সুলেমানের প্রাধান্যলাভ, তাঁহার উড়িয়াবিজয়, উড়িয়াবাসিদিগের প্রবলপরাক্রম, দাউদের মোগলগণের সহিত যুদ্ধ, স্বাধীনতারক্ষার জন্ত অসীম ক্রেশ স্নীকার, আবার নবীন উদ্যমের সহিত দাউদের ঘোরতর যুদ্ধ ইত্যাদি বীরত্ববিষয়ক নানাপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার হৃদয়কে স্বভাবতঃই যুদ্ধপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাঠানগণ, জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ক্রীকরণ ঘোরতর বিক্রমে মোগলগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ; মোগলগণ পরাজিত হইয়া, ক্রীকরণে আত্মরক্ষা করিতেছে ; পাঠানগণ, অল্পস্বত হইয়া, ক্রীকরণে পলায়ন করিতেছে ; এরূপ যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে ; ইত্যাদি বিষয় অভিজ্ঞ ও অভাগতের নিকট আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন * । ইহাতে প্রতাপের বালক হৃদয়ে বঙ্গের স্বাধীনতার জন্ত উদ্বিগ্ন হইল। কেমন করিয়া হিন্দুর প্রাধান্য সংস্থাপিত করা যাইতে পারে, সেই চিন্তা তাঁহার কোমল মস্তককে আলোড়িত করিতে লাগিল। প্রতাপ এই স্মকুমার

* বাঁহারা অপরিণতবয়স্ক বালকের এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা অনন্তর বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের সন্দেহ অপনোদন করিবার জন্ত গ্রন্থকারের পরিজ্ঞাত নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখিত হইল।—এক সময় একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক মানচিত্র-পরিদর্শন কালে কাহিয়াছিল,—“ভারতবর্ষে যদি কেহ লোক থাকিত, তাহা হইলে ইহা কখন পরাধীন হইত না। কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান, ত্রিপুরা, নিজাম, মহিশুর, বরোদা, রাজপুতনা প্রভৃতি (উক্ত প্রদেশ সকল সে সময় নীলবর্ণে রঞ্জিত থাকায় বালক উহাদিগকে স্বাধীনরূপে গ্রহণ করে) প্রদেশ সকলকে যদি কেহ মিলিত করিতে পারে, তাহা হইলে ভারত মুহূর্ত্তে স্বাধীন হয়।

বয়সে তার একজন ব্রাহ্মণকুমারের সহিত মিলিত হন, তিনিও ক্রুদ্ধের বন্ধের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়, সেই দুর্ব্বল চিন্তায় আকৃষ্ট হইতেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে, পরস্পর-বিদ্বেষ বন্ধীয়গণের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয়, এই সকল বিষয় উভয়ে একত্র হইয়া চিন্তা করিতেন। এই অসাধারণ বালকের নাম শঙ্কর চক্রবর্তী * বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত শঙ্করের চিত্তবৃত্তি মিলিত হওয়াতে উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন, ইহাতেই শঙ্কর প্রতাপের মনোরাজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। এই সময় আর একটি বালক ইহাদ্বয়ের সহিত মিলিত হন; তাঁহার নাম স্বর্ধ্যকান্ত গুহ। প্রতাপ অধিকাংশ সময় এই সকল বন্ধুর সহিত সুন্দরবনের নিবিড় বনাঞ্চলের মধ্যে ভীষণকায় বাঘ, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু সকল মুগ্ধ করিয়া, বিপুল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রতাপ মুগ্ধকায়ের একরূপ অসীম সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্রেশমহিম্বিতা প্রদর্শন করিতেন যে, তাহা সচরাচর জনসাধারণমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিক্রমাদিত্য গোড় হইতে যশোহরে আগমন করিলে পর তাঁহার পিতার দেহত্যাগ হয়। এই শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও অপরাপর জাতি আহত হন, তাঁহারা, সম্মানের সহিত পুজিত হইয়া, বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে অনেক পরিমাণে অত্যাচার জাতি আগমন করেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের স্বজাতীয়গণ এ প্রদেশে না

* জীকনীকোষকার ইহাকে শঙ্কর ভট্টাচার্য্য নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

থাকতে, অতিদূরতর প্রদেশ হইতে অতি অল্প পরিমাণেই আগমন করেন, এই অভাব দূর করিবার জন্ত বসন্ত রায়ও পূর্ব বঙ্গ হইতে স্বাভাবিকগণকে আনয়ন করিয়া, এ প্রদেশে বাস করাইবার জন্ত বিক্রমাদিত্যকে অনুরোধ করেন । বিক্রমাদিত্য বসন্ত রায়ের এই সংপ্রস্তাব অতি আক্লানদের সহিত অনুমোদন করিলেন । তিনি বাকলা, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিত্তক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত উপযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন । ব্রাহ্মণগণ, অতিসমাদরের সহিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থও বৈদ্যগণকে আহ্বান করিয়া, যশোহর-নগরে আনয়ন করিলে, বসন্ত রায়, স্বয়ং গমনপূর্বক, আহতগণের অভ্যর্থনা করিয়া, উপযুক্ত স্থানে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন । এই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ তাঁহাদিগের রাজ্য-মধ্যে যিনি যথায় বাসস্থানের জন্ত ভূমি নির্বাচন করিলেন, তিনি তথায় উপযুক্ত পরিমাণে ভূমি বৃত্তিরূপে প্রাপ্ত হন । বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ বহুল পরিমাণে ব্রাহ্মোত্তর ভূমি রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত হন । বহু সংখ্যক চতুষ্পাঠী গ্রামে, গ্রামে সংস্থাপিত হইল । অল্প দিনের মধ্যে এ প্রদেশ জন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ইহা বিক্রমাদিত্য সমাজ বলিয়া সে সময় প্রসিদ্ধিলাভ করে । সেই সময়ে এক কবি নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে যশোহরে উপনীত হইয়া তাহার সমৃদ্ধি দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন,—

যশোহর পুরী কাশী দিঘীকা মণিকণিকা ।

তরুপঞ্চাননো ব্যাগঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ ॥

যশোহরপুরীর অভ্যাসমন্দিরসকল কাশীর রথবীথীতাকে ও মণিকর্ণিকা নাম্নী দিঘীকা মণিকর্ণিকার পুতলিকাকে অনুকরণ করে । অশেষ শাস্ত্রবিৎ তর্কপঞ্চানন এই নগরের সাক্ষাৎ ব্যাসকে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপ বসন্ত রায় এ স্থানের কালকৈবল্যের স্মারক বিরাজিত হন । ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লোক-ক্ষয়কর মহামারীতে বঙ্গের বিশাল রাজধানী গোড় নগর শ্রীভ্রষ্ট হইলে পর বিপুল অরণ্যানির মধ্যে এই নব প্রতিষ্ঠিত নগর দিন দিন যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করে তাহাতে ইহার যশোহর নাম নিতান্ত মিথ্যা হয় নাই । তৎকালে যশোহর নগর ও নগরের প্রধান আশ্রয় ভূমি ছিল । সকল প্রকারের গুণিগণ এ স্থানে বিশেষরূপে আদৃত ও পূজিত হইতেন ।

এই নগরে একটা নবীন সমাজ সংস্থাপন করিয়া বিক্রমাদিত্য অতি সম্মানসহকারে সহিত প্রতাপাদিত্যের বিবাহের উদ্যোগ করেন । এই বিবাহ উপলক্ষে রাজধানীতে বিদ্বান ব্রাহ্মণ ও অধ্যক্ষ গুণিগণ নানা দেশ হইতে নিমন্ত্রিত হন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আগমণের সুবিধার জন্ত নানা স্থানে নৌকা ও কামচানী সকল প্রেরিত হইয়াছিল । ঐ সকল কামচারীগণ যে সমস্ত ব্যক্তি রাজধানীতে পমন করিবেন তাঁহাদিগের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয় তাহার ব্যবস্থা যত্নের সহিত করিতে লাগিলেন । নানা দেশ হইতে সমাগত জনগণের আশ্রয়নে যশোহর আনন্দময় হইয়া উঠিল । সমাগত ব্যক্তির প্রীতির জন্য নানা প্রকার ঐন্দ্রজালীক কীড়া, সুমধুর কণ্ঠ গায়কগণ কর্তৃক বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিগণের ভাব পরিপূর্ণ শুল্ললীত সঙ্গীত গীত হইতে

লাগিল। মৎস্ত মাংস বহুল অন্ন ব্যঞ্জনের প্রচুর পরিমাণে অল্পুঠান হইল। এইরূপে মহা সমারোহের সহিত প্রতাপের বিবাহ কার্য্য সূচাক্রুরে নিম্পন্ন হয়। নিমজ্জিতগণ বিদায়কালে যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্র অর্পণ প্রাপ্ত হন। ইহাদিগের মধ্যে ঝাঁহারা এ প্রদেশে বস করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে রাজসংসার হইতে সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য মনে করিয়াছিলেন প্রতাপের পরিবর্তনের সহিত তাঁহারা চরিত্রও পরিবর্তিত হইবে কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতাপের অমাহুযিক পরাক্রম, অসাধারণ উচ্চাভিলাষ, দলবদ্ধ হইয়া হিংস্র জন্তু সঙ্কুলগভীর অরণ্যমধ্যে সর্বদা মৃগয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিক্রমাদিত্য তাঁহার পুত্রের এই সকল কার্য্য মধ্যে “পিতৃদ্বেষিতা” দিন দিন স্ফুটতররূপে দেখিতে লাগিলেন। জাতৃবৎসল বিক্রম, পাছে পুত্র হইতে জাতার কোন-প্রকার অমঙ্গল সাধিত হয় এই ভয়ে একসময় তিনি বসন্তরায়ের নিকট পুত্র পরিত্যাগ বাসনা প্রকাশ করেন। ধান্মিকবর বসন্তরায় এরূপ গুণবান্ সর্ববিদ্যা-সম্পন্ন পুত্র হইতে কোনবিপদ আশঙ্কা নাই এইরূপ কহিয়া জাতাকে এরূপ দুষ্ট সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করেন।

প্রতাপ যৎকালে গৃহে অবস্থান করিতেন সে সময় রাজ্যের আর ব্যয় ও শাসনব্যবস্থা অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন, যে সময় তিনি কঠোরতাবধারণ করিতেন সে সময় তাঁহাকে যমরাজ প্রতীম বলিয়া বোধ হইত কিন্তু অল্প দিন তাঁহার মধুর বাক্য, সজ্জদয় ব্যবহার দেখিলে, ইহাতে অল্প কঠোরতা আছে বলিয়া বোধ হইত না। প্রতাপের দুর্ভাগ্য-

বশতঃ বিক্রমাদিত্য পুত্রের তীক্ষ্ণতাই সকল কার্যে সর্বদা অহু-
ভব করিতে লাগিলেন । পুত্রের জন্ত যাহাতে জাত্যবিরোধ না
হয়, যাহাতে সংসারমধ্যে কোনরূপ অশান্তি উপস্থ না হয়,
সেজন্য তিনি প্রতাপকে কিছু দিবস দূরদেশে রাখিতে বাসনা
করেন । দূরতর প্রদেশে কিছু দিন অবস্থান করিলে, আত্মীয়-বন্ধু
বান্ধব-যোগজনিত বেদনা, তাঁহার হৃদয়ের কঠোরতাকে দূর
করিয়া, তাহার স্থলে স্বজনপ্রীতি আনয়ন করিবে, বিবেচনা
করিয়া আত্মাতে তাঁহাদিগের প্রধান কর্মচারির পরিবর্তে প্রতা-
পকে প্রবেশ করিতে মনঃস্থ করেন । আগ্রা যে সময়
ভারতের রাজধানী । ইহা দূরতর প্রদেশ ; এখানে কিছু দিবস
অবস্থান করিলে, কুমারের বহুদর্শিতা বহুলপরিমাণে বর্ধিত,
বিদ্বদ্গুণসম্মিলনে মনও উন্নত, এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তিযুক্ত
ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবে । বিক্রমাদিত্য, এইরূপ সংকল্প করিয়া,
সমস্তরাজ্যে তাঁহার মনোগতভাব জ্ঞাপন করিয়া কহেন,—
“প্রতাপ এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে এবং রাজকাৰ্য্যেও প্রবীণতা-
লাভ করিয়াছে ; এরূপ স্থলে আমি বিবেচনাকরি তাঁহাকে কিছু
দিনের জন্ত আগ্রাতে রাখা করিলে, আমাদিগের সকলপ্রকার
মনোভিলষ পূর্ণ হইবে । দম্পত্য আকবর এক্ষণে ভারতসিংহাসনে
অধিরূঢ় । তিনি যেরূপ গুণবান, ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী, সেরূপ
বতগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতসিংহাসনে যখন নৃপতিগণের মধ্যে
কেহ আরোহণ করেন নাই । সকলশ্রেণীর গুণিগণের তিনি
পূর্ণ-উৎসাহিতা ; এজন্য সকল দেশের গুণিজনসমাগমে তাঁহার
স্থল অঙ্কিত হইয়াছে । কুমার যদি প্রতিভাবে দম্পত্যের
রূপাকণালাভ করেন তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত

হইবে, সন্দেহ নাই। এইরূপ নানাশ্রকার জল্পনা করিয়া, প্রতাপকে দিল্লী প্রেরণের স্থির সংকল্প করেন। বসন্ত রায়, ভ্রাতার প্রস্তাববিনীতভাবে প্রত্যাশা করিয়া, কহিলেন,—“কুমার বুদ্ধিমান হইলেও, এখনও অসঙ্গতিবয়স্ক ; এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দূরতর প্রদেশে প্রলোভনবস্তুরূপে রাজধানীমধ্যে প্রেরণ করা কি বুদ্ধিগত বিবেচনা করেন? রাজপুরুষগণ আপন-আপন পক্ষের প্রভূত রক্ষার জন্য কিরূপ কূটনীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহা আপনি বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। যদি কুমার এইরূপ কোনপক্ষ অবলম্বন করিয়া, বিপদগ্রস্ত হন, তখন ইহাকে কে রক্ষা করিবে? যদিবা ইনি সত্রাটের কৃপাকটাক্ষ প্রাপ্ত হন, তখন অঙ্গের স্বর্বা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে কি সমর্থ হইবেন? এই সকল বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রায় কুমারেব দিল্লীগমনের বধা প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য, পুত্রকে দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিলে, তাহার পিতৃদ্রোহিতা ভাববিলুপ্ত হইবে বিবেচনা করিয়া বসন্তরায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, পুত্রের আগ্রাগমনের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা করেন। বসন্ত রায়, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞানুসারে প্রতাপকে দিল্লী যাইবার কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রতাপ পিতৃব্যের আদেশানুসারে দিল্লীগমনের জন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নৌকাসকল সজ্জিত হইল, শঙ্কর-স্বর্ধাকান্ত সুন্দর-প্রভৃতি সহচরগণ দিল্লী যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপ, নির্দিষ্ট দিবসে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে অভিবাদন করিয়া, সহচরগণসহ নৌকাতে আরোহণ করিলেন। যশোহরের আশালবুদ্ধবনিতা, সকলেই ইহাদিগের বিদায় দেখিবার জন্ত যমুনার তটে সমবেত হইলেন। কুমার, ভক্তিপূর্ণ ও

সঙ্গে একো যথাযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বন্ধনা করিয়া, নৌকা-
যোগে দিল্লীযাত্রা করিলেন। মহারাজ বসন্ত রায়, প্রতাপের
সহিত বাঙ্গালপদাঙ্গ গমন করিয়া, তাঁহাকে বিনায় প্রদান করিয়া,
যশোবন্তের প্রত্যাগমন করিলেন।

এরূপ, পিতৃব্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ধীরে ধীরে
দিল্লী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার একরূপ ধারণা
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল যে, পিতৃব্যের চক্রান্তেই তিনি জনক-জননী-
ও ভ্রাতৃভূমি-বিচ্যুত হইলেন। পূজনীয় পিতৃদেব, পিতৃব্যাকৃৎ
চালিত; পিতৃব্যই তাঁহার বিরুদ্ধে পিতার হৃদয়ে বিজাতীয়
বিদ্বেষের বীজ রোপণ করিয়াছেন; পিতৃব্যই গোপনে গোপনে
তাঁহার হৃদয়ে বাসনা পোষণ করেন; তাঁহার প্রতি যে
সন্দেহের প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ বাস্তবিকপটতাপরিপূর্ণ।
প্রত্যেকটি সময় হইতে বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে এইরূপ ভ্রমধারণা
হৃদয়ে বীজ পোষণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রক্ষেপিত, সহচরগণসহ গঙ্গাবক্ষে নানাপ্রকার দৃশ্য দেখিতে
দেখিতে বঙ্গের ভূতপূর্ব রাজধানী গোড়নগরে উপস্থিত হই-
লেন। গোড়ের আর পূর্বপ্রাচীর নাই। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের শতাব্দী
বৎসর হইতে যে নগরী ভারতের অখণ্ড নগরের উপর
প্রাধান্যবান করিয়া আসিয়াছে; যে নগরীর অভুল সমুদ্রের কণা
পাশ্চাত্য ঋষিপতিগণের কণকূতরে প্রতিধ্বনিত হইত; যে নগরী
কখন লক্ষ্মণাবতী, কখন বা জেন্নিতুয়াবাদ * নামে অভিহিত

* বঙ্গাই হুমায়ুন এই নাম প্রদান করেন। ইহার
স্বর্গপুরী।

হইয়াও, স্বায় প্রাচীন নাম পরিত্যাগ করে নাই ; যে নগরী অনূন দৈর্ঘ্যে ৭। ৮ কোশ এবং প্রস্থেও প্রায় সার্বকোশ পরিমিত ছিল ; আজ তাহা জনশূন্য স্থানে পরিণত হইয়াছে । যে নগরীর রাজপ্রাসাদ, বিস্তৃত রাজপথ, নগর, দ্বার ও প্রাকার এবং উপাসনা-গৃহসকল ভারতে অভুলনীয় বলিয়া বিখ্যাত ; বাহার কারুকার্য এখনও দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, সেই নগরী হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে । যথায় নাগরিকগণ উৎসবনিমগ্ন হইয়া, ক্রীড়া করিত, এখন তথায় চতুর্দিকে নরকঙ্কালপরিপূর্ণ হওয়াতে হৃগম হইয়া উঠিয়াছে । মনুষ্যজীবন কণভঙ্গুর ! ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও মানবগণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উদ্যমশীল, জন্মভূমি-রক্ষার জন্য অসীম পরাক্রম, অথবা দিগ্দিগন্তরে স্বজাতীয় কীর্তি-পরম্পরা ঘোষণা করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত কেন না হন ! ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক মাসের মধ্যে কত সহস্র লোক মানব-লীলা সম্বরণ করিল ! তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যদি সেই সবল বাক্তি, স্বাধীনতা লাভের জন্য ধন্যযুদ্ধ বিঘোষিত করিয়া, সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমগ্র ভার-তের অদৃষ্টচক্র যুগ-যুগান্তরের জন্য পরিবর্তন করিতে সমর্থ হই-তেন ; তাহা হইলে অনন্ত কালের জন্য সেই সকল মহাত্মার পবিত্র নাম ও ত্যেক নরনারীকর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত। কমল-চল-গত জলবিন্দুর ন্যায় এ জীবন অত্যন্ত চঞ্চল, ইহা অহনিশ প্রত্যক্ষ করিয়াও, কেন যে মনুষ্যগণ পরাধীনতার তীক্ষ্ণ অক্লশ-যাতনা ভোগ করে, কেন যে অবিবেকী প্রভুর নির্দয় কশাঘাত সহন করে, গৃহশস্যপরিপূর্ণ হইলেও কেন যে উপোষণে দীনের

নায়াগ্নি যাপন করে, তাহা বৃষ্টি না। প্রতাপ সহচরগণসহ
এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে রাজমহলে উপ-
স্থিত ছিলেন। গোড়নগর বিধ্বংস হইবার পর মোগলকমণ্ডারীগণ
রাজমহলে রাজধানী পরিবর্তন করেন। প্রতাপ এখানে কয়েক
দিবস আতিথ্য করিয়া আবার গন্তব্য অভিমুখে গমন করিতে
আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে পাটনানগরে উপস্থিত
হন। এই প্রাচীন পাটলীপুত্র বা কুম্ভমপুর। এই স্থানে নন্দ
বংশীয় হারাজগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুটনীতি
বৈদ্যাগণ, কুটনীতি জালবলে এই স্থান হইতেই নন্দবংশের
উচ্ছেদ ঘটন করিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিল।
এই স্থান হইতে মহাপ্রাজ্ঞ-ধর্মবুদ্ধি-অশোকপ্রেরিত ধর্মপ্রাণ
শমশের নানা প্রকার অচিন্তনীয় ক্রেশ সহনপূর্বক অফগানি-
স্তান, পারস্য, আরব, মিশ্র তুরস্ক, কুষ, মধ্যএসিয়া, তীক্ষ্ণত,
চীন, বঙ্গ উপদ্বীপ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের ধর্মবিব-
ক্ষিত পঞ্চপ্রায় মহুমাসমাজমাধ্য গমনপূর্বক বৌদ্ধধর্মের সাক্ষ-
ভৌম প্রেম ও উপদেশ উপদেশ সকল অকাতরে বিতরণ করিয়া
ছিলেন। এই স্থানে উপবেশন করিয়া, প্রাগৈজগতের জুংখ দণ্ড
করিত জন্য মহাভাগ প্রিয়দর্শী, রুদ্রনিবাস সংস্থাপন এবং
উপদেশসমি্পূর্ণ শাসনবাক্য সকল শিলাতলে খোদিত করিয়া,
রাজ্যের নান্যাস্থানে সংনিবেশ করেন। মহাবীর আলেকজেন্ডার,
যখন নানাদেশ পরাজয় করিয়া, বিজয়বারিনীসহ উত্তর ভারত-
বর্ষে উপনীত হন, তখন এই মগধরাজ্যের ভূজবল ও বিশ্বগোচ
কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সৈন্যগণমাধ্য বিক্রোহানল প্রজ্জ্বলিত
হইবার উপক্রম হইয়াছিল।—ইত্যাদি প্রাচীনকথাসকল প্রতাপা-

পিতা প্রভৃতির স্মৃতিপটে উদ্ভিত হইয়া, তাঁহাদিগকে অতীত-পূর্ব আনন্দে পরিপূরিত করিতে লাগিল। তাঁহারা পাটনায় কএক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র অনবরত গমন করিয়া, কএক দিবসের মধ্যে তাঁহারা কাশীধামে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহারা, পুণ্যকৃত্যসকল সম্পন্ন করিয়া চরণাঙ্গিভূগের (বর্তমান চুনার) পাদদেশে উপস্থিত হন। এই ভূগকে অনেকে বঙ্গের ষাণ্মরুপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মহাকবি ভট্টহরি, রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, এই স্থানের যে নিভৃত গিরিগহ্বরে ঈশ্বরচিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি তাহা দর্শন করিয়া, সের সা প্রভৃতির সহিত বর্তমান কালে যে সকল যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই সকলবিষয়ক নানাপ্রকার আলাপ করিতে করিতে বিজ্ঞাচল-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেই পুণ্য-স্থানে তাঁহারা ভগবতী বিজ্ঞাবাসিনীর পূজনাদি সমাপন করিয়া, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগক্ষেত্রে গমন করেন। কালিন্দীব কৃষ্ণজলরাশি গঙ্গার নিম্নলসলিলের সহিত মিলিত হওয়াতে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহারা উৎফুল্লনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহারা কএক দিবস অবস্থান করিয়া, পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে তাঁহারা, গঙ্গার বক্ষগরিত্যাগ করিয়া, যমুনার তটে কোন স্থানে হরিণযুগ সতর্কতার সহিত বিচরণ করিতেছে, ময়ূরময়ূরী-দল কোন স্থানে দলবদ্ধ হইয়া, বৃক্ষোপরি উপবেশন করতঃ মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে কেকাধ্বনি করিতেছে, কোথাও বা পুচ্ছ-

জাল বিস্তার করিয়া, দর্শকগণের হৃদয়ে অশ্রুচর্চনীয় আনন্দ প্রদান করিতেছে, কোথায় বা কৃষ্ণকুল, কোথায় বা কুন্তীরদল শাকগণসহ আতপতাপে পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত করিতেছে, কোন স্থানে সারসসকল আহাৰ অন্বেষণ, বালহংস-মৎস্যরঙ্গ-বন্ধু প্রভৃতি পক্ষিসকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি দর্শন করিয়া, বিপুল আনন্দ অস্বভব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা চারিমাस জলপথে অতিবাহিত করিয়া, নির্বিঘ্নে আগরা নগরে উপস্থিত হন। আগরা সে সময়ে ভারতের রাজধানী ছিল। সম্রাট সেই স্থলে অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন; এজন্য ভারতের নানা প্রদেশের নানা লোক-সমাগ এখানকার সুপ্রশস্ত রাজপথ পরিপূর্ণ থাকিত। প্রতাপসিংহ কক্ষচারিকর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, এক সুরমা অটালিক অবস্থান করিলেন। তিনি, পথক্লেশ দূর করিয়া, এক দিন প্রাতে নানাবিধ বহুমূল্য উপহারদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সম্রাটের দর্শনার্থ গমন করেন। সম্রাট, লোকপরিম্প্রায় প্রতাপের আগমন কথা অবগত হইয়া, তাঁহাকে উপবেশন করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আকবরের বিরাট সভা দেখিবার পর হইতেই প্রতাপের হৃদয়মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মধ্য এসিয়া হইতে কতকগুলি মুষ্টিমেয় বীরপুরুষ আগমন করিয়া, অসিধলে ভারতবাসিকে পরাজয় করিয়া, তাহাদিগের অতুলনীয় ধনে ধনবান হইয়াছে। কিরূপে এই পরাজিত জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কোন উপায়ে পুনরায় হিন্দুগৌরব হিন্দু প্রাধান্য হিন্দুত্বজ্ঞান এবং হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপন জন্ত এক হইয়া কার্য করিতে সমর্থ হয়, এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তররূপে

উপস্থিত হয়। ক্রীড়ে পরস্পর আচার-বাবহার-পরিচ্ছদ-ও-ভাস-বিভিন্ন হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া, স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, ক্রীড়ে হিন্দুগণ আত্মমর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়া, আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ডরূপ ধারণপূর্ব্বক উন্নতের ত্রায় যুদ্ধস্থলে শত্রুকুলমথনে প্রবৃত্ত হয়, তিনি বন্ধুগণসহ এই সকল প্রহেলার মীমাংসায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রতাপ যখন শ্রবণ করিতেন, রাজপুতনায় প্রবলপরাক্রান্ত মহাবীর রজপুতগণ প্রতিপদে প্রতিহত হইয়াও, যখন মোগল-বাহিনীকে নিপীড়িত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না, তখন তাঁহার ঘোরতরমদ্যবৃত্ত স্বদয়াকাশে এক একবার বিদ্যোৎ-ধারা প্রবাহিত হইত। আবার যখন তিনি দেখিতেন মানসিংহ, ভগবানদাস, বিহারী মল প্রভৃতি রজপুতগণ, সম্রাটের নিকট বহুলপরিমাণে আধিপত্য লাভ করিলেও, যখন যবন-সম্বন্ধ নিবন্ধন আপামর সাধারণ হিন্দুকত্বক দিকৃষ্ট, নিন্দিত ও ভৎসিত হইতেছেন, তখন তাঁহার মনে আগার সঞ্চার হইত যে, হিন্দুগণ এগনও জীবনবিহীন হয় নাই। প্রতাপ যখন দেখিলেন, মহামতি টোডরমল, অসাধারণ প্রতিভাবলে মোগলরাজ্যের রাজস্ব সংস্থার কবিত্তেছেন; মানসিংহ বীরবলপ্রভৃতি হিন্দুসেনানী গণের ভূজবলে মোগলরাজ্যের সীমা চতুর্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে তখন তিনি পরম আশ্লাদিত হইয়া, মনে করিতেন, যদি কখন ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া, হিন্দুর রাজা হিন্দুকে পুনরায় প্রণাম করেন, তাহা হইলে ইহঁারা স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

প্রতাপ, আগরতে অবস্থানকালে মোগলসাম্রাজ্যের

শাসন প্রণালী-যুদ্ধকৌশল ইত্যাদি-বিষয় স্বল্পরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি সকলশ্রেণীর সঙ্কিত মিলিত হইয়া প্রত্যেকের অবস্থা অবগত হইতে লাগিলেন। প্রধান প্রধান কন্স-চারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে লাগিলেন। মুদলমানদিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্ত তিনি প্রত্যাহ সম্রাটের দরবারে গমন করিতেন, এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতাপ আমিরগণের স্নেহপাত্র হন।

এক সময় সম্রাট আকবর, নানাপ্রকার কথোপকথন কালে সভাপক্ষে একটি সমস্তা জিজ্ঞাসা করেন। সমাগত সভাগণ সকলে এক একটি কবিতারচনা করিয়া সমস্তাপূরণ করেন; সম্রাট কিন্তু কোনটাই মনোনীত না হওয়াতে, তিনি পুনরায় ইহাপূরণ করিতে আদেশ করেন। প্রতাপাদিত্য স্বীয়, প্রতিভা প্রদর্শনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সম্রাটের নিকট গমন করেন এবং যথাবিহিত অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, “জাঁহাপনার আজ্ঞা শুইলে এ সেবক সমস্তাপূরণ করিতে পারে।” সন্তোষিত সম্রাট, একজন উন্নত ললাট প্রশস্ত বক্ষ, দীর্ঘকায়, আড়ম্বরবিহীন পরিচ্ছদে বুককে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান দেখিয়া সমস্তাপূরণের জন্ত আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ সম্রাটের আজ্ঞায় উৎফুল্ল হইয়া সমস্তা পূরণ করিলেন*। প্রতাপের পাদপূরণ সম্রাটের মনোনীত

রাম ঈশ্বরস্বর গ্রন্থ হইতে সমস্তাটি উদ্ধৃত হইল :—

সম্রাটের সমস্তা :—স্বৈতভূজঙ্গিনী যাত চলি হৈঁ।

প্রতাপের পূরণ :—

শোবর কামিনী নীর নিহারতি রিত ভালি হৈঁ।

হওয়াতে তিনি তাঁহাকে নানাবিধ বহুমূল্যব্য পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন, অদ্য হইতে প্রতাপ সম্রাটের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন; ইহার সহিত তাঁহার ভাগ্যচক্রও পরিবর্তিত হইবার পথ উদ্ঘাটিত হইল। প্রতাপ, স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে আকবরের চারিত্র্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, তিনি কিরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া, দর্জ্জয় পাঠানগণকে পরাস্ত করিতেছেন, কোন নীতি-অনুসারে বিশাল ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কোন নীতি বলে মুষ্টিমেয় মোগল সৈন্য লইয়া কোটি কোটি ভারতবাসিকে পদদলিত করিতেছেন, প্রতাপ এই সকল বিষয় লক্ষ্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন। প্রতাপ যতই মুসলমানদিগের শাসন নীতি অবগত হইতে লাগিলেন, ততই তাহার স্বাধীনতাপ্রাপ্তি স্পষ্ট বলবতী হইয়া তাঁহাকে অধিকতর উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল। প্রতাপ, যে সময় আগরায় অবস্থান করেন, সে সময় তিনি অবকাশক্রমে বন্ধুগণসহ তীর্থভ্রমণোপলক্ষে রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া, দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে তিনি পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাটপ্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া যথেষ্টরূপে নানাবিষয়ক অভিজ্ঞতালাভ করিতেন।

প্রতাপ, বন্ধুগণসহ নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় সম্রাট সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময় হইতে প্রতাপ ও শঙ্কর

চিরমচরকে গঠপর বাপিকে ধারেছ চম্ব চলি হৈ ।

রায়বেচারী আপন মনমে উপমাও চারি হৈ ।

কেছই মরোবতি স্বতভুজঙ্গিনী জাত চলি হৈ ।

ভারতের রাজধানী, মোগল-গৌরবের কেন্দ্রভূমি আগ্রানগরীতে অবস্থিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বংসের পরামর্শ করিতে আরম্ভ করেন। কি উপায়ে মুসলমানদিগকে ভারত হইতে দূরীকৃত করিতে বঙ্গদেশ হইতে নিকাসিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিরূপে আবার হিন্দুগণ পুনরায় আপনাদিগের প্রাধান্য-লাভ করিতে সক্ষম হইবে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। সুচতুর আকবর যেরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন, এরূপ ভাবে ইচ্ছার সমুদ্ভিগণ যদি রাজ্য করেন, তাহা হইলে মুসলমানরাজ্য যে আবার বহুকালের জন্য ক্ষুণ্ণ হইতে দৃঢ়মূল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ সম্প্রতি ই ধর্মভীরু ও অত্যন্ত শান্তিপ্ৰিয় সম্রাট হিন্দুচারিত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রায় অর্ধ হিন্দু হইয়াছেন, ইনি হিন্দুদ্বারা পরি-গ্রহিত হিন্দু মতাদেশে যেরূপ আধিপত্যলাভ করিয়াছেন, ইচ্ছার সমুদ্ভিগণ যদি এরূপ পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভারতীয় রাজন্যবর্গ অচিরকাল মধ্যে যে যবন সংসর্গ ঘূর্ণি হইবে না তাহা কে কহিতে পারে? হিন্দু কুলদ্বার, পাণ্ডিত্য বিহারীমল *

বিহারীমল, ইনি মানসিংহের পিতামহ ও ভগবান দাসের পিতা; রূপতদিগের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথমে আকবরের সভায় আগমনপূর্বক সম্রাটকে কথাসম্প্রদান করিয়া পাঁচজারী পদে সম্মানিত হন। ইচ্ছার পুত্র ভগবান দাস, সালিমের সহিত কথার বিবাহ দিয়া ও আমির-উল-ওমরা উপাধি এবং পাঁচজারী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সকল মহাপুরুষ বর্তমান জয়পুর রাজ্য-শেষ বিশেষ লক্ষ প্রতিষ্ঠা বাক্তি ইতিহাস যতদিন বর্তমান থাকিবে ততদিন এই সকল কুলদ্বারের কুকীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

রাজসম্মান লাভের জন্য যেকোন উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া-
ছেন; যদি সেইরূপ সেই সময় ভারত গৌরব রবি মহাভাগ প্রাতঃ
স্মরণীয় প্রতাপসিংহ, ভীম পরাক্রমের সহিত মোগলসৈন্য
বারিধি হইতে চিতোর ভটভূমিকে রক্ষা না করিতেন, যদি তাঁহার
বীরতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র মেবার ভূমি ঘোরতর বিক্রমের
সহিত স্বাধীনতাও প্রাপ্ত রক্ষা করিবার জন্য ভৈরববিক্রমে
যুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে আজ রাজপুতনা মনুষ্য সমা-
জের নিকট পরমপবিত্র তীর্থস্থলরূপে কখনই পরিণত হইত না।
এখন কি উপায়ে বঙ্গদেশকে স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন করিতে
পারা যায়, কিরূপে বঙ্গীয়গণের হৃদয় মধ্যে স্বাধীনতার কমলীয়
মূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে জন্মভূমির জন্য স্বার্থপরিত্যাগ
ব্রতে দীক্ষিত করিতে পারা যায়, বন্ধুত্ব এই সকল বিষয়ের
দিক্‌কির জন্ত সর্বদাচিন্তা নিমগ্ন থাকিতেন।

ভীষ্মবুদ্ধি প্রতাপ, সম্রাটসহ ঘনিষ্ঠতার সহিত কুমার সেলিম,
বিপুলধী বীরবল, মহাপ্রাজ্ঞ টোডরমল, মহাবীর মানসিংহ,
উদারধী ফৈজী, আবুলফজল প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন
মহাবীরগণের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন।
তাঁহার সুকণ্ঠের প্রতিভা পরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সবেহ দৃষ্টিতে
দেখিতে লাগিলেন, যে সকল মস্তিষ্কের দ্বারা এই বিশাল
মোগল রাজ্য পরিচালিত হইতেছে, যে সকল-ব্যক্তির অসা-
ধারণ ভুজবলে দিন দিন রাজ্যের সীমা প্রসারিত হইতেছে,
তাঁহাদিগের স্বভাবচরিত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ
করিলেন।

প্রতাপ যখন দেখিলেন মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় প্রধান

প্রদান ব্যক্তির সহিত তাহার সবিশেষরূপে পরিচয় হইয়াছে, তখন তিনি স্বীয় অভ্যন্তরীণ সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগের বার্ষিকদেব কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ রহিত করিয়া দেন ; এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে রাজস্ব না আসার কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হয় ; তিনি প্রতাপকে, কর না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতাপ সবিনয়পূর্বক সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া কহেন “মদীয় পিতৃদেব, বিষয়কাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া খুল্লতাত বনস্তরায়ের উপর, রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, জানি না কোন অভিসন্ধির বশবর্তী হইয়া খুল্লতাত দিল্লীতে গিয়া প্রেরণে একরূপ শৈথিল্যপ্রকাশ করিতেছেন । আমি এতদ্বারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ; ইহার কারণ জানিবার জন্য আমি যত্নসহকারে প্রেরণ করিয়াছি । আমার বোধ হয়, উপযুক্ত শাসন পান না রাজ্য মধ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে । প্রজাপালকর্মচারীগণের অত্যাচারে প্রসিদ্ধিত হইতেছে । একরূপ অবস্থা আমি কিংকর্তব্য বিনূত হইয়াছি ; এক্ষণে জ্ঞাপনা যেরূপ আদেশ করিবেন, সেবক তাহাই সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত” প্রতাপ ইত্যাদি কহিয়া নিস্তব্ধ হইলে সম্রাট কিয়ৎক্ষণ মৌন-বলম্বন করিয়া কহিলেন, “প্রতাপ তুমি যদি তোমাদিগের দেয় রাজস্ব আদায়রূপে সংগ্রহ করিয়া প্রদান কর তাহা হইলে তোমাকে আমি সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করি, আমি বিবেচনা করি, তুমি ঈশ্বরের রূপায় শূন্যআলার সহিত স্বীয় রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইবে” । সম্রাট এই সকল কথা কহিলে প্রতাপ অভিবাদন করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য কিছু দিনের সময় প্রার্থনা করিলেন । ভগবানও সেই সময় তাহার

অভীষ্টসিদ্ধির সোপান উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রতাপ অল্প সময়ের মধ্যে প্রদেয় রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া প্রদান করিলে সম্রাট তাহার মধ্যে তিনলক্ষ টাকা প্রতাপকে প্রত্যর্পণ এবং ফারমান প্রদান পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্যে নিয়োগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

সম্রাটের নিকট হইতে ফারমানপ্রাপ্ত হইয়া, প্রতাপ স্বদেশে গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশে উপস্থিত হইলে পিতৃব্য যদি রাজ্যে অধিকার পক্ষে কোন রূপ বাধা প্রদান করেন ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সৈন্ত সাহায্য গ্রহণ করেন এবং স্বয়ংও কিয়দংশ সৈন্ত নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে প্রস্থত হইলেন। প্রতাপ, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে স্ত্রীদল রণনিপুণ, যুদ্ধপ্রিয় দাবিংশতি সহস্র সৈন্ত লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে পমন কাঁবেতে আরম্ভ করিলেন। গমন কালে প্রতাপ এবং শতর প্রত্যেক দেশ, নগর ও গ্রামের অবস্থা অতি সূক্ষ্মরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অনেকের বিশ্বাস মোগলকুলগৌরব অকবরের সময়ে বঙ্গদেশ অপভ্রান্তা নির্বিশেষে স্তম্ভাশিত এবং রাজপুরুষ দিগের প্রবল অত্যাচার হইতে প্রজাগণ স্তব্ধীকৃত হইত ; এরূপ যাহারা বিবেচনা করেন তাঁহারা পরমভ্রান্ত মনেহ নাই। সে সময় বঙ্গদেশের নিরীহ প্রকৃতির প্রজাগণ মুসলমানদিগের প্রপীড়নে এরূপ অত্যাচারিত হইয়াছিল যে তাহারা অবকাশ প্রাপ্ত হইলেই সম্রাটসেনা আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতনা, নির্দয়তাপূর্ব্বক প্রজা মান্তের গৃহলুণ্ঠন ও দাহ করণ মোগলদিগের প্রাত্যাহিক জিয়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল

নেমায় হুর্দল ব্যক্তির। বলবানের ভয়ে সর্বদা ভীত হইয়া সমস্ত যাপন করিত, প্রাচীনা রাজপথ ও জলপথ দম্মাগণের বিক্রী ভূমি রূপে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্গে পাঠান শক্তি তখন সমস্ত ভূমি রূপে নির্মূল হয় নাই, ইষ্টারা অধিকাংশই জমীদার ও রাজধানী হইতে দূরতর প্রদেশে অবস্থান করিতেন, কিন্তু মাত্র সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই দলবলসহ মোগলগণের উপর আক্রমণ করিতেন। ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইবে বিবেচনা করিয়া ইষ্টাদিগের সহিত হিন্দুগণও দলে দলে মিলিত হইতেন। যখন বঙ্গ দেশে এইরূপ অবাধকতা সর্বত্র সমানভাবে বর্তমান ছিল সেই সময়ে প্রতাপ বিপুলবাহিনী পরিচালনা করিয়া প্রয়াগাদি আক্রমণপূর্বক ৩ কাশীধামে উপস্থিত হন। বারাণসী হিন্দু-জগৎকে কেন্দ্র ভূমি, সকল দেশের প্রায় প্রত্যেক হিন্দুর সহিত পরম বিশ্বাসে কাশীর সহিত সম্বন্ধ আছে, কি রাজনৈতিক কি ধর্মোপদেশিক সকল বিষয়ের যদি কাশীকে কেন্দ্র করিয়া কার্য করা যায় তাহা হইলে, সেই মত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইতে বেশী সময় ও প্রয়াশের আবশ্যক হয় না। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে মহাপ্রাক্ত ভগবান বুদ্ধদেব, প্রাণীজগতের শোকতাপ দূরীভূত করিবার জন্ত এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, যেরূপে দম্মা-চক্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই স্থান হইতে হিন্দুজাতির শাঙ্কর সংস্থাপন জন্ত, কেহ যদি নীতিচক্র ঘুরাইতে পারেন তাহা হইলে ভারতের অদৃষ্টচক্র তাহার সহিত ঘূর্ণিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভারতের চতুর্দিক হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি এখানে আগমন করিয়া, কন্ডাভাবে অকণ্ঠ্য হইয়া জীবনাতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিতে পারিলে

মেষ সকল স্বার্থবিহীন পুরুষগণ দ্বারা অসাধারণকার্য্যপরম্পরায়
সংঘটিত হইতে পারে মনেচ নাই । অত্যাশ্রয় দেশের উপর কাশীর
এইরূপ প্রাধান্ত অবলোচন করিয়া মহাতাপ শঙ্কর এই স্থানে
তীর্থাদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপিত করিবার জন্ত প্রতাপের
সহিত পরামর্শ করেন ।

কাশীতে অবস্থানকাল প্রতাপ পুণ্যকৃতাসকল অতি সমা-
বোধের সহিত সম্পন্ন করিয়া, সম্রাসী, ব্রহ্মচারী, প্রভৃতি সকল
সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া তীর্থাদিগের অভাব দূর করি-
বার জন্ত চেষ্টা করিলেন । চিরকাল হইতেই কাশী হিন্দু জগ-
তের বিশ্ববিদ্যালয়, এস্থানের দরিদ্রবিদ্যার্থীবর্গের অভাব মোচ-
নের জন্ত তিনি বহুল অর্পণ করেন, জনসাধারণের সুবিধায়
জন্ত প্রতাপ ভগবতী চতুষ্টী যোগিনীর নিকট একটি উৎকৃষ্ট
ঘাট নিৰ্ম্মাণ করেন, বর্তমানকালে কাশীরঘাট সমূহের মধ্যে
ইহা একটি অতি প্রাচীন ঘাট এবং বাদ্বালীদিগের অতি প্রাচীন
কীর্তি । প্রতাপ, ভগবতী চতুষ্টীর সম্মুখে অশ্বরমন্দিরী ভজ-
কালীর একটি প্রতিমা সংস্থাপিত করেন, ইহা স্থাপনের সময়
কাশীবাসী জনসাধারণকে প্রতাপ বহুলপরিমাণে খাদ্য দ্রব্য ও
অর্থপ্রদান করিয়াছিলেন, এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে প্রতাপ
কাশীবাসী নানাদেশীয় জনসমূহের হৃদয়ের উপর যথেষ্ট পরি-
মাণে প্রভুতা বিস্তার করেন । প্রতাপ বরাণসীতে এইরূপ বহু-
বিধ পুণ্যকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া গৃহাভিযুগে যাত্রা করিলেন ।

দলবলসহ প্রতাপ কয়েকদিবস পথ অতিক্রমণ করিয়া বিহার
প্রদেশের রাজধানী পাটনানগরে উপস্থিত হন । সম্রাট আক-
বর, শান্তি অদিবলে রাজস্বপ্রদানে অস্বীকৃত মোগল রাজপুরুষ-

গণকে দমন করিলেও তাহাদিগের হৃদয় হইতে অশান্তিবহী
এখনও নির্বাপিত হয় নাই। পূর্বে তাহারা প্রতারণা করিয়া
সম্রাটের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ধনোপার্জন করিত,
একসময় সম্রাটের নূতন নিয়মানুসারে সে সমস্ত বন্ধ হওয়াতে
কলহপ্রিয় তুকাীগণ গত বিদ্রোহে পরাস্ত হইলেও এখনও তাহারা
সম্রাটের বিরুদ্ধে দুর্বাসনাপোষণ করিতেছে। এই সকল প্রদে-
শের রাজাবর্গ, রাজপুরুষ ও বিদ্রোহাগণের প্রবল অত্যাচারে
একপন্থীভূত হইয়াছিল যে, রাজশক্তির বিভীষিকা তাহাদিগের
হৃদয়ে প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইত না। বালু-
যেক্ষণে অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে প্রচণ্ড বল ধারণপূর্বক প্রকাণ্ড
প্রকাণ্ড সৰু সৰু সকলকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া থাকে; সেইরূপ
অত্যাচারিত, দুর্বলপ্রজা প্রবলরূপে পীড়িত হইলে তাহারাও
বলবান হইবার জন্য নানা প্রকার ঔষধাসম্পন্ন রাজশক্তিকে
পদদলিত করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধ শাস্ত্রী সেনাগণের সর্বদা
ইতস্ততঃ গমনাগমন জন্ত ক্ষেত্রসকল মন্দির, গৃহ সকল লুপ্তিহ,
মন্দির সকল দূষিত ও প্রজানকল উৎপীড়িত হইতেছে; প্রতাপ
দেশের এই সকল অবস্থা দেখিতে দেখিতে স্বদেশাভিযুখে
অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বৈদেশিকগণের পাশব অত্যাচার হইতে কিরূপে দেশকে
বিমুক্ত করা যাইতে পারে, কিরূপে সকলকে এক প্রাণে মিলিত
করিয়া দেশের সাধারণ-শত্রু অত্যাচারিগণকে বিশেষরূপে দণ্ডিত
করা যাইতে পারে, কিরূপে সকলে পরস্পরের স্তম্ভে স্তম্ভে পর-
স্পর সমবেতনা প্রকাশ করিতে শিক্ষিত হয়; কিরূপে দুই প্রবল
পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকণ্ঠে অভিমতি প্রকাশ ও ঋজুপাণী হইয়া

তাহার প্রতিশোধ লইতে সকলে অভ্যস্ত হয়, ক্রুরপে বঙ্গীয়
গণ ঘেম, হিংসা, অশ্রুতা, প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ
করিয়া তাহার স্থলে শ্রদ্ধা ভগ্নীতি অভ্যাস করে; ক্রুরপে সকলে
আপন-আপন জীবনহার বিষয় অল্পদিন অনুশীলন করিয়া
উত্তেজিত হয়; ক্রুরপে ব্যসনাসক্ত পশুপ্রায় ধনবান্গণ
দেশের কল্যাণার্থ মুক্তহস্ত হন; ক্রুরপে সকলে আপন
আপন ক্ষুদ্রপার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দেশের স্বার্থের জন্য
মন ও শরীর অর্পণ করিতে দৃঢ়ব্রত হন, প্রতাপ শব্দর এবং
স্বধাকান্ত এই বঙ্গু দ্বিতীয় এক প্রাণ হইয়া তাহার উপায় নির-
করণের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

কুমার প্রভৃতি যখন কিছুদিন পূর্বে দিগ্বীতে গমন করেন,
তখন তাঁঁ হাদিগের হৃদয় অনাক্রম্য ছিল, এখন তাঁঁহারা জনভূমির
স্বার্থক্ষর জন্য ঘোরতর সন্ন্যাসব্রতগ্রহণে ব্রতী হইলেন।
এখন হইতে তাঁঁহারা জনভূমির উদ্ধার বাসনায় মায়ামোহ
লোভ লজ্জাপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া স্মৃৎ ছুঃখে অনিকম্পিত
ভাবে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । তাঁঁহারা জনভূমির
অবীনতা পাশছেদন করিবার জন্য একরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন,
যে তাঁঁহাদিগের প্রস্তাবিত পথে যেকোন বাধা উপস্থিত হউক না,
কেন তাহা তৎক্ষণাত্ চিন্তে দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

যশোহরে উপস্থিত হইবার পূর্বেই, বহু দৈন্য সহ প্রতাপ দিত্তে আগমনবার্তা যশোহরে উপস্থিত হয়। মহাবান্ধবিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়, প্রতাপের আগমনবার্তা অঙ্গগত হইয়া যশোরোনাস্তি আফ্লাদিত হন। তাঁহারা পুত্রের আগমন আশ্রয় সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতাপ ধীরে ধীরে যশোহর সৈন্য পরিচালনা করিয়া, যশোহরের সমীপবর্তী হইলেন। তিনি সৈন্যগণকে যুদ্ধ সজ্জায় দক্ষিণ করিয়া নগর অধিকার করিয়া ধনাগার হস্তগত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রতাপের দৈর্ঘ্য আচরণে ব্যথিত হইয়া বসন্ত রায় সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। প্রতাপ বিবেচনা করিয়াছেন, যে তাঁহাদের রাজ্যনিহিত পিতৃবাদেব, তাঁহার অভীষ্ট পুত্রের প্রধান অন্তরায় হইবেন, একপ অবস্থায় অকস্মাৎ নগর ও রাজকোষ হস্তগত করিতে নাপারিলে, ইহাতে লোকক্ষয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, একপ বিবেচনা করিয়া তিনি নগর আক্রমণ করেন। নগরাক্রমণকালে প্রতাপ, পিতৃব্যের হস্ত হইতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হওয়াতে, অল্প সময়ের মধ্যে অলৌকিক সমস্ত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। নগরবাসীরা, প্রতাপের আগমনে উল্লসিত এবং একপ ব্যবহারে বিম্বিত হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য পুত্রের আচরণে ব্যথিত হইয়া বসন্ত রায় এবং অন্যান্য সজ্জাত ব্যক্তিগণ সহ তাঁহার সাক্ষাৎ বাসনায় উন্নিবেশিত শিবিরের দ্বারদেশে উপনীত হন। প্রতাপ,

পিতৃদেবের আগমন বাস্তা অবগত হইয়া, অতি বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া অভিবাদ্য বর্ণকে যথার্থি অভিবাদন করেন; এবং পিতার সম্মুখে, করযোড়ে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন । বিক্রমাদিত্য, পুত্রকে লজ্জিত ভাবে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া, তাঁহাকে স্নেহ পূৰ্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ নিকটে উপবেশন করিতে আদেশ করেন । প্রতাপ, পিতার নিকট উপবেশন করিলেন; বিক্রমাদিত্য প্রতাপের অসদাচরণের উল্লেখ না করিয়া নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া কহেন—“কোন পিতা, পুত্রের সমৃদ্ধি কামনা না করিয়া অধঃপতন চিন্তা করিয়া থাকেন ? আমি তোমার রাজ্য-পদ লাভের কথা শ্রবণ করিয়া যেরূপ আক্লাদিত হইয়াছি এরূপ আর কে হইয়াছে ? তুমি দিগ্বিশ্বের কুপালাভ করিয়াছ, ইহাতে আমি পরমানন্দিত হইয়াছি ; তুমি যেরূপ বুদ্ধি বলে রাজ-পুরুষগণের বিশ্বাস ভাজন হইয়াছ, সেইরূপ তুমি আপামর প্রজা সাধারণের আনন্দের উৎস স্বরূপ হও ; আমি দিন দিন অস্তিম দিবসের সমীপবর্তী হইতেছি ; আমার বিষয়ভোগ বাসনা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে । রাজ্য ভোগ স্পৃহা আর নাই ; তুমি রাজকার্য্যে পারদর্শী ও যৌবনসীমায় উপনীত হইয়াছ এক্ষণে তুমি অবিচলিতচিত্তে রাজ্য পালন কর ; ইহাই আমার একমাত্র মনস্কামনা ।” বিক্রমাদিত্য, ইত্যাদি নানা প্রকার আলাপ করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে রাজপ্রাসাদে আগমন করিলেন ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়, প্রতাপের অসদাচরণ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারা

নিবন্ধে অধিকাংশ সময় ঈশ্বর উপাসনায়, এবং বৈষ্ণব কবি ও কবিতা লইয়া বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব করিতেন :

সে সময় বসন্তরায় প্রভৃতি গুরুজনবর্গ, মহাকবি গোবিন্দ দাসপ্রভৃতি কবিগণসহ কবিতা রচনা এবং প্রাচীন কবিদিগের কবিতাসকল শ্রবণ করিয়া, সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময়ে মহাবীর প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, মদন, সুন্দর প্রভৃতি বীরেন্দ্রগণ সহমিলিত হইয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য, হিন্দুরা হিন্দুর প্রাধান্য হিন্দুহৃদয়ে জাগরিত করিবার জন্য কয়েকটি অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ এই সময় হইতে আপনার রাজ্যের প্রত্যেক দিগঃ পুষ্কাল প্রকৃতিতে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বভাবভূর্ণম সুন্দর বন প্রভৃতি বহুসংখ্য খাল খনন করিয়া এপ্রদেশকে অধিকতর ভূর্ণম করিয়াছিলেন*। এই সময় হইতে প্রতাপ, শ্রমজীবী সৈন্য নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন, ইহারা একরূপ কার্য্য দক্ষ হইয়াছিল। যে অল্প সময়ের মধ্যে শুষ্কভূমি নদীরূপে পরিণত এবং নিম্ন গভীর অরণ্য ক্ষেত্ররূপে পরিবর্তিত করিত†। প্রতাপ এই সময় শ্রমজীবী সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক অভেদ্য মুখ্য ভূর্ণ নিষ্কাশ করিয়া সলিলপূর্ণ সরোবর খনন করেন। দেখিতে দেখিতে রাজ্যমধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল, মহারাজ বিক্রমাসিতা সম্ব্যাপিত সমাজ, আজ প্রতাপকর্তৃক সজীবিত হইল। ইহারা যাহা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কোনরূপে কায়ক্ৰেশে জীবন

* লব্ধি খাল, প্রভৃতি বহুসংখ্যক খাল এই সময় খনিত হয়।

† পঞ্চাঙ্গকালে সীতারাম এইরূপ শ্রমজীবী বা বেলুদার সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক জয়লাভ করেন।

যাপন করিবার জন্য ইতিপূর্বে আগমন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদিগের পুত্রগণের উপর প্রতাপ ও তাঁহার অনুচরবর্গের কার্য্যকরীশক্তি প্রভূত প্রভুতা বিস্তার করিতে লাগিল, এই সকল ব্যক্তি প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্তভাবে যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া মাতৃপূজার সহায়তা করিতে লাগিলেন ।

দূরদর্শী প্রতাপ, পটুগীজ জল দস্যুদিগকে দমন, ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান সকল প্রস্তুত করেন, কালক্রমে প্রতাপ নৌবলে একরূপ বলীয়ান হইয়াছিলেন, যে মোগল, মগ বা পটুগীজরা ইহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না ।

প্রতাপ যখন, ভবিষ্যৎকালে ঘোরতর যুদ্ধের বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত, সেই সময় উদার চরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজা বিক্রমাদিত্য, ইহলোক পরিত্যাগ করেন । বিক্রমাদিত্য একজন ধর্ম্মভীরু, ঈশ্বর পরায়ণ, কষ্টদক্ষ, নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি বসন্তরায়ের উপর রাজ্যপালনের ভার ন্যস্ত করিয়া, নিবিবাদে কালান্তিপাত করিতেন, প্রতাপ পিতৃবিয়োগের পর হইতে বসন্তরায়কে পিতার ন্যায় সম্মান করিতে আরম্ভ করেন । যথাসময়ে প্রতাপ পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন, এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যশোহর নগর নানা দেশীয় লোকের সমাগমে লোকারণ্য হইয়া উঠে, অতি শুশ্রূষালার সহিত এই লোক সমষ্টির পরিচর্যা করিয়া, প্রতাপ সকলকে ঞ্জানুসারে পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করিয়াছিলেন ।

প্রতাপ, পিতৃদায় হইতে যুক্ত হইয়া, আবার খীর অভীষ্ট

সাধনে প্রবৃত্তি হইলেন, স্বদেশ মধ্যে ইঙ্গিত বিষয় সকল সম্পন্ন করিয়া, সমীপবর্তী রাজন্যবর্গের সহিত এক প্রাণে মিলিত হইবার জন্য পরামর্শ করেন, আমরা যে সময়ের কথা কহিত্তেছি সেই সময়ে উৎকলবাসীগণ বর্তমান উৎকলীদিগের ন্যায় অধঃপতিত মনুষ্যবিহীন হয় নাহি, তখনও তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিবর্গ আপনার দেশ আপনায়াই শাসন করিতেন, ও স্বাতন্ত্র্য করার জন্য যুদ্ধস্থলে অকাতরে জীবন বিসর্জন করিতেন, বিজয়ের পদসেবা তখনও তাঁহাদিগের স্বপ্ররাজ্যের বহির্ভূত ছিল। প্রতাপ, এই উৎকলীদিগের শক্তি অবগত হইবার জন্য তীক্ষ্ণচাতুর্য উপলব্ধ করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিতে মনন করিলেন। উৎকল গমনের আয়োজন হইতে লাগিল, শতর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধাগণ, যুদ্ধনিপুণ, ক্রেশ সহিষ্ণু, সীম সাহসিক সৈন্ত নির্বাচন করিয়া উৎকল যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। শুভ দিনে শুভকণে, প্রতাপ নির্বাচিত সৈন্ত সমগ্ৰ সঙ্গে লইয়া উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন। উৎকল দেশে গমনের পূর্বে প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। তিনি প্রত্যেক বিষয় স্বাক্ষরপে পরিদর্শন করিতে করিতে আগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাঠানগণ, মোগলগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া দেশের মধ্যভাগে গুপ্তরূপে অবস্থান করিতেছে; দেশ মধ্যে অরাজকতা সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত; যে স্থানে দস্যু বা চোরভয় কিছু মাত্র ছিলনা, এক্ষণে সেই সকল স্থল হৃদ্যস্ত দস্যুগণের লীলাভূমি হইয়াছে * ।

* "The Countrey was so safe, that a man might have travelled with his Gold in his hand." 155 P. Early Travels in India.

দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিতে দেখিতে প্রতাপ, জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। প্রতাপ এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, যথাবিহিত পুণ্যকৃত্য সকল সম্পন্ন, ও দরিদ্র-গণকে বহুল পরিমাণে ধন, বিতরণ করেন। উৎকল দেশে অবস্থানকালে মোগল প্রণীড়িত বহুসংখ্যক উৎকলী ও পাঠান প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়াছিল। প্রতাপের সহৃদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহার অনুগত হন; তাঁহারা প্রতাপের নিকট হৃৎকথা কীর্তন করিয়া স্বদেশের বেদনা লাঘব বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মোগলসম্মুখীত উৎকলীগণ প্রতাপকে মোগল বিদ্রোহীপণের প্রকার পাত্র হইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন।

প্রতাপ, যে সময় উড়িষ্যা দেশে অবস্থান করেন, সে সময় মহারাজা বসন্তরায়, উড়িষ্যাদেশ হইতে তাঁহার চিরঅভীষ্ট উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং গোবিন্দদেব নামক জীকৃষ্ণের পরমকরনীয় বিগ্রহ আনয়ন করিবার জন্ত আদেশ করিয়া পাঠান। ভগবান উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দদেব উৎকলীদিগের পরমারাধ্য দেবতা। উড়িষ্যার মধ্যভাগ হইতে তাহা লইয়া আসা সাধারণ কথা নহে। প্রতাপ কৌশল করিয়া দেবদ্বয়ের পৃথকগণকে বহুসংখ্যক ধনদান করিয়া উৎকলেশ্বর ও গোবিন্দদেবকে হস্তগত করেন। দেবতাদ্বয় সহ স্বদেশাভিমুখে প্রতাপের প্রত্যাগমন কালে উড়িষ্যাবাসীরা, তাহাদিগের দেবতা অপজত হইয়াছে অবগত হইয়া, প্রতাপকে আক্রমণ করেন। যে সকল ব্যক্তির ইতিপূর্বে প্রতাপের প্রশংসার কথা শুনিয়া ঈর্ষা প্রকাশ করিতেছিল, তাহারা এই অবকাশে জনসাধারণকে

প্রত্যাহার বিকল্পে উদ্ভেজিত করে, তাহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া প্রতাপকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ উৎকলবাদী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অল্পকালক্ৰমে মধ্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্বিঘ্নে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। উৎকলবাদীদিগের পরাজয়বাস্তা তাড়িতবেগে দেশমধ্যে রাষ্ট্র হইল। উৎকলীরাজ্যবর্গ আপন আপন সৈন্ত সমস্ত লইয়া বিলম্বগতিতে প্রতাপের গতিরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। প্রতাপও নিশ্চিন্ত নহেন; উৎকলীদিগের ঘোরতর আক্রমণ হইতে আব্রাহ্মণ্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি বিশিষ্টসৈন্তগণকে একত্রিত করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রথম বিভাগে কতিপয় অসীম-বীর্যবান সৈন্ত প্রেরণ করিয়া গড়ব্যাপথের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অগ্রে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বিভাগ তিনি স্বয়ং পরিচালনা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সৈন্যগণ অহনিশ বুদ্ধ শয্যায় সজ্জিত। কি শয়ন; কি উপবেশন কোন সময়েই তঁহক নিশ্চিন্ত নহে; সকলেই আশু ঘোরতর যুদ্ধের প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইলেন। প্রতাপ এইরূপে সৈন্য পরিচালনা করিয়া, সুবর্ণরেখা নদীর তীরে উপস্থিত হন। উৎকলীরাজ্যবৃন্দ বহুলসৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুবর্ণরেখার তটে বঙ্গীয় সেনা আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ ও সিংহবিক্রমে উৎকলীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে ঘোরতর সংগ্রাম প্রজ্জ্বলিত হইল। শত্ৰু, স্বর্ধ্যকাস্ত প্রভৃতি বীর পুরুষগণ যেন বহুপ ধারণ করিয়া, প্রত্যেক সৈন্যকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বঙ্গীয়সেনা ও সেনাপতির

বীৰ্য্য উৎকল-বীৰ্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইয়া পড়িল। স্ববর্ণরেখার তটভূমে প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বঙ্গীয় বীরগণের রণবিষয়িনী প্রতিভা প্রকাশিত হইল। এই যুদ্ধে অসংখ্য করিয়া প্রতাপ প্রভৃতি বীরগণের অদয় উৎফুল্ল হইল ; তাঁহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বঙ্গীয়গণ উপযুক্ত নায়ক কর্তৃক পরিচালিত হইলে যুদ্ধ স্থলে নিতীকতা, শূরতা ও আত্ম-রক্ষণবিমুখতা দেখাইতে বিমুখ নহে। প্রতাপ সমবেত উৎকলী রাজপুত্রগণকে, সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া, কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজাকে বন্দী করেন। বন্দী নৃপতিগণ প্রতাপের সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হন। প্রতাপ, বন্দী নৃপতিগণকে যথেষ্টরূপে সম্মানিত ও বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত করিয়া বিদায় প্রদান করেন। প্রতাপের পরম-শত্রুগণ ও আজ তাহার সদয় ব্যবহারের নিকট পরাস্ত হইল। প্রতাপ, উৎকলীয় নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিয়া, স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই সময় ইহাতে প্রতাপ দেবান্ন-গৃহীত বলিয়া সাধারণের নিকট বিবেচিত হইতে লাগিলেন। দেবান্নগৃহীত না হইলে কে কোথায় অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুলবাহিনী পরাস্ত করিতে সমর্থ হন।

প্রতাপ উৎকল বিজয় করিয়া নিরাপদে যশোহরের সন্নিকট-বর্ত্তী হইলে, মহারাজ বসন্তরায় অতি সমারোহের সহিত জাতপুত্রের প্রত্যুদ্যমন করিলেন। স্থানে স্থানে বিজয় ভোবণ সকল সংস্থাপিত এবং রাজপথ ও গৃহ সকল সুসজ্জিত হইল ; এই বিজয়বাহিনী দৈধিবার অস্ত চতুর্দিকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। প্রতাপ উৎকল দেশ হইতে আনীত প্রতীয়া

সকল বিনয়পূর্বক পিতৃব্যদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন । ধর্ম-
পরায়ণ বসন্তরায়, তাঁহার চিরঅভিষ্ট দেবতা সকল প্রাপ্ত
হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হন, এবং তাহা স্থাপন করি-
বার আয়োজন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । অল্পকাল
মধ্যে দেবতা প্রতিষ্ঠার উপযোগী দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহীত হইল ।
বসন্তরায়, উৎকলেশ্বর মহাদেবকে অতি সমারোহের সহিত
প্রতিষ্ঠা করিলেন* । প্রতাপ আনীত গোবিন্দদেবও এই সময়ে
স্থাপিত হন । প্রতাপ যৎকালে উড়িয়া দেশ হইতে গোবিন্দ
আনয়ন করেন ; সে সময় যুদ্ধকালীন ব্যস্ততাবশতঃ
এ পার হইবার সময় ভগবতী রাধিকা নদী মধ্যে
হন । যুদ্ধ অবসানের পর প্রতাপ ভগবতীব উদ্ধার
কষ্ট পরিশ্রমে চেষ্টা করেন , কিন্তু কিছুতেই কৃত-
তে পারেন নাই ।

কিন্তু একদা কিংবদন্তি আছে যে গোবিন্দদেবের
প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাঁহার জ্ঞাত বসন্তরায় একটি রাধিকা নিম্নান
করেন ; কিন্তু স্বপ্নে অদৃষ্ট হন যে ইহা গোবিন্দ দেবের মনো-
নিত হই নাই । এইরূপে কতকগুলি রাধিকা নিষ্পত্ত হইয়া-

“ প্রতাপ কিংবদন্তি যে মহারাজ বসন্তরায় বেতকাশীতে (ইহা
সুন্দরবন প্রদেশে) উৎকলেশ্বর মহাদেবকে স্থাপিত করেন ।
ইহার অন্তর্ভুক্ত মন্দীরের এখন আর কোন চিহ্নও নাই ।
নিম্নলিখিত প্রস্তর লীপি সুন্দর বন প্রদেশে অবস্থান কালে
মহারাজ বসন্তরায়ের বংশধর জীপুত্র রাজা রমেশচন্দ্র রায়
মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হই ।

ছিল। এই সকল রাধিকা প্রতিষ্ঠার জন্য আবার অল্প কৃষ্ণ নিশ্চিত হয়। প্রতাপাদিত্য এই সকল দেবতাকে তাঁহার রাজ্যের নানাস্থানে স্থাপিত করেন †

এই সময়ে প্রতাপ, যশোহরেশ্বরীর প্রস্তুতময়ী মূর্তিও সংস্থাপন করেন। এই যশোহরেশ্বরী সম্বন্ধে নানাপ্রকার অলৌকিক কথা কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে। এক সময় প্রতাপের প্রাসাদরক্ষক কমলখোজা নামক জনৈক মুসলমান কর্মচারী* নিশিথকালে প্রাসাদের অদূরবর্তী ইচ্ছামতী নদীতটে অপূর্ণ

নির্মমে বিশ্বকর্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতং ।

উৎকলেশ্বর সজ্জখ শিবলিঙ্গ মনুভরণং ॥

প্রতাপাদিত্য ভূপেনা-নীত মূৎকলদেশতঃ ।

ততো বসন্ত রায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ ॥

† বেহালা, প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ স্থাপিত প্রতিমূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের নিকটও এই মূর্তি ছিল এক্ষণে উহা বারাসতে আছে। ইহার ত্রীকৃষ্ণ লাবণ্যবতীতে নিমগ্ন হন এক্ষণে উক্ত রাধিকা বিধবা ব্রাহ্মণী নামে অভিহিত হন।

* কমল খোজা সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তি কথিত হয়, যে এক সময় প্রতাপ পার্শ্ববর্তী কোন নৃপতির সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ বিপক্ষ সেনানীর রণপাণ্ডিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। কমল খোজা প্রভৃতি বিপক্ষপক্ষীয় বীরগণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিলেও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হন। এই সকল বন্দীগণের মধ্যে যাহারা তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন তাহাদিগকে তিনি যোগ্যতানুসারে কার্য্য প্রদান করেন এবং অপর ব্যক্তিদিগকে ধন ও বস্ত্রাদি

জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করেন। রাশিকালে ইহার কারণ নিরূপিত করিবার অবকাশ নাপাওয়াতে দিবাভাগে ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হন। এইরূপ প্রতাপ নিশিথ রাত্রে এই অপরূপ জ্যোতিঃ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে নিবেদন করে। বশোহর প্রদেশের লোকেরা কহেন যশাপাটনৌ নামক জনৈক ব্যক্তি নদীতীরে অপূর্ণ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া প্রতাপাদিত্যকে নিবেদন করেন। প্রতাপ এই অনৈসর্গিক কথা শ্রবণ করিয়া, সেই নিশিথ রাত্রে কমলখোজাকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। প্রতাপ নিশীথ রাত্রে ইহা দেখিতে পাইয়া বিমোহিত হন। প্রতাপ, পরদিন প্রাতঃকালে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া অতি সমারোহের সহিত তাঁহার পূজা অর্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। জন সাধারণে এই অপরূপ কথা শ্রবণ করিয়া দলে দলে ইহার পূজা করিতে আগমন করিলেন; দেখিতে দেখিতে ইহা তীর্থস্থলে পরিণত হইল। প্রতাপ ও তাঁহার অনন্ত মনে ভগবতীর পূজা মহোৎসবের সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। জন সাধারণ প্রতাপের একান্ত নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে ভগবতীর বরপুত্র এবং প্রধান ভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

লোক সাধারণের একরূপ বিশ্বাস হইল, যে প্রতাপ ভগবতীর

প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল বন্দী প্রতাপের অধীনে কর্তব্য স্বীকার করেন, তাহাদিগের মধ্যে কমল খোজা একজন প্রধান ব্যক্তি। কমল খোজা মুসলমান হইলেও প্রতাপের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্তব্যচারী ছিলেন।

অল্পএহে সময় দুর্জয় হইয়াছেন এবং ইহারই কৃপাবলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ! দৈববলে বলীয়ান প্রতাপ সেই সময় হইতে হিন্দু মুসলমান সকলেরই নিকট সমদ্রমে দর্শিত হইতে লাগিলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যার রাজ্যবর্গের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন এবং অন্যান্য নৃপতিবর্গকে করদ করিয়া নামাদেশ হইতে মান্য প্রকার বিজয়লক্ষ জব্য আনায়েন পূর্বক স্বীয় ধনাগার পরিপূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন । দিন দিন তাঁহার রাজ্যলোকবল ও প্রভুতা সম্বদ্ধিত হইতে লাগিল । একজন প্রাচীন ঐহিকার প্রতাপের প্রতাপ বর্ণনা কালে কহিয়াছেন “তিনি বঙ্গীয় নৃপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া রাঢ়দেশীয় রাজ্য বর্গকে অধীনস্থ করেন এবং সমুদ্র পর্যন্ত ভূভাগ হইতে রাজ্য সংগ্রহ করিতেন* । এসময় প্রতাপ, শঙ্করাদি কৰ্ম্মচারীগণ সহ বজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্ত অমাত্যব পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন । তাঁহার তাঁহাদিগের হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বজের চিরস্থায়ীতা সংস্থাপনের জন্ত দৃঢ়ব্রত হইলেন ।

* জিহ্বা বঙ্গাধিপান বীরান্ রাঢ়াধিপান মহাবলান্ ।

আলমুক্তকরণগ্রাহী বভুব নৃপশার্দুলঃ ॥ ঘটক গ্রন্থ ।

বিস্তৃত রাজ্যের চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ভাগীরথীতটে বর্তমান মৈহাটীর অনতিদূরবর্তী জগদল মামক স্থানে একটি দুর্গ নিৰ্ম্মিত হইল । ইহাতে বাসে যোগী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকারও অভাব রহিল না* । এইরূপে শত্রু আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপ গঙ্গার পশ্চিম পারে কলিকাতার সমীপবর্তী সালিকা গ্রামে আর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন † । রায়গড়, মাতলাদুর্গ প্রভৃতি অপরাপর অনেক গুলি দুর্গম দুর্গ এই সময় প্রস্তুত হয় । মহাভারত প্রতাপ, রাজ্যের নানাস্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহার স্বীয় বাসস্থানের জন্য ধুমঘাটে একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন । বহুসংখ্যক ব্যক্তি পাঁচ কিলোমিটার অবিরাম কার্য্য করিয়া ইহা নির্মাণ করে । এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে প্রায় পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত এবং মুগ্ধর প্রকারে পরিবেষ্টিত ও বহু সংখ্যক কামানে সুসজ্জিত হইল । চারিদিকে চারিটি মাত্র দ্বার, এইরূপ এই দুর্গের মধ্যে আরও চারিটি দুর্গ নিৰ্ম্মিত হয়, প্রত্যেক দুর্গ দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত । এই সকল দুর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক গৃহ, পুকুরণী, উদ্যান সুপ্রসস্ত রাজপথ ও পণ্য বীথিকা নিৰ্ম্মিত হইল । বহুসংখ্যক ব্যক্তি সমবেত হইলে যাহাতে সাধারণের সাহসের কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন নাহয় সে জন্য বিশেষ

* জগদল গ্রামের কিরদংশ রাজমহল নামে খ্যাত আছে ।
প্রতাপ খসিত “রাজ পুকুরণী” এখনও তাঁহার কীৰ্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।

† সালিকাদুর্গের অস্তিত্ব ও কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে ।

রূপে দৃষ্টি প্রদান কর হইল । পঞ্চম ভূর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ, ইহা বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ শিল্পকর অতি নিপুণতার সহিত নির্মাণ করিল * । ধুমঘাট রাজধানী নির্মিত হইলে পর প্রতাপাদিত্য পরিজনবর্গ সহ ৭ ভদিবসে গৃহপ্রবেশ করিলেন । গৃহ প্রবেশের দিবস ধুমঘাট উৎসবময় হইল এবং অরণ্য প্রদেশ লোকারণ্য হইয়া উঠিল ।

বঙ্গদেশে তৎকালে প্রতাপের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দী কেহই ছিলেন না, তিনি ভৌমিকগণের নেতা বলিয়া কথিত হইতেন । বঙ্গীয়গণ তখন তাঁহার অঙ্গুলি পরিচালনার সহিত চালিত হইতেন এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন, আত্মরক্ষা সংরক্ষণ জন্ত প্রাণাধিক প্রিয়, জনকেও পরিত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না । বর্তমান কালের পতিত বঙ্গীয়দিগের জায় তাঁহার। আপনার প্রাধাত্য লইয়া বাস্তব বা পরস্পর সমবেদনা শূন্য ছিলেন না । প্রতাপ যখন বাহুবলে সকলের শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তখন পণ্ডিত কুলতিলক জীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন প্রতাপের রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব উপাধন করেন† । এপ্রস্তাব মহারাজা বসন্তরায় এবং শঙ্কর সূর্য্যকান্ত

* বর্তমান কালে ধুমঘাট হিংস্র জন্তু সঙ্কুল ঘোর অরণ্যে পরিপূর্ণ । ইহার মধ্যে এখনও বহুসংখ্যক ভগ্ন অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় । বিস্তৃত পুষ্করণী এবং বকুল ছায়াযুক্ত প্রশস্ত রাজপথ এখনও পূর্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ।

† জীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন একজন অসাধারণ বিদ্বান ও ঐশ্বর্যপরাধন ব্যক্তি ছিলেন । প্রতাপাদিত্য হইার সাহিত্যিক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে গুরু এবং হইার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চণ্ডীবরকে পুরোহিতপদে নিযুক্ত করেন । এরূপ কিম্বদন্তি মহারাজ

প্রভৃতি প্রতাপের বহুবর্ণ অতি সমাদরের সঞ্চিত অনুমোদন করিয়া গ্রাহ্য স্বেচ্ছাক্রমে সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যবসজ্জার সংগ্রহ করতে আরম্ভ করিলেন । রাজ্যাভিষেক হইবার পূর্বে সন্দেশান্তে শঙ্কর, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজ্যের বর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ধুমঘাট হইতে বহির্গত হইলেন । তিনি প্রত্যেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া নৃপতিগণকে প্রতাপের রাজ্যাভিষেকে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন । মুশলমান, পটুগীজ প্রভৃতি সকল জাতিই নিমন্ত্রিত হইলেন । ইহা না শুনি রাজ্যাভিষেক কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃপুজন যজ্ঞের পূর্বানুষ্ঠান । এই মহাযজ্ঞে মাতৃভক্ত হিন্দু, মুসলমান, উৎকলী, বিহারী, আমামী সকলে একত্রিত হইলেন । “রাজাগণ ও অধ্যাপক ও কায়স্থ ও বৈদ্য আর আর ব্রাহ্মণ লোকদের আগমন পাঁচ দিন থাকিকে আরম্ভ হইল । পৌছবা মাত্রেই পরিচারক লোকেরা আপন আপন প্রভুদের সেবাতে নিযুক্ত কদাচিত কাহাদিহা কোন ক্রটি হয় না সকলেই আপন আপন বাসায় ভোজন গীত বাদ্য ক্রিয়াতে সকলেই সদানন্দ* ** ধুমঘাট পঞ্চো ক্রোশি মন্থবারণ্য হইল । ছাট ঘাট বাট নগর চাতার বালাখানা ও কুছানায় লোকপরিপূর্ণ । (রাম রাম বসু) দেখিতে দেখিতে বৈশাখ পূর্ণিমা উপস্থিত হইল । প্রতাপাদিত্য শাস্ত্র বিধানানুসারে অভিষেকের পূর্ব দিবস সংযত ভাবে অতিবাহিত করিলেন । পরদিবস ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র সকল উচ্চারণ করিয়া

প্রতাপাদিত্য সন্ধি বিগ্রহাদি গুরুতর কার্য্য সকল গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সম্পন্ন করিতেন । ইনি কাশ্মপগোত্রে চট্টোপা-
বংশে জন্মগ্রহণ করেন ।

প্রতাপকে অভিষিক্ত করিলে পর তিনি পবিত্র জলে পূত ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে " ভূষিত হইয়া নানা প্রকার রত্নখচিত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সিংহাসনারোহণের সহিত চতুর্দিক হঠাৎ নানা প্রকারের বাদ্য সকল বাজিয়া উঠিল । দুর্গ প্রকার হঠাৎ মুহূর্মুহঃ তোপধ্বনি হইয়া দিক সকল নিনাদিত করিল । অনন্তর ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ, এবং অগ্ন্যন্ত ব্যক্তিগণ নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করিতে লাগিলেন । প্রতাপ অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সভায় গমন করিলেন । তথায় বঙ্গের বিদ্বান্‌মণ্ডলী একত্র সববেত ; প্রতাপ ইষ্টানিগের মর্যাদা অনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া, যে সকল কায়স্থ এবং অগ্ন্যন্ত জাতি আগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া বিশেষ রূপে সন্মানিত করেন । যে সকল জন্মভূমিত্ত বীরগণ বঙ্গের নানা স্থান হইতে আগমন করিয়া ধুমঘাটে একত্রিত হইয়াছিলেন ; তাহারা সকলেই প্রতাপের জন্ত ধন ও জীবনবিসর্জন দিতে প্রতিক্ষিত হইলেন ; প্রতাপও সকলকে ভ্রাতার জ্যায় সংরক্ষণ করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন । এইরূপে সকলে এক প্রাণে সন্মিলিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া আপন আপন সৈন্যবল বৃদ্ধি এবং সেই শুভ দিবসের অপেক্ষায় দিবস যাপন করিতে লাগিলেন* ।

* মহারাজ প্রতাপাদিত্য, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন করেন । লেখক উক্ত মুদ্রা দেখিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথায় সিদ্ধকাম হন নাই । উক্ত মুদ্রা যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট মুদ্রাঙ্কিত শব্দ, যাহা প্রবণ করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

রাজ্যটিকে উৎসব সূচক রূপে সম্পন্ন হইলে পর প্রতাপের গৃহ বিবাহের সূত্রপাত হয় । গৃহবিবাহই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ । ভারতের উৎকর্ষ দর্শন যেন ভগবানের অভিপ্রেত নহে । ভারতের যে স্থানে একটু উন্নতির পূর্ব লক্ষণ দেখা দিয়াছে, সেই স্থানেই গৃহবিবাহ ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া যুগ যুগান্তরের জন্য উন্নতির আশা সমূলে ধ্বংস করিতেছে । বঙ্গের স্বাধীনতা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত । যাহাতে বঙ্গীয়গণ চিরস্বাধীনতা প্রাপ্ত না হন, সে জন্য তিনি তাহার বীজ রোপণ করিলেন । স্বজাতিদ্রোহী বঙ্গীয়গণ যত দিন না পরম্পর সমবেলনা প্রদান শিক্ষা, স্বীয় প্রাধান্য আশা পরিত্যাগ করিয়া অধীনভাৱে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত না হইতেছেন, তত দিন পরমেশ্বর ইহাদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করিবেন বলিয়াবোধ হইতে না ।

দ্রুদশী বিক্রমাদিত্য, তাঁহার মৃত্যুর পবে রাজ্য মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন বা গৃহ বিবাদ না হয় সে জন্য তিনি সমস্ত রাজ্য বিভক্ত করিয়া প্রতাপাদিত্যকে দশআনা এবং বনমাল্যায়কে ছয়আনা রাজ্য প্রদান করেন । বিক্রমের মৃত্যুর পর উভয়ে মিলিত হইয়া রাজ্য শানন করিতেছিলেন এক্ষণে উভয়ের মধ্যে রাজ্য বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল । একদিকে প্রতাপের হৃদমণীয় স্বাধীনতা স্পৃহা, অপর দিকে

সমুদ্র ভাগ । শ্রীশ্রীকালিপ্রসাদেন ভবতি

শ্রীমহারাঙ্গ প্রতাপাদিত্য রায়স্ব্য ।

পশ্চাৎভাগ । বজ্রংছিকা বহ্নিমো জররে

বাস্কল মহারাজ প্রতাপাদিত্য জন্মাল ॥

বসন্ত রায়ের স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট প্রশান্তভাবে ; এই পরস্পর বিরোধি বৃত্তি কখন একত্রিত থাকিতে পারে না । প্রতাপের মনোগতভাবে বসন্তরায়ের জ্ঞানগোচর হইতে বিলম্ব রহিল না । যাহাতে প্রতাপ দ্বঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত না হন, সে বিষয় বসন্তরায় যথোচিত চেষ্টা ও তাহাতে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন । প্রতাপও পিতৃব্যকে স্বীয়মতে আনয়ন করিয়া একত্র মিলিত হইয়া কার্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা না হইয়া বিপরীত ফল প্রসব করিল । যে সময়ে রাজ্য বিভাগ হয়, সে সময় প্রতাপ পিতৃব্যের নিকট হইতে যথোচিত স্থান বিনিময় করিয়া চাকসিরি পরগণা* প্রাপ্তির জন্য স বিশেষ প্রার্থনা করেন । মগ ও ফিরিজি আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা বিষয়ে ইহা বিশেষ উপযোগী ; প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের নিকট বিফল মনোরথ হইয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন । এই সময় হইতে যশোহর প্রদেশের প্রজা সকল বহু প্রথাশে কোনপদার্থ প্রাপ্ত না হইলে মনের আবেগের সহিত কহিয়া থাকেন “সারা রাত ঘুরে মরি তবু না পাই চাকসিরি” † ।

বসন্তরায়ের বিরুদ্ধে, প্রতাপের বাল্যকালের ধারণা সকল যুগপৎ স্মৃতিপথে উদ্ভূত হইল । প্রতাপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন জ্ঞাতি পৃথিবীর সকলের নিকট মুর্ত্তিমান ধর্ম বলিয়া কথিত হইলেও কিন্তু জ্ঞাতির নিকট অত্যন্ত স্বার্থপর ; সকলের

* চাকসিরি পরগণা, বর্তমান বাথরগঞ্জ ও বরিশালেরমধ্যে ।

† উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যটি কথারও মুখে, “সাত রাত ঘুরি ফিরি তবু না পাই চাকসিরি” এরূপ পাঠান্তর শুনিতে পাওয়া যায় ।

প্রিয়বর্দি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও কিন্তু জাতির ক্ষয় বিদায়ের সর্বদা তৎপর; অন্য লোকের নিকট দাতা ও বিনয়ী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও কিন্তু জাতিবর্গে হীনতারিতা দূর করিবার সময় দরিদ্র এবং আপন বিভব প্রকাশ করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

প্রতাপ চাকসিরিপন্নগণা লাভে অকৃতকার্য্য হইলে, পূর্ব বঙ্গের আধিপত্য আপনায় পক্ষীয় লোকের অধীনে রাখিবার জন্য বসুবংশপাবন মহাবীর কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীর বিবাহকার্য্য মহা-সমারোহের সহিত সম্পন্ন করান । কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদীপ রাজবংশের উজ্জল কীর্তি । এই বীরবর হোসেনপুরে যবন-গণকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, এ প্রদেশ হইতে তাহা-দিগকে বিতাড়িত করেন এবং বাসুরিকাটি, মাধবপাশা ক্ষুদ্রকাটি নামক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । রামচন্দ্র পিতার ন্যায় মঙ্গাপরাক্রান্ত, যুদ্ধবিজ্ঞাবিশারদ এবং বহুলসৈন্যের আধিপতি হইয়াছিলেন । মহাবীর রামচন্দ্র বঙ্গের এক জন প্রধান বীরপুরুষ; ইনি বহুসংখ্যক যুদ্ধে ফিরিজি ও মগগণকে পরাস্ত করেন । ইনি একবার ভুলুয়ার আধিপতি প্রবল প্রতাপ লক্ষণমাণিক্যকে সমরাস্ত্রে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিলেন । প্রতাপ এরূপ পরাক্রান্ত জামাতা প্রাপ্ত হইয়াও কিন্তু স্মৃখী হন নাই । কেহ কেহ কহেন প্রতাপাদিত্য স্বীয় জামাতাকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য আপন রাজ্যের সহিত মিলিত করিবার অভিপ্রায়ে রামচন্দ্রকে কারাবদ্ধ করিতে মনন করেন প্রতাপের কন্যা

বিদুমতী, এই কথা অবগত হইয়া স্বীয় স্বামীসমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করেন । রামচন্দ্র, এ কথা অবগত হইয়া জ্ঞানক উদয়াদিত্যের সাহায্যে প্রতাপের চক্ষে ধুলী প্রদান করিয়া পলায়ন করেন † । অপর কেহ কেহ কহেন বসন্তরায় ও তাঁহার পুত্রগণ রামচন্দ্রের মনোমধ্যে এরূপ ধারণা দৃঢ় বদ্ধ করেন, যে রাজা লোলুপ প্রতাপ তাঁহাকে হত্য করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য কন্যার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন অবকাশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে বধ করিতে বিলম্ব করিবেন না ।

কেহ কেহ কহেন বিবাহ রাত্রিতেই প্রতাপ জামাতাকে নিহত করিতে মনঃস্থ করেন ; রামচন্দ্র উদয়াদিত্যের সাহায্যে বসন্তরায়ের গৃহে নিমজ্জণ গমনকালে পলায়ন করেন । কেহ কেহ কহেন রামচন্দ্রের সহাগত এক জন ধূর্ত বিদূষক নাপিত (রমাই ভাঁড়) অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ মহিষীর সহিত নানা প্রকার বিক্রম করিয়াছিলেন, এ জন্ত প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতাকে নিহত করিতে সঙ্কল্প করেন ।

* প্রতাপের দৌহিত্র রামচন্দ্রের পুত্র, কীর্ত্তিনারায়ণ সম্বন্ধে কায়স্থকারিকা প্রমুখকার কহিয়াছেন ।

“কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদঙ্গজঃ ।

জগদেকেশুরো সোহপি নৌযুদ্ধে সুপ্রাসিদ্ধকঃ ॥

মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈন্তকৈঃ সহ ।

অদ্ভুতং সমরং ক্রুত্বা তীরাং সৰ্ব্বানতাড়য়ৎ ॥

জাহাঙ্গির পুরাদীশো নবাববনস্ততঃ ।

স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্কিং তেন প্রযত্নতঃ ॥

রামচন্দ্র, স্বপ্নের স্বদয় দুর্বাশনা পক্ষিপূর্ণ স্বদয়ঙ্গম করিয়া ক্রীড় প্রাণ রক্ষার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন, রামনারায়ণ নামক, রামচন্দ্রের এক জন অকুণ্ঠভয়, অমিত পরাক্রম ভূত্যা ছিলেন ; তিনি রামচন্দ্রকে শোকসন্তপ্ত অবলোকন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রামচন্দ্র সমস্ত বিবরণ আত্মপূর্বক কীর্তন করিলেন ; রামনারায়ণ তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে কহিয়া সুযোগ ক্রমে তাঁহাকে ক্ষুদ্রদেশে আরোপিত করিয়া যে স্থানে তাঁহাদিগের নৌকা সকল আশ্রয় করিতেছিল তথায় উপস্থিত হন। রামচন্দ্র নিরাপদে আপন নৌকাতে উপস্থিত হইলে ষাট জন দাঁড়িকে নৌকা জ্বলাইতে আজ্ঞা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে তাঁহার নির্ঝিঞ্জে গমন বার্তা জানাইবার জন্ত কামানরাজীতে অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ প্রদান করেন। রামচন্দ্রের আজ্ঞার সহিত নৌকা সুসজ্জিত ও কামানে অগ্নি প্রদত্ত হইল। নিশিথ কালের তিমির আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া কামানের গভীর শব্দে দিকনকলে কল্পিত করিয়া তুলিল। প্রতাপ অকস্মাৎ কামানের ভূমূল শব্দ শ্রবণ করিয়া ইহার কারণ নিরাকরণ করিবার জন্ত চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন ; লোক সকল প্রত্যাগমন করিয়া রামচন্দ্রের গমন কথা নিবেদন করিল। প্রতাপ ক্রুদ্ধগামী দূত প্রেরণ করিয়া রামচন্দ্রকে প্রত্যাগমন করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। রামচন্দ্র প্রতাপের সহিত সুহৃদসঙ্গে ছিন্ন করিয়া পদেপাদিভূখে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র গমনের পর হইতে প্রতাপ বসন্তরায়কে এই সকল গৃহ বিধাদির কারণ বলিয়া অবধারণ করেন। প্রতাপের

জদয়ে আশৈশব কালের সমস্ত ঘটনা আগ্রহিত হইল। তিনি প্রত্যেক ঘটনাতে খুল্লতাতে কুটিলতা দেখিতে লাগিলেন। তিনিই পিতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ উৎপন্নের মূলকারণ স্থির করিলেন; তিনিই চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে পিতৃ স্নেহবঞ্চিত এবং দূরতর প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যস্থ উত্তম স্থান সকল গ্রহণ করিয়া স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রাজ্য ধন ও মিত্র বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত কাতর; কিসে তাঁহার অবনতি ও গৃহ বিবাদ হয় বসন্তরায় সর্বদা পুত্রসহ এই সকল চিন্তা করেন প্রতাপাদিত্য এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।" খুল্লতাতে বসন্তরায়ের চক্রান্তে আমাতার সহিত তাঁহার এইরূপ ঘোরতর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে এইরূপ এবং বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

প্রতাপ যৎকালে জননী জন্মভূমীর উদ্ধার সাধনের জন্য পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা চিন্তাক্রান্ত; যখন তিনি জন সাধারণের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপনের জন্য দৃঢ়ব্রত, যখন তিনি সর্বভূতের মিত্রতা লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত সেই কঠিন সময়ে তাহার গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হয়।

বসন্তরায় ও ক্রমেক্রমে বৃদ্ধিতে পারিলেন যে প্রতাপের হৃদয় তাঁহার বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ। ইহা তিনি অবগত হইয়াও তাঁহা কালনের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা না করিতে তাহা ক্রমশঃ দিন দিন বৃদ্ধিত হইতে লাগিল। কিরূপে এই ধন্যাবরণ আচ্ছাদিত কুটিল ভক্তের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায় প্রতাপ তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগি-

লেন। সালক্রমে উভয়ের মন একরূপ বিভীষিকাগ্রস্ত হইল যে উভয়েই উভয়ের মৃত্যু কামনায় ছিঃখহুসন্ধান করিতেছেন এইরূপ ধারণা উভয়ের মনে বদ্ধমূল হইল। এক সময় বসন্ত রায় পিতা শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বীয় গৃহে প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করেন। অত্যন্ত বিরোধ থাকিলেও প্রতাপ পিতৃব্য কর্তৃক আহত হওয়াতে তিনি পূর্বশরুতা বিন্মত হইলেন। প্রতাপ যথা সময় বিধিত ভাবে কএক জন বন্ধু সহ পিতৃব্য গৃহে গমন করেন। গোবিন্দরায়, বসন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র; প্রতাপকে আগমন করিতে দেখিয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন; প্রতাপ, বসন্তরায়ের সমীপবর্তী হইলে, বসন্তরায় ঘটনাক্রমে গৃহান্তব হইতে তাঁহার একজন পরিচারককে শীঘ্র “গঙ্গাজল” আনাগমন কর বলিয়া গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করেন। “গঙ্গাজল” বসন্তরায়ের প্রিয়তম আয়ুধ ইহা তাঁহার জীবনসহচর। প্রতাপ দূর হইলে “গঙ্গাজল” আনাগমনের আদেশ শ্রবণ করিয়া, পার্শ্ব-বর্তী নাকিকে জিজ্ঞাসা করেন কোথায় আমরা আগমন করিলাম? এই কথা কহিয়া আপনি তরবারী কোষনিমুক্ত করেন*। গোবিন্দরায়, পিতার গঙ্গাজল আনাগমনের আজ্ঞা দূর হইতে শ্রবণ এবং প্রতাপকে মুক্ত কৃপাণ হস্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া অশ্রুতি বিলম্বে প্রতাপকে লক্ষ করিয়া শাপিত অশ্ব প্রয়োগ করেন, নৈবক্রমে গোবিন্দরায় নিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতাপের শরীরে অকস্মাত বিদ্ধ না হইয়া ব্যর্থ হইল। পদদলিত প্রমত্ত

* আজ্ঞাজল আমরা অস্ত্রের নামে বিহ্বল হইয়া থাকি, কিন্তু পুরাকালে আমাদের পূর্বজগণ একরূপ ছিলেন না তাঁহারা সকল অবস্থাতেই অস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

সিংহের ন্যায় প্রতাপ এক লক্ষ প্রদান করিয়া গোবিন্দ রায়কে আক্রমণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করেন । গোবিন্দরায়কে নিহত করাতে প্রোশাদ মধ্যে মহান কোলাহল উপস্থিত হইল । বসন্তরায় ও প্রতাপের পক্ষীয় লোক সকল শঙ্কপাণী হইয়া পরস্পরের সাহায্যে আগমন করিতে লাগিলেন ; শান্তিপূর্ণ রাজভবন অকস্মাৎ যুদ্ধ স্থলের প্রচণ্ডমুগ্ধি ধারণ করিল ।

প্রতাপ, গোবিন্দ রায়কে নিহত করিয়া ঘরিত গতিতে বসন্ত রায়ের কক্ষে উপস্থিত হইলেন । বসন্তরায় প্রতাপকে রক্তাক্ত কলেবরে আপমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈশ্বরে “গঙ্গাজল” অস্ত্র আনয়ন করিবার জন্য আজ্ঞা করিতে লাগিলেন । ইতি মধ্যে বসন্ত রায়ের রক্ষার জন্য প্রহরীগণ দ্রুতবেগে আগমন করিল প্রতাপ অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ভীষণ তলবারী প্রহারে বসন্তরায়কে ধম ভবনে প্রেরণ করিলেন । জগদানন্দ, পরমানন্দ, জীরাম, রূপরাম, রামকান্ত মধুসূদন মানিক্য প্রভৃতি বসন্ত রায়ের পুত্রগণ নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইলে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরগণ সংযতভাবে অবস্থান করিয়া অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে লাগিলেন । অল্প সময়ের মধ্যে বসন্তরায় ও তাঁহার পুত্রগণ নিহত হওয়াতে তাঁহার পক্ষীয় ষোদ্ধাগণ আত্ম রক্ষার্থে চতুর্দিকে পলায়ন করিল । বসন্তরায় মহিষী, বালক রাঘবের প্রাণরক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া কচু বনে লুকাইয়া রাখেন, এই উপায়ে রাঘবের প্রাণরক্ষিত হয় বলিয়া তিনি কচুরায়

নামে অর্জিত হন, এই অল্পসময়ের মধ্যে পুত্রগণসহ বনস্তরায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, ইন্দ্রজ্ঞানের স্তায় এই লোমহর্ষণ ইত্যাকাণ্ড সাধিত হইল, আভ্যন্তরিকরক্ষণ অবগত না হওয়াতে পৃথিবী মধ্যে এইরূপ কতশত কাণ্ড হইতেছে তাহার ইতি নাই, অতি সামান্য কারণে পৃথিবীর মধ্যে কত শত বৃহৎকাণ্ড অবস্থিত হইতেছে, তাহার কে সংখ্যাকরিতে পারে ? রাজদ্রুয়জ্ঞকালে জলনিমগ্ন তুর্ধ্যোধনকে দর্শন করিয়া যদিপি পাণ্ডবেরা হাস্য না করিতেন তাহা হইলে লোকক্ষয়কর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সজ্জাটিত হইত কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। যদি বনস্তরায়, সে সময় গঙ্গাজল আনয়ন করিতে না কহিতেন তাহা হইলে বাধ হয় প্রতাপাদিত্যকে জ্ঞাতিবধ জনিত পাপভাগী হইতে হইত না, এইক্ষণ প্রলয়কর কার্য্যসম্পন্ন হইলে পর যাহাতে ক্ষতি না হত্যাকাণ্ড হয়, প্রতাপ তাহার সুব্যবস্থা করিলেন। বনস্তরায়ের অমুচরবর্গকে নিরস্ত করিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে যাহা হইত কোনরূপ অত্যাচার না হয় তজ্জন্ম তিনি একজন উপযুক্ত লোককে নিযুক্ত করিলেন। বনস্তরায়ের মহিষী স্বামী ও পুত্রগণের সন্মুখশোকে অধীর হইয়া সহমৃত্যু হন। প্রতাপাদিত্য কচুবন হইতে বালক রাঘবকে আনয়ন করিয়া তাহাকে লালন পালন করিবার জন্ত মহিষী হস্তে তুলত করেন, এই লোমহর্ষণ ঘটনার সময়ে বনস্তরায়ের চাঁদ রায় এবং অপর ক একটি পুত্র মাতুলালয়ে গমন করিয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহারা সে সময় অনিবার্য্য মৃত্যুমুখ হইতে বক্ষা পান।

বনস্তরায় একজন রাজকার্য্য-নিপুণ প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য যেক্রপ অসিবলে স্বীয় প্রাধান্য লাভের

চেষ্টি করেন ; বনস্তরায় সেইরূপ সামাজিকরাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার প্রাধান্য লাভের অত্যন্ত সচেত্ন ছিলেন, তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই অধিকাংশ সময় বিদ্যান্ ত্রাঙ্গণ অথবা বৈষ্ণব কবিদিগের সহিত মিলিত হইয়া শাস্ত্রালাপ কিম্বা কবিতা রচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন, তাঁহার সভাস্থল, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সে সময়ের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণকর্তৃক সর্বদা অলঙ্কৃত থাকিত । গোবিন্দদাস রচিত অনেকগুলি পদে আমরা বনস্তরায়ের নাম দেখিতে পাই । বনস্তরায় একজন সুকবি বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ; তাঁহার নামের ভণিতাযুক্ত পদের মধ্যে কতকগুলি পদ এরূপ সুললিত হৃদয়গ্রাহী ও প্রেমপূর্ণ যে তাহা বারবার পাঠ করিয়াও তৃপ্ত হওয়া যায়না । বনস্তরায় বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন, এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে কালাঘাটের হালদারদিগের পূর্বপুরুষ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক একজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ কালাঘাটে অবস্থান করিতেন । বনস্তরায় তাঁহার অলৌকিক কাব্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন । বনস্তরায় গুরুর আদেশানুসারে ভগবতীর পর্ণকুটিরের পরিবর্তে একটি মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন ।

বনস্তরায় শাক্ত হইয়াও কখন বৈষ্ণবদেবী ছিলেন না বরং প্রগাঢ় বৈষ্ণব ছিলেন, বোধ হয় গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গুণে তাঁহার বৈষ্ণবপ্রীতি বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল । এরূপ কিম্বদন্তি আছে খেতরীর বৈষ্ণবমহোৎসবে বনস্তরায় গমন করিয়া হরিনাম সংকীৰ্ত্তনের অতুলনীয় বিমল সুখানুভব

করিয়াছিলেন । বোধ হয়, এই সময় হইতে তিনি ঠাকুর বসন্ত-
রায় নামে অভিহিত হন * ।

বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর রূপরাম বস্তু প্রভৃতি তাঁহার প্রধান
কর্মচারীগণ মিলিত হইয়া প্রতাপের এই কার্যের প্রতিশোধ
লইবার জন্য গোপনে মন্ত্রনা করেন । সকলে একমত হইয়া
বসন্তরায়ের পরমবন্ধু হিজলিকাঁথির অধীশ্বর প্রবল পরাক্রান্ত
ইশাখামজারীর* নিকট গমন করিলে একাধের অনেক সহা-
য়তা হইতে পারে সিদ্ধান্ত করিয়া হিজলি অভিযুগে গমন করেন ।
রূপরাম প্রায় বসন্তরায়ের আত্মীয় ও কর্মচারীগণ মচ্ছন্দরীর ।
নিকট উপস্থিত হইয়া শোকোদ্দীপক জলন্ত বাকে সমস্ত ঘটনা
বর্ণনা করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । বঙ্গের প্রায়
অধিকাংশ বিজয় বর্গ এক্ষণে প্রতাপের আদেশানুযায়ী একরূপ অব-
স্থাতে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে বঙ্গের সমস্ত নৃপতির
বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে সুতরাং এ উপায়ে রাঘবের উদ্ধার
নিতান্ত সম্ভব কথা নহে এসমস্তা ভঞ্জে তাঁহারা অপারগ
হইলে ইশাখার সেনাপতি বলবন্ত মুক্তকণ্ঠে কহিলেন “রাজন
আপনি চিত্তাক্রান্ত হইবেন না এদাসকে আজ্ঞা করুন সেবক
একাকী শত্রুর মধ্য গমন পূর্বক রাঘবকে উদ্ধার করিয়া
আনয়ন করিব” । ইশাখা প্রভৃতি বীর পুরুষগণ বলবন্তের

* প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামরামবস্তু ইহাকে ঠাকুর বসন্ত-
রায় নামে উল্লেখ করিয়াছেন ।

† মহারাজ বসন্তরায় ইশাখার সহিত এক সময় পাকড়ি
বদল করেন, তাৎপরি উভয়ে দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন ।

অল্পত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কবিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন উপায়ে একাকী, সখ্যাকান্ত শক্তর প্রভৃতি মহারথীগণ কর্তৃক সুরক্ষিত মুগ্ধর প্রোকার পরিবেষ্টিত দুর্গ অতিক্রমণ করিয়া রাঘবের উদ্ধার সাধনে সফলকাম হইবে ? তুমি কোন মন্ত্রবলে দিবাবাত্র প্রহরী কার্যে চণ্ডের অসংখ্য প্রহরী গণের চক্ষে ধূলী প্রদান করিতে সমর্থ হইবে ? এবং কিরূপেই বা যুদ্ধনিপুণ ফিরিঙ্গি নৌসেনাগণকে পরাস্ত করিতে পারগ হইবে ? আমরা তোমার বাক্যের মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছি । মহাবীর বলবন্ত, ইশাখ্য কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে প্রগতি পূর্ব্বক কহিলেন দেব ! মহারাজ প্রতাপাদিত্য যেরূপ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ সেইরূপ সত্যবাদী । আমি মনন করিয়াছি যে একাকী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার কিছু গোপনীয় বিষয় বক্তব্য আছে বলিয়া তাঁহাকে কোন নিড়ত স্থানে লইয়া যাইব এবং সুর্যোগ ক্রমে তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া আমার অধীনস্থ করিব, সেই সময়ে তিনি যদি আমার কোনরূপ অপকার না করিয়া কচুরায়কে আমার হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব, অন্যথা তাঁহাকে সংহার করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে এই নখরদেহ আমি কার্য্যে অর্পণ করিব । আমার দৃঢ় ধারণা যে এই উপায়ে বিনারক্তপাতে আমাদের অভীষ্ট সাধিত হইবে । কচুরায়কে কোনরূপে হস্তগত করিতে পারিলে পর আমাদিগের হস্ত হইতে তাহাকে গ্রহণ করা প্রতাপাদিত্যের দূরের কথা এমন কি বঙ্গের সমবেত রাজমুখবর্গও পারেন কিনা সন্দেহের কথা আমাদিগের এই দুর্গমপ্রদেশ আপনা কর্তৃক সুরক্ষিত হইলে কাহার সাধ্য ইহাকে আক্রমণ

করে ? বলবন্তের এইরূপ বীরজনোচিতবাক্য শ্রবণ করিয়াসকলে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

বলবন্ত সর্বোপকরণ-সম্পন্ন একখানি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া যশোহর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যষ্টিজন বাহিতনৌকা অল্পসময়ের মধ্যে ভয়াল হিংস্র জন্তু সকল সুন্দরবন প্রতিক্রমণ করিয়া প্রতাপের রাজধানী ধুম-ঘাটে উপস্থিত হইলে, বকুলছায়াসমন্নিত ধুমঘাটের প্রশস্ত পদবী অতিক্রমণ করিয়া বলবন্ত রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হন এবং স্থায়ী আগম্যমার্গে প্রতাপের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতাপ যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক বলবন্তকে গ্রহণ করিয়া ইশাখার কুশল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, বলবন্ত প্রতাপের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া নির্জন স্থলে তাঁহার কিছু বক্তব্য আছে নিবেদন করিলেন, অসঙ্কুচিতচিত্ত প্রতাপ বলবন্তকে এক নিভৃত-কক্ষে লইয়া গেলে রাজ্যসম্বন্ধে উভয়ের নানা প্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল, ইত্যবসরে ভীমবল-বলবন্ত মৃগোপরি পতিত ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের স্তায় প্রতাপের উপর পতিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভূষিত করিয়া কোষযুক্ত শাণিত তরবার অগ্রভাগ প্রতাপের ললাপরি স্থাপন করিলেন। প্রতাপ, গৃহাগতের ঈদৃশ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া বলবন্তকে তাঁহার এরূপ অন্যায় কার্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলবন্ত জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “একগে আপনার জীবনও মরণ আমার হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছে, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে এই শাণিত তলবারী আপনার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া পৃথিবী পার্শ্ব করিবে, আমার প্রভুর পরমমিত্র বলবন্তরাজের

পুত্র রাঘব রায়েকে আমার হস্তে প্রদান করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ যতকণ পর্য্যন্ত না আমি আপন রাজধানীতে উপস্থিত হই, ততকণ আপনি আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে আপনি জীবনলাভ করিতে পারেন অন্যথা আপনাকে কণ বিলম্ব না করিয়া যমসদনে প্রেরণ করিব । ”

প্রতাপ বলবন্তের অদীম সাহসীকতার মুগ্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া প্রকাশ্যে তাঁহার এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বলবন্তের করালপাশ হইতে মুক্ত হইবার কোন পন্থা না দেখিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সন্মত হন । প্রতাপ বলবন্তের বাক্যানুসারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পুনরায় সভাগৃহে আগমন করিলেন তিনি স্বদয়ের ভাব গোপন করিয়া বলবন্তকে যথেষ্টপরিমাণে বস্ত্র অলঙ্কার প্রদান করিয়া কচুরায়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ পূর্বক বিদায় প্রদান করেন । বলবন্ত নিবিদ্রে বিনারক্তপাতে স্বামিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কচুরায় সহ অচিরকাল মধ্যে হিজলিতে উপস্থিত হন । ইশাখা, রূপরাম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, বলবন্তকে অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের স্বদয়ের অন্তস্তল হইতে আনন্দ উৎস প্রবাহিত হইল । তাঁহার প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সন্মাননা করিলেন । সকলে তাঁহার অন্তত পরাক্রমের কথা আশ্রয়ের সহিত বারংবার শ্রবণ করিতে লাগিলেন ।

বলবন্তের সকলতা জনিত আনন্দোচ্ছাস একটু প্রসমিত হইলে ইশাখা মচ্ছন্দরী প্রতাপের ভূজবল হইতে আপন রাজ্য রক্ষা করিবার বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন । পদদলিত

কৃত্রিম রূপ অপমানের প্রতিশোধ না লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। সেইরূপ প্রতিশোধিত্য এ অবমাননার প্রতিশোধ না লইয়া কিস্তি ভাবে অবস্থান করিবেন বলিয়া আমার কখনই বিশ্বাস হয় না। অতএব তাঁহাকর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্বে আমাদিগের ঘোরতর সময় সজ্জার সজ্জিত হওয়া উচিত। এই বলিয়া মহাবল ইশাখী আশু ঘোরতর সময়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দুর্গ সকল অধিকতর দুর্গম করাইল আশ্রয় অল্প সকল সুসজ্জিত করিয়া প্রাকারোপরি স্থাপিত হইল; অবরুদ্ধ হইলে বাহাতে সৈন্তগণ দুর্ভিক্ষের প্রতাপে পতিত না হয় তাহার ভল প্রচুর পরিমাণে ধান সংগৃহীত হইল। পরমোৎসাহের সহিত বলবন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

প্রতাপী বলবন্ত কর্তৃক নির্জিত হইয়া কতকণে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, কতকণে সৈন্তসহ ইশাখীকে রণস্থলে পরাস্ত করিবেন, কতকণে পুনরায় কচুরায়কে হস্তগত করিতে সমর্থ হইবেন সেই সকল চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি মন্ত্রীগণকে বলবন্তের আচরণ জ্ঞাপন করিয়া কতকণে হিজলি নগর পদদলিত করিবেন, কতকণে বিপক্ষগণকে শৃংখলাবদ্ধ করিবেন, কতকণে হিজলির রাজকোষ স্বীয় কোষাগারে আনিতে হইবে, মন্ত্রীগণ সহ তিনি এই সকল প্রেরণ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শব্দ, স্বর্যাস্ত, রুডা * প্রভৃতি বীরগণ অল্প সময়ের মধ্যে

* শোড়বলভাকীর শেবভাগে বহুসংখ্যক গুঁড়গীষ, ভারতীয় নৃপতিগণের অধীনে কিংবা স্বতন্ত্রভাবে আপনাদিগের ভাগ্যচক্র

হিজলী নগরী ভূমিসাৎ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞিত হন এবং হিজলী অভিজ্ঞান জন্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । কুড়া প্রমুখ ফিরিঙ্গি নোসেনানারকগণ যুদ্ধপোত সকল রণসজ্জায় সজ্জিত করিতে লাগিলেন ; পূর্ব দেশীয় পার্শ্বভ্যাসেনাধিপতি মহাবল রঘু আপন সৈন্যগণকে ঘোরতর যুদ্ধের জন্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ; ঢালী সেনানায়ক মদনমাল এবং অম্বারোহী চমুপতি প্রতাপসিংহদত্ত, আপন আপন অধীনস্থ সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন । এইরূপে যশোহর নগর অকস্মাৎ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া উঠিল । মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোন দেশ পরাজিত করিবেন, সকলেই পরস্পর, এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিতে লাগিল, সকলেই অভিযানের বিষয় অনভিজ্ঞ স্মৃতরাং কেহই কাহারও প্রশ্নের সহৃদয় প্রদান করিতে পারিল না । পুরনারীগণ আপন আপন পতি পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি যুদ্ধস্থলে গম্যমান স্বজনবর্গের বিজয় কামনায় যশোহরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নানাপ্রকারে পূজা করিতে লাগিলেন । কি জ্বী কি বালক সকলেই অতীত যুদ্ধে আপন আপন স্বজনবর্গ কিরূপ ভৈরব বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিরূপে শত্রু পক্ষীয়গণকে যুদ্ধস্থলে বন্দী করিয়া ছিলেন, কিরূপে

পরিবর্তন করিতেন । এই সকল অক্লিষ্টকন্মা অধ্যবসায়ী পুরুষ-গণ বজ্রোপসাগরকূলে কখন দম্ভাবুত্তি কখন বণিকবুত্তি কখন বা সেবাবুত্তি অবলম্বন করিতেন । ইহাদিগের মধ্যে সিবাস্তিন গঞ্জেলিস্ টিবো নামক একজন অজ্ঞাতকুলোদ্ভব অসমসাহসীক বীরপুরুষ কিছু দিন সনদ্বীপে দোর্দণ্ডপ্রতাপে স্বাধীনভাবে জয় করিয়াছিলেন ।

মকাতকে শত্রু প্রহার সহন করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়া-
ছিলেন, এই সকল অতীত বিষয় লইয়া পরস্পর স্মারক করিতে
আরম্ভ করিলেন । যথা সময় সৈন্তগণ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলে,
মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহার সিদ্ধিদাত্রী ভগবতী ষোড়শোত্তরীর
মঙ্গলমাহাত্ম্যের সহিত পূজনাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া জাহাজ
ঘাটাতে * রণপোতে আরোহণ করতঃ হিজলি অভিমুখে যাত্রা
করিলেন । রণপোত সকল অস্ত্রদিনের মধ্যে অল্পকূল বায়ুর
সাহায্যে হিজলির সমীপবর্তী হইয়া চতুর্দিক হইতে অকস্মাৎ
আক্রমণ করিল । পদাতিক ও অশ্বারোহীগণ রণ তরি হইতে
অবতরণ করিয়া স্থলপথরোধ এবং শত্রু পক্ষের সংবাদ প্রাপ্তির
দ্বার রুদ্ধ করেন । ইশাখা মহেন্দরী জলে ও স্থলে প্রতাপদৈত্য
কর্তৃক বিনষ্ট হইয়া ঘোরতর বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে
প্রারম্ভ করিলেন । বীরবর বলবন্ত আপনার পরাক্রম প্রদর্শনের
অবসর প্রাপ্ত হওয়াতে, তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া স্নায়ু
প্রভুর হিত সাধনের জন্ত ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ
করিলেন । তিনি কখন নৌসেনার অগ্রবর্তী হইয়া, অসাম

* বর্তমানকালেও এখানে প্রাচীন গৌরবের অনুমান অব-
শেষ পতিত আছে । ইহাদেখিলে প্রাচীনকালে ইহা কিরূপ
সমৃদ্ধি সম্পন্ন স্থান ছিল তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না ।
পূর্বে এস্থান যমুন নদী প্রবলরূপে প্রবাহিত হইত ; কালের
পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার ও ঘোরতর পরিবর্তন হইয়াছে ।
এস্থানের বিস্তীর্ণ পারে তখন নামক স্থানে মহারাজ প্রতাপা-
দিত্যের জাহাজ সকল নিশ্চিত হইত । এখনও প্রায় সার্বশত
স্থান, যেখানে জাহাজ সকল প্রস্তুত হইত তাহার চিহ্নাবশেষ
দেখিতে পাওয়া যায় ।

বুদ্ধিমত্তা ও শুরভার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কখন বা পদাতিক অথবা অশ্বারোহী সৈন্ত পরিচালনা করিয়া বিপক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধের অবতারণা করিতেছেন; অমিতবিক্রম বলবন্তের উদাহরণে অজুপ্রাণিত হইয়া ইশাখীর সৈন্তগণ প্রাণপণ করিয়া ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে প্রতাপাদিত্য, যুদ্ধনিপুণ অক্লিষ্টকর্মা শেনাপতিগণ সহ ইশাখীর সৈন্তগণের উপর জনবরত অগ্নিময় গোলকরাজী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, রঘু, মদন প্রভৃতি বীর পুরুষগণ প্রতাপের সম্ভাব সম্পাদনের ক্ষমতা অলপথে ও স্থলপথে স্বীয় স্বীয় বাহিনী পরিচালনা করিয়া কুপিতকৃতান্তের স্তায় শত্রুসৈন্ত সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফেরদকুলোত্তর কুটুম্বনিপুণ রুডা, নানাস্থান হইতে হিজলীর উপর লোকক্ষয়কর ভীষণ গোলক সকল নিক্ষেপ করতঃ সমূহ অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া হিজলি-বাসীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এই ঘোরতর সংগ্রামের অষ্টাদশ দিবসে হিজলিপতি ইশাখী মছন্দরা যুদ্ধ করিবার সময় গোলকাঘাতে পঞ্চ লাভ করেন। ইশাখীর পতনে তাঁহার সৈন্ত সকল হতবীর্য্য হইয়া পড়ে, এই সুযোগে প্রতাপের সৈন্ত সকল বিগুণ উৎসাহিত হইয়া বজ্রের স্তায় ভয়ঙ্কর বেগে শত্রুবাহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে মথিত দলিত ও বিজ্ঞাবিত করিতে আরম্ভ করিল। উদ্ধত বায়ু প্রভাবে পাদপদল ঘে রূপ দশা প্রাপ্ত হয় ইশাখীর সৈন্তগণ ও প্রতাপ-সৈন্ত কর্তৃক সেই দশা প্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্তগণ বিপন্ন প্রহারে প্রণীড়িত হইয়া চতুর্দিকে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিল। মহাবীর-বলবন্ত তাহাদিগকে কোনরূপে সংযত করিতে না

পারিয়া তিনি স্বয়ং কতিপয় সৈনিক সহ ও তাৎক্ষণিক সৈন্য সমুদ্রে অবগাহন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে মানবলীলা লঙ্ঘন করিয়া বীর-লোক প্রাপ্ত হইলেন। বঙ্গদেশে যৎকালে মুসলমানগণ রাজশক্তি পরিচালনা করিতেন তাঁহারা তাঁহাদিগের সেই সৌভাগ্যের দিনে হিন্দুর সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না। হিন্দুরাও আবার মুসলমান সাম্রাজ্য বা বন্ধুর স্বার্থ সংরক্ষণ জন্ত প্রাণপণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহারা জানিতেন উভয়ের স্বার্থ উভয়ের সহিত জড়িত, এ জন্ত তাঁহারা রাজনৈতিক বাপারে, পরস্পর মিলিত হইয়া, কাঁদ্য করিতেন। আবার যদি কখন হিন্দু মুসলমান এক প্রাণে মিলিত হইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তখন ইহাঁদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয়ের বিলম্ব থাকিবে না।

প্রতাপসম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করিয়া রূপরাম ও কচুরায়কে ধৃত করিয়া জন্ত চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। রূপরাম ইশাখার পুত্রের আর বিলম্ব নাই বুঝিতে পাইয়া ইতিপূর্বেই কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রতাপ কচুরায়কে হস্তগত করিতে না পারাতে অত্যন্ত দুঃখিত হন। প্রতাপাদিত্য হিজলি বিজয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে বিজয়লক্ষ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। তিনি অনতিবিলম্বে হিজলি রাজ্যের শাসন ও রাজস্ব বিষয়ক সুব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ ও তৎকার্য্য দুইজন প্রধান হিন্দুস্বচরীর হস্তে রাজ্যভার স্থাপন করিয়া স্ব-রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

প্রতাপ, হিজলি অধিপতি ইশাখাকে নিহত ও তাঁহার সৈন্যগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতঃ বিজয়বাহিনী পরি-

চালনা করিয়া স্বীয় রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । নগরবাসীরা প্রতাপের আগমম বার্তা শ্রবণ করিয়া স্থানে স্থানে বিজয় ভোজন সকল নির্মাণ এবং আপন আপন গৃহ সুশোভিত করিয়া বীরপ্রযত্ন প্রতাপের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । প্রতাপের আগমনে যশোহর সজীব হইয়া উঠিল, প্রশস্ত রাজপথ গৃহের ছাদ ও গবাক্ষ সকল লোক-পরিপূর্ণ হইল, আনন্দরোলে দিগুমণ্ডল নিনাদিত হইতে লাগিল । প্রতাপ যশোহরে পদার্পণ করিয়া সৰ্ব্ব প্রথমে ভগবতী যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিয়া নানাবিধ উপচারে অগজজননীর পূজা, বহুসংখ্যক ভ্রাতৃগণ এবং সৈন্তগণকে নানা প্রকার ঔষো পরমতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া স্বীয় স্বীয় শুণ্ডানুসারে বহুবিধ পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য, যে সময় হিজলি অধিপতিকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করেন, সেই সময় তাঁহার রাজ্যের পূর্ব প্রদেশে বিক্রমপুরের অধীশ্বর কেদাররায় চাঁদরায় নামক ভ্রাতৃত্বীয় স্মরণে বুদ্ধিগয়া প্রতাপের সহিত মিত্রতা সূত্র ছিন্ন করত স্বতন্ত্রভাবে রাজ্য শাসন করিবার জন্য বহুল সৈন্ত সংগ্রহ করেন । চার-চক্ষু প্রতাপ, কেদার রায়ের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে কিয়দংশ সৈন্ত বিক্রমপুরাভিমুখে প্রেরণ করিয়া তিনি যশোহর হইয়া পুনরায় দ্রুতবেগে বিক্রমপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তিনি অনবরত দিবানাত গমন করিয়া প্রধান সৈন্তদলের সহিত মিলিত হইয়া বিরূপ প্রণালীতে যুদ্ধ ক্রিয়া পরিচালনা করিবেন সে বিষয় সেনানীগণের সহিত মন্ত্রণা করেন । যুগপৎ চতুর্দিক হইতে অকস্মাৎ

কেদার রায়ের রাজধানী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিমোহিত করিতে, সকলেই অভিমতি প্রকাশ করিলেন। এতদনুসারে সূর্য্যাকান্ত শঙ্কর, প্রতাপ সিংহ, মদন, রঘু প্রভৃতি সেনানীগণ কেদার রায়ের রাজধানীর চতুর্দিক হঠতে আক্রমণ করিলেন। ব্যাধগণ মৃগয়াকালে অরণ্যের চতুর্দিক বেঠন করিয়া যেক্রপ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, সেইরূপ প্রতাপসৈন্য চতুর্দিক অবরোধ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রু পক্ষের কেহই সেনাজাল অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহার প্রচারতর পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুপুরীর উপর অনবরত অগ্নি গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেদার রায় প্রভৃতি ঘীরগণ প্রতাপ কড়ক অকস্মাৎ আক্রান্ত হওয়াতে বুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়েন। এরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিযোগিতায় কোন রূপে সমর্থ হইবেন না বুঝিতে পারিয়া কেদার রায় ভ্রাতা ও প্রধান প্রধান কর্মচারীগণসহ প্রতাপের নিকট সিন্ধিতে হইয়া তাঁহার চরণতলে অস্ত্র সমর্পণ করেন। প্রতাপ, কেদার রায়ের দৃষ্টাচরণ জন্ত যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া আর কণ্ঠস্বর এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না, জননী জন্মভূমির শত্রুগণকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্ত সকলের সহিত মিলিত হইবেন, স্বদেশের স্বাধীনতা চিরস্থায়ী করিবার জন্ত যে সকল মহাপ্রাণ মুসলমান বা হিন্দুগণ এক প্রাণে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মিত্রভাবে গ্রহণ করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞায় তাঁহাকে আবদ্ধ করেন। মহাবীর প্রতাপাদিত্য বিজোহানকে নির্দোষিত করিয়া কেদার রায়েকে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রতাপ পূর্ববঙ্গ হইতে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া পটুগীজ দলদম্মাদিগকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করেন। এই সকল মনুষ্য বিহীন বৈদেশিক জনদম্মাগণ দলবদ্ধ হইয়া বঙ্গোপসাগরকূলপ্রদেশে প্রবল প্রভঞ্নের আয় অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন এবং বালকবালিকা যুবক যুগতী ভেদ না করিয়া বন্দী করত স্থানান্তরে কৃতদাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহাদিগের অত্যাচার এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে প্রজাগণ ইহাদিগের আগমন কথা শ্রবণ করিলে বজ্রাহতের ন্যায় ব্যামোহিত হইয়া পড়িত এবং আত্মরক্ষার্থ দ্বী পুত্রগণকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ইহারা মগগণ অপেক্ষা প্রজাগণকে অধিকতর রূপে প্রণীড়ন করিত, মহারাজ প্রতাপাদিত্য ইহাদিগের অমানুষিক অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আরাকানাধিপতি মগরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। *

মগরাজ বঙ্গদেশ কখন আক্রমণ করিবেন না, উভয়েই পরস্পরের শত্রুকে শত্রু জ্ঞান করিবেন, উভয়েই ফিরিজি দম্মাগণকে কখনই আশ্রয় প্রদান করিবেন না এবং তাহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য সাধ্যাভ্যাসে চেষ্টা করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন। প্রতাপাদিত্য আরাকান

* বঙ্গোপসাগর কূলের অধিবাসীরা এ সময় পটুগীজগণ কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল। সাধারণ শত্রু ফিরিজিগণকে দমন করিবার জন্য রাজনাবুদ্ধ মিলিত হইয়াছিলেন এ কথা আরাকান ও এ প্রদেশের সেই সময়ের বিবরণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়।

অধিপতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ, ফিরিজিগণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ফিরিজিগণকে বঙ্গোপসাগর তুল হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই রূপে ফিরিজি আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে সুরক্ষিত করিয়া ১৫গাধিশের সহিত দৃঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হন।

উপরোক্ত সন্ধি অনুসারে রাজ্যস্থ দস্যু ফিরিজিগণ ধৃত হইতে লাগিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই দলবদ্ধ হইয়া দুর্গম নিবাস্তে যলে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সুর্যোগ ক্রমে বাহ্যিক্যপোত বা প্রজাগণের উপর পতিত হইয়া পালব অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল।

সে সময় আমাদের দেশের আপামর জন সাধারণ এ দেশ হইতে ফিরিজি জলদস্যুদিগকে নিবাসিত করিবার জন্য এক প্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জন সাধারণ কর্তৃক উহারা আক্রান্ত হুণার সহিত দর্শিত হইত। কোন প্রকার অবকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে নিবাসিত করিতে কেহই পশ্চাৎ পদ হইত না এমন কি পরম শত্রু ও পরস্পর মিলিত হইয়া ফিরিজি দমনের জন্য এক প্রাণে কার্য্য করিতেন। যে সময় দেশের জন সাধারণের জন্মে বৈরনিবাসিত স্পৃহা একরূপ বলবতী ছিল সেই সময় কারভালহো (Carvalho) নামক একজন পর্তুগীজ জলদস্যুনাশক 'চট্টগ্রাম' হইতে পলায়ন করিয়া যশোহর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধবশবতী যশোহর নগরের প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে পথিমধ্যে নিহত করে; ইহা

মৃত্যু সংবাদ ধুমঘাট স্থিত মহারাজের নিকট রাজকালে নীত হয় । কারভালহোর মৃত্যু-প্রসঙ্গে অনৈক ইয়ুরোপীয় লেখক প্রতাপাদিত্যের উপর বিশ্বাসঘাতকতা দোষ আরোপ করিয়া থাকেন ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের প্রধান প্রধান রাজস্ববর্গের সহিত সন্ধিসূত্রে মিলিত হইয়া এক্ষণে স্বতন্ত্ররূপে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন । প্রতাপ দেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া এক্ষণে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

স্বীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বীর হৃদয়ের ধর্ম নহে । উদার চরিত্র পুরুষগণ দাসত্ব প্রথার পরম শত্রু ; মনুষ্যমানুষের সাধারণ সম্পত্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই এই পরম পবিত্র মহামন্ত্র তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন ; পৃথিবীর যে কোন প্রদেশের লোক হউক না কেন তাঁহাদিগের বিশাল হৃদয় সেই পবিত্র জাতির উন্নতির জন্য সর্বদা ব্যাকুলিত হইয়া থাকে । পৃথিবীতে অপর এক সার্থপর সম্প্রদায় আছে তাহারা যদি

কোন দুরতর দুর্গম প্রদেশে অরণ্যচর পশুপ্রায় মনুষ্যকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিতে পায় তাহা হইলে তখনই কেমন করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করা যাইতে পারে কেমন করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় পেছা অনুসারে পদদলিত করা যাইতে পারে এই সকল প্রশ্নের মিমাংসার জন্ত তৎক্ষণাৎ উক্তর মস্তিষ্ক আন্দোলিত করিয়া থাকে। শেষোক্ত সম্প্রদায় সংসার মধ্যে অধিক সংখ্যক এবং ক্ষমতা-শালী এই জন্তই পৃথিবী মধ্যে এত অত্যাচার অনুদিন অনুষ্ঠিত হইতেছে ; এই জন্তই হুতিক প্রপীড়িত দরিদ্রগণ অনশনে দরিদ্রলীলা সম্বরণ করিতেছে ; এই জন্তই শান্তি পরিপূর্ণ সংসার এত অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন পর্যন্ত না এই ঈশ্বরদ্বিষ্ট পিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মনুষ্য মাত্র কৃপাণপাণি হইয়া যুদ্ধ ঘাষণা করিতেছেন, তত দিন পর্যন্ত সংসার মধ্যে সার্বভৌম শান্তি সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

মহাত্মা প্রভাপ স্বীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপন করিয়া এক্ষণে কিরূপে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতা লাভ করবে কেমন করিয়া জননী জম্মভূমি, মোগলদিগের পাশব অত্যাচার বিমুক্ত হয়, কেমন করিয়া সমধর্মাবলম্বী বঙ্গীয়গণ আপন আপন পুত্রকলত্র ধন ধাত্ত বৈদেশিকদিগের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে আপন আপন ধর্ম্মভূতান করিতে সমর্থ হয়, সর্বদা এই সকল বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীরহৃদয় প্রভাপ, শঙ্কর, হৃদ্যকান্ত প্রভৃতি তাহা পরম গোপনীয় চিন্তার ভাগগ্রাহী বন্ধুগণের নিকট হৃদয়ের দ্বার উদঘাটন করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা

করিলেন, কি উপায়ে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইতে পারে ? কি প্রকারে শত্রুপ্রায় মোগলগণকে জয়কৃষি হইতে বিতাড়িত করা যাইতে পারে ? কেমনে আবার হিন্দু বিজয় বৈজয়ন্তী সমগ্র বঙ্গের স্বাধীনতা বিধোষণা করিতে পারে ? প্রতাপ অবসন্ন হৃদয়ে পুনরায় কহিলেন ; এই সকল দুর্ব্বল চিন্তা প্রতি মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় কন্দরে বৃত্তিক দংশনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রদান করিতেছে । গো ব্রাহ্মণগণ প্রতি মুসলমানগণ দারুণ পীড়া প্রদান করিতেছে, কত শত লোক স্মৃদ্ধা হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেছে ; যখন এ সকল কথা শ্রবণ করি তখন আমি কোন রূপে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হই না । এই রাজপ্রাসাদ ও রাজভোগ্য অব্য সকল তখন হলাহলের দ্বার প্রতীরমান হয় । যে ব্যক্তি স্বজাতির দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত না হন তিনি কী মনুষ্য মধো গণ্য হইতে পারেন ? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের কি অলসভাবে অবস্থান করা উচিত । এ বিষয় আমাদিগের কি করা কর্তব্য তাহার সদ্ব্যুক্তি প্রদান করুন ।

প্রতাপ সমাবেদনাপূর্ণ হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীর ন্যায় এই সকল প্রশ্ন করিয়া নিরব হইলে, বাগ্মীবর শঙ্কর চক্রবর্তী কহিলেন, “রাজন ! যে সকল প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করিলেন, তাহা আপনার হৃদয়ে সম্পূর্ণ অম্লরূপ ; আপনার প্রশ্ন অম্লরূপ কর্তৃক সকল কার্যে পরিণত করা যে কতদূর ক্লেশসাধ্য তাহা কল্পনা করিলেও শরীর লোমাফিত হয় । এই মাতৃপুজনরূপ ঘেরতর উৎকট ভগ্নভায় ব্রতী হইতে হইলে আমাদিগকে আনাধারণ দারিদ্র্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে, এই অতুল ধন

সম্পত্তি ভাগবাসনা আপনাকে চিরকালের জন্য বিসর্জন
প্রদান করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে সমগ্ররাজ্যের দাস্তবৃত্তি
অবলম্ব করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মানবগণের মনোবৃত্তি
একীভূত করিয়া সকলকে স্বাধীনতার জন্ত উদ্বোধিত করিতে
হইবে । রাজ্য ইতিপূর্বে সুলতান দাউদ মোগলদিগের বিকট-
প্রাস হইত বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত ঘোরতর প্রযত্ন করি-
য়াও কোন স্বদেশবাসী জনসাধারণের সমবেদনা নাপাওয়াতে
তিনি এত অকৃতকার্য হইয়াছেন । মোগলগণ এক্ষণে প্রবল
পরাক্রমে উত্তর ভারতের প্রায় অধিকাংশ নৃপতিবর্গ ইত্যাদিগের
সহিত মিলিত হইয়াছেন । দিন দিন উহাদিগের শক্তি বর্ধিত
হইতেছে । এরূপ অবস্থায় উহাদিগকে পরাজয় করণা করি-
বার পূর্বে আমাদিগকে, আমাদিগের স্বদেশবাসীর হৃদয়রাজ্যের
উপর ত্রিহত ক্ষমতা বিস্তার করিতে হইবে ; অন্যথা আমরা
শত চেষ্টা করিলেও উহা দিগকে কখনই পরাজয় করিতে সমর্থ
হইব না । প্রদেশে এক্ষণে অরাজকতা পরিপূর্ণ ; উড়িষ্যা প্রদেশে
রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিবর্গ পাঠানগণের সহিত মিলিত হইয়া
অন্যত্র প্রাপ্ত হইলেই ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন ;
গোরক্ষপুর প্রদেশে শঙ্কররাম প্রভৃতি বীর পুরুষগণও ভৈরব
বিক্রমে আপনাদের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতেছেন ; বিহার প্রদেশে
রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত মোকম খাঁ-ই-কাবুলী প্রমুখ বীরগণ
মোগল শক্তির মধ্যে বিজ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া এখনও
স্বাভাবিকতা ধরে জন্ত বিপুল প্রযত্ন করিতেছেন । কুচবিহা-
রাধিপতি মোগলভীত লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলগণের সহিত
মিলিত হইলেও তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে

নির্ভর্যাসিত করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলগণের সহিত নিপুণতা পূর্বক যুদ্ধ করিতেছেন । রাজনু ! আগনার যদি বন্ধের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য অভিলাষ হইয়া থাকে তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে মোগলদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন এবং যাহারা আমাদিগের সহিত পূর্ব হইতে মিলিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পরস্পরের সহিত এখিচ করিতে হইবে, যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে উদাসীন ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া অস্ত্র ধারণ করাইতে হইবে, আর যে সকল ব্যক্তি মোগলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উদাসীনভাব ধারণ করাইতে হইবে ।” শঙ্কর, এইরূপ নানা প্রকার যুক্তি পূর্ণ বাক্য কহিয়া নিবস্ত হইলে পর, প্রতাপ তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিয়া কহেন, স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য যদি স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ অথবা ঘোরতর নরক মধ্যে চিরকাল প্রবাস করিতে হয় তাহাও আমি আফ্রাদ সহকারে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি । এই ভগ্ন ক্ষণ বিম্বসি ইহা আমরা প্রতাই প্রত্যক্ষ করিতেছি । কত কোটি মনুষ্য এই পৃথিবী মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া অনন্ত কাল-সাগরে লীন হইয়া গিয়াছে তাহার ঈর্ষ্য নাই ; আমাদিগকেও ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ইহা কব সত্য, অতএব যে কএক দিবস এই পৃথিবীতে অবস্থান করা যায় সে কএক দিবস কেন কাপুরুষসম পদদলিত হইয়া জীবন্মূর্ত্তের জায় অবস্থান করি ? স্বাধীনতার জন্য নারনারী-গণকে প্রবোধিত এবং প্রত্যেক ঘারে ঘারে কুতাঙলি পুটে ভ্রমণ করিতে হয় তাহাও আমি জীবনের প্রধান কর্তব্য

বোঝা কথিয়া তৎ সম্পাদনে যত্নশীল হইব । বহুনাথ প্রভৃতি মনীষিগণ যমরাজগতের চিন্তা রাজ্যের উপর বঙ্গীয় মস্তিষ্কের প্রতীক্ষা আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছেন ; যেমন পরম কারুণিক চতুর্দেব প্রভৃতি মহাপ্রভুগণ ধর্ম্ম জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিয়া যুগ যুগান্তরের জন্ত বঙ্গীয়গণের মুখের উজ্জলতা সম্পাদন করিয়াছেন ; অর্থাৎ প্রভৃতি অমর কবীগণ সুললিত কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত করিয়াছেন, সেইরূপ আশুন আমরা সকলে মিলিত হইয়া বঙ্গীয় বন্ধুবলেব দোষদুপ্রভাপ জগত সমক্ষে সুপ্রমাণিত করিব । এই মস্তিক জগতের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছে সেই মস্তিক কি আর রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে কুষ্ঠিত হইবে ? কখনই নহে । আশুন আমরা সকলকে জাগরিত করিয়া আত্মবিস্তার প্ররোচনা দি । পুরাকালে ঋষিগণ যেরূপ কোন বিষয়ের উদ্ভাবন করিতে হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাকীর জন্ত ধ্যান নিমগ্ন থাকিতেন, সেইরূপ কি উপায়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি তাহার উপায় আবিষ্কারের জন্ত আশুন আমরা পৃথিবীর নানা স্থানে যুবক-গণকে প্রেরণ করি । পর-প্ররিত হইলে কার্য সাধিত হইবে না যুবকগণের হৃদয়ে এরূপ কল্পব্যানিষ্ঠা বপন করুন যাহাতে তাহারা সংগ্রহীত সম্পাদন করিতে অগ্রসর হয় ।”

প্রতাপ, ঋষির প্রভৃতি বহুগণ এইরূপ নানা প্রকার কথোপ-কথনের পর তাহারা স্বর্ণ হইতে প্রিয়তর জন্মভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য মোগলদিগের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিতে স্থির সঙ্কল্প করিলেন । এজন্য মহাপ্রাজ্ঞ শঙ্কর স্রব বঙ্গের

প্রত্যেক স্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট গমন করিয়া সকলকে দেশের অবস্থা বিশেষ রূপে বুঝাইতে লাগিলেন । কি ধনী কি নিধনী কি বিদ্বান্ কি মুখ সকল শ্রেণীর লোকের ভিতর শঙ্করের অপ্রতিহত ক্ষমতা বহুমূল হইতে লাগিল । তিনি কখন উড়িষ্যার রামরাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গকে আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিতে পরামর্শ দিয়া, কতুল খাঁ ওসমান খাঁ প্রভৃতি পাঠান সেনা নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া কেমন করিয়া বঙ্গের চিরস্থায়ী স্বাধীনতা সংস্থাপন করা যাইতে পারে, কেমন করিয়া মুসলমানগণ হিন্দুগণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর হিংসা, ঘেঁষ পরিত্যাগ পূর্বক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে, এই সকল তরুণ প্রাশ্নের তত্ত্ব নির্ণয়ে সময় অতিবাহিত করিতেন । আবার কখন বিজোহী সেনা নায়কদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের কার্য্য কলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অব্যয়ন করিতেন । তিনি স্রযোগ প্রাপ্ত হইলেই সকলকে ভাবি ঘোরতর পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিতেন । এই পরিবর্তনের ফলাফল বঙ্গের জনসাধারণের উপর ন্যস্ত আছে । ইহারা মনে করিলে চির কালের জন্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এবং ইহাতে হতাদর করিলে অনন্ত কালের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হইবে ইহা সকলকে সুন্দর রূপে জ্ঞদয়ঙ্গম করান । শঙ্করকে এই সকল কার্য্য সাধনের জন্য কিছু দিবস ত্রিহৃত প্রদেশে অবস্থান করিতে হয়, তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মৈথিলীগণের জ্ঞদয়রাজ্যেব অধিষ্টর হইয়া উঠেন । তিনি এ প্রদেশে অবস্থানকালে গণ্ডকীর তটে জগজ্জননী ভগবতীর একখানি প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া-

ছিলেন * । ইহার প্রতিষ্ঠা কালে তিনি অকাতর বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণের বিশেষ রূপে প্রকার পাত্র হইল ।

শব্দকে গমনের পর হইতে প্রতাপ, সূক্ষ্মকান্ত, ঈদন, প্রতাপ সিংহ, সুপ্রভ, কড়া প্রভৃতি বিশ্বস্ত কামচারীগণকে বিভিন্ন বিভিন্ন কার্যের ভার প্রদান করেন । তাহার প্রাণপণে তাহা অত্যাধিকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কেহ দুর্গ নিষ্কাশনের ভার গ্রহণ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানে বহুসংখ্যক দুর্গ নিষ্কাশন করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ বা নানা প্রকার যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র সকল প্রস্তুত এবং বৈদেশিক বণিকদিগের নিকট হইতে আগ্নেয় অস্ত্র সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । কেহ বা প্রভুত্ব পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাজ্যের নানা স্থানের দুর্গ মধ্যে প্রেরণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা সকল প্রকার কাষ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সৈন্যগণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন, কেহ বা নূতন লোক নিযুক্ত করিয়া সেনাদল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, কেহ বা নানা প্রকার যুদ্ধ তরী নিষ্কাশন করিয়া নৌবল পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন । কেহ বা গুপ্তরূপ ধারণ করিয়া মোগল কামচারীগণের স্বভাব চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । এই রূপে কার্য্য করিতে যে কাৰ্য্যে যে ব্যক্তি কখন ত্রুটি হয় নাই তাহাতে সে ব্যক্তিও বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল । প্রতাপ অতি প্রত্নতামে শয়্যা হইতে

* একই কিসদস্তি দারভাঙ্গা প্রদেশের অন্তর্গত হাষাঘাটে শব্দর স্থাপিত মূর্তি এখনও বর্তমান আছে ।

গাত্রোখান করিয়া প্রত্যেক বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । কোন বিষয়ই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত হয় না, অতি ক্ষুদ্রতম কার্য্যও তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নিশ্চয় করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে তাঁহার রাজ্য সুস্পূর্ণ রূপে পরিবর্তিত হইল । ধুমঘাট সমরপ্রিয়তার কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল । এ প্রদেশ আগমন করিলে মন যেন স্বতঃই যুদ্ধ করিবার জন্য নৃত্য করিয়া উঠে ; কোন স্থানে বহুবিধ আয়ুধ সম্পন্ন সৈন্যগণ নানাপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোমহর্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছে, ইহা দর্শন এব বীররসোদ্দীপক রণবাদ্য শ্রবণ করিলে কাপুরুষ হৃদয়েও উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয় । কোনস্থানে শত শত ব্যক্তি যুদ্ধ আহ্বাজ প্রস্তুত করিতেছে, কোন স্থানে অদ্ভুত দর্শন মৃগয়া তুর্গ অধ্যবসায় সহকারে নিম্নিত হইতেছে ; এই সকল সম্ভাবতা ভাব দর্শন করিলে মৃত ব্যক্তিরও কার্য্য করিবার প্রবল প্ৰত্যা উজ্জেক হইয়া থাকে । জীবন্ত বঙ্গীয়গণের নিকট আজকাল এই সকল ঘটনা অবিশ্বাস যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে । যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগের হৃদয়ের দুর্বলতার সহিত পূর্বজ মহাপুরুষগণকেও তুলনা করেন, আমরা সেই সকল বিকৃত মান্তক ব্যক্তিগণকে একবার স্মরণরতন প্রদেশে গমন করিয়া কথানিশেষপ্রাপ্ত স্মৃতিচিহ্ন শেষ সকল দর্শন করিতে অনু-রোধ করি, এসকল স্থান দেখিলে এখন ও আত্মবিস্মৃতি আনয়ন করিয়া থাকে, এখনও বিষাদ ও আনন্দে হৃদয়কে উচ্ছ্বাসিত করি তোলে, যদি বঙ্গের কোন প্রধান তীর্থস্থান থাকে তাহা হইলে ইহাই সেই স্থান, এই স্থানেই সর্বপ্রথমে স্বাধীনতা সংস্থা-

পন জল্য ঐ জয়পতাকা সংরোপিত হয়, এই স্থলে হইতে বীরগণ নানাস্থানে গমন করিয়া স্বাধীনতার জল্য যুদ্ধাঙ্গ প্রজ্জ্বলিত করেন এর অবশেষে এই স্থানেই বঙ্গীয় বীরগণ স্বাধীনতার জল্য ভৈরবিক্রমে শোণিত নদী প্রবাহিত করিয়া অনন্তকাল-সাগরে সমিচ্ছিত হন।

মহাভাগ প্রতাপ, যে সময় ভাবিযুদ্ধের বিরাট জাহাজে বাতিব্যবসে সময় বীরবর শঙ্কর কোন কার্য উপলক্ষে রাজ-মহলে উপস্থিত হন, এই সময় জনৈক মুসলমান প্রপীড়িত রাজক-বিপন্ন হওয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হন। ইতিপূর্বে হইতে নীচ-প্রকৃতির মুসলমান কর্মচারীগণ শঙ্করের অসাধারণ বাগ্মতা মরলতা কার্যতৎপরতায় মুগ্ধ হইলেও তাঁহার জাতীয় ভাব উচিত বক্তব্য ও অত্যাচারী মুসলমান বিদ্বেষ জল্য তাহার তাহাকে শঙ্করের সহিত স্বগা করিতেন, তুষ্ট প্রকৃতির রাজপুরুষ গণ ইহা দমন করিবার জল্য ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেন। সেরখা নামক জনৈক মুসলমান কর্মচারী এ সময়ে রাজমহলে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি প্রথম হইতেই শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। অপরাধী, শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছে স্বগত হইয়া ইনি শঙ্করকে ভৎসনা করিয়া শীঘ্র অপ-রাধী প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে শঙ্কর অতি বিনীত ভাবে সেরখার নিকট উপস্থিত হইয়া কহেন “এ ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, এ বাহা ক্ষতি করিয়াছে আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিয়া দিব, এবার ইহাকে অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করুন”। এ কথায় সেরখা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। শঙ্করকে দণ্ড প্রদান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া

মুসলমান কৰ্মচাৰীগণ রাজকাৰ্য্যে ব্যাঘাত কৰা অপৰাধে শঙ্কৰকে বন্দী কৰিয়া কাৰাগারে প্ৰেৰণ কৰেন। শঙ্কৰেৰ কাৰাবাসেৰ কথা বিহাং বগে সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কি শক্তি কি মিত্ৰ সকলেই তাঁহাৰ কাৰাবাসে অত্যন্ত দুঃখ প্ৰকাশ কৰিতে লাগিল ; এ সময় সকলে নিরাশ হইয়া দীৰ্ঘ নিশ্বাস পৰিত্যাগ পূৰ্ব্বক কহিয়াছিল :--

শঙ্কৰ চক্ৰবৰ্ত্তীকে খেলো বাঘে,

আর মানুষ কোথায় লাগে ?

যখন শঙ্কৰ চক্ৰবৰ্ত্তীৰ জ্বায় অসাধাৰণ বাক্তিৰ একুপ দৃশ্য উপন অনা লোকের মান, সম্মান, ধন, ধৰ্ম্ম যে গমনোন্মুখ তাহাৰ আৰ আশ্চৰ্য্য কি ?

শঙ্কৰ মুসলমানদিগেৰ কূটজালে পতিত হইয়া হতবুদ্ধি হই-
বার পাত্র নহেন। যখন তিনি শুনিলেন দেশেৰ জনসাধাৰণ বাক্তি গত শক্ততা বিন্মত হইয়া সকলেই সম্মুখে তাঁহাৰ প্ৰতি হৃদয়েৰ অন্তৰ্দ্বন্দ্ব হইতে সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিতেছে, নুতন রাজপু নিয়মে সকলেই বিৰক্ত, মুসলমান কৰ্মচাৰীগণেৰ অত্যা-
চাৰে সকলেই অত্যন্ত পীড়িত, সকলেই যখন একটা পৰিবৰ্ত্তন আগ্ৰহেৰ সহিত অপেক্ষা কৰিতেছেন, তখন বুঝিলেন মুসলমান

* এই বাক্যটি এক্ষণে প্ৰবাদবাক্য মধো পৰিগণিত হইয়াছে, যখন কোন কাৰ্য্য কৰিতে স্মৃচতুৰ ব্যক্তি অকৃতকাৰ্য্য হন, তখন ইহা কথিত হইয়া থাকে। প্ৰবাদস্থ বাঘ শব্দ দেৱখাঁ বোধক। পাৰস্য ভাষায় সেৱ ব্যাক্ত জ্ঞাপক। মঞ্জীবনী হইতে “দেৱেৰ শেষবীৰ” প্ৰবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে ; লেখক ও অনেক স্থলে উক্ত কিসদস্তি কৃত হইয়াছেন।

দিগের বিচ্ছেদে অভ্যুত্থানের ইহাই প্রকৃষ্ট সময় । এই সময় বঙ্গের স্বাধীনতার জন্ত ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিলে সকলেই এই পরম পবিত্র কার্যে যোগদান করিবে, ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন ।

প্রতাপ, শঙ্কর নিয়োগে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন । যিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্ত সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর দারিদ্র্যতাবৃত অবলম্বন পূর্বক নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ সকলকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন ; যিনি প্রতাপক নরনারীর হৃদয়ের স্বাধীনতা দেবীর পরম কমনীয় মণিমাণ্ডিত করিয়া সকলকে তাহার পরম ভক্ত করিয়া তুলিয়াছেন ; যিনি অসাধারণ বাণীতায় প্রাণীমাত্রকে মুগ্ধ করিয়া রাখনার আজ্ঞাত্তবত্তী করেন । সেই মহাতেজস্বী শঙ্করকে কি প্রকারে মুসলমান জাল হইতে বহির্গত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মন্ত্রণা করেন । নানাপ্রকার তর্ক বিতর্কের পর প্রতাপ, স্থির করিলেন যে কারাগারের প্রহরীগণ অধিকাংশ হিন্দু, একজন ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রতাপ একজন কর্মচারীকে রাজমহলাভিমুখে প্রেরণ করেন । প্রতাপপ্রেরিত লোক রাজমহলে উপস্থিত হইয়া প্রহরীগণকে প্রচুরপরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করেন । একদিন অন্ধকার রাত্রিতে প্রতাপ প্রেরিত লোক শঙ্করকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া দ্রুতগামী নৌকাযোগে সন্দেহাভিমুখে পলায়ন করেন ।

পরদিন প্রাতঃকালে শঙ্করের পলায়ন কথা সেরথীর কণ-
গোচর হইল । তিনি কোথায় অধীর হইয়া কারাগার রক্ষককে
ওকতর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া শঙ্করের অনুসন্ধান জন্য চতুর্দিকে
অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন । নগর মধ্যেও প্রত্যেক
স্থল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া কোথাও শঙ্করের তত্ত্ব
প্রাপ্ত হইলেন না ক্রমে ক্রমে গ্রহরীগণও অকৃতকার্য হইয়া
প্রত্যাগমন করিল । সেরথী শঙ্করের গমনের পর চতুর্দিকে
তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করেন । যশোহর
প্রদেশ হইতে লোক সকল প্রত্যাগমন করিয়া শঙ্করের তথায়
অবস্থান এবং যুদ্ধের জন্য প্রতাপাদিত্যের বিপুল আয়োজনের
বিষয় সেরথীর নিকট নিবেদন করে । সেরথী প্রতাপের
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা অবগত হইয়া যৎপরোনাস্তি
ক্রুদ্ধ হইয়া একদল সৈন্য লইয়া ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য
বহির্গত হন ।

শঙ্কর, কারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া প্রতাপপ্রেরিত
সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া, পূর্বরক্ষিত নৌকাযোগে যশো-
হরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । অবিরাম দিবারাত্রি
নৌকা বাহিত হওয়াতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শঙ্কর জাহাজ
ঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শঙ্করের আগমন কথা শ্রবণ
করিয়া প্রতাপ, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরপুরুষগণ প্রত্যাগমন
করিয়া সমারোহের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন ।
যশোহর নগর আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । বহুদিন পরে পিতা
পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণের সমাগমে লোকে যেরূপ আনন্দিত
হয় যশোহরবাসী জনসাধারণ শঙ্করের দর্শনে সেইরূপ অনন্দিত

হইলেন । শঙ্কর বন্ধুবান্ধবসহ মিলন স্থখউপভোগ করিয়া আশু ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । শঙ্করের উপর যোগলগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন । এখনই ইহা নীরবে রহন করিবেন না । স্বৈরনিষ্ঠাতনের জন্য তাহারা সমুচিত চেষ্টা করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রতাপ, ভগ্ন ও সৈন্য সকলকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন ।

সেরখা বহুদলক সৈন্য স্বয়ং পরিচালনা করিয়া শঙ্করকে বন্দী ও প্রতাপকে দমন করিবার জন্য যশোহরাভিমুখে আগমন করেন । প্রতাপের গুপ্তচর সেরখার আগমন বাতী নিবেদন করিল, প্রতাপ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সৈন্যে সেরখার প্রত্যাগমনের জন্য বহির্গত হইলেন, দেখিতে দেখিতে সেরখার সৈন্য সমীপে পৌঁছিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল । প্রতাপ সৈন্য সেনাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ সেনাপতি নায়ক শঙ্করের অধীনে প্রদান করিয়া স্বর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ সহ তিনি অপর ভাগ গ্রহণ করিলেন । শঙ্কর প্রথমতঃ সৈন্যগণকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়া ভৈরব বিক্রমে যোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন । উভয় পক্ষের বীরগণ বিজয়লাভ বাসনায় জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন, কামান সমূহের ভীষণ শব্দে কর্ণ বিবির-প্রায় হইয়া উঠিল, অশ্ব ও সৈন্যদিগের পদ বিক্ষেপ জনিত ধূলি এবং বায়ুদের ধূমে আকাশমণ্ডল ঘোর অন্ধকার পরিপূর্ণ হইল, শঙ্কর সৈন্য যোগলবাহ ভেদ করিয়া অস্ত্রাঘাতে শত্রুগণকে ছিন্ন ছিন্ন করিতে লাগিল । যোগল সেনাপতি তাহার

পশ্চাৎ রক্ষিতসৈন্ত সকল আনয়ন করিয়া নূতন বলের সহিত শঙ্করকে আক্রমণ করিলেন, শঙ্কর পূর্ব ইঙ্গিত অনুসারে প্রতীক্ষমান পরাজিতের স্থায় নিকটস্থ জলাভূমি অভিমুখে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন । মুসলমান সেনাপতি, শঙ্করকে পলায়ন প্রবৃত্ত দেখিয়া সমস্ত সৈন্যকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ প্রদান করেন । মুসলমান সৈন্যগণ সেনাপতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিজয়োল্লাসে দ্রুতবেগে হিন্দুসৈন্য আক্রমণ করিল । মহাবীর শঙ্কর বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে অকস্মাৎ সংযত করিয়া মোগলগণকে আক্রমণ করিলেন ইহাতে বিশৃঙ্খল মোগল সৈন্য অধিকতর বিশৃঙ্খল হইল ; ইত্যবসরে পশ্চাৎভাগে লুকাইত প্রতাপ, নবীন প্রতাপে ঘোরতর পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিলেন, একে শঙ্করের অকস্মাৎ আক্রমণে মোগল সৈন্য মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আবার প্রতাপ পশ্চাৎভাগ হইতে ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় ভীষণবেগে আক্রমণ করাতে মোগলেরা বজ্রাহতের ন্যায় বুদ্ধিশূন্য হইয়া পড়িল । শুক তৃণক্ষেত্রে অগ্নিপ্রযুক্ত হইলে তাহা যেমন বায়ুসহযোগে ধীরে ধীরে বদ্ধিতাকার ধারণ করে সেইরূপ বিজয়মদোন্মত্ত সূর্য্যকান্ত, প্রতাপসিংহ, মদন প্রভৃতি বীর পরিচালিত সৈন্যগণ মোগলগণকে প্রতিপদে পরাজিত করাতে দুর্জয় হইয়া উঠিল, যে সকল মোগল অস্থারোহীসৈন্য শঙ্করসৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদিগের অধিকাংশ কর্দম নিমগ্ন হওয়াতে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে । এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন । সেরখা স্ত্রীসৈন্যগণকে পরাজিত এবং বিজয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অল্পসংখ্যক

সৈন্য লইয়া প্রাণরক্ষার্থ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করেন, এই ঘোবতর যুদ্ধে প্রতাপ মুগলমান পরিত্যক্ত যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হন, অদ্য হইতে বঙ্গের ইতিহাসের এক নূতন পরিচ্ছেদ প্রারম্ভ হইল, অদ্য হইতে পরমপবিত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষিত হইল। বঙ্গীয় ভূজবলের নিকট আজ ছুঁইব মোংগলবীর্য্য প্রতিহত হইল।

মহাশত্রু প্রতাপাদিত্য, মোংগলগণকে পরাজয় করিয়া, যে সকল রাজান্যবর্ণ মোংগলদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইলে তাহারা সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহাদিগের নিকট মোংগলসৈন্য পরাজয়বাস্তা প্রেরণ করিলেন, তাহারা সকলে প্রতাপের বিজয়লাভে পরম আনন্দিত হইয়া ভগ্নভূমির স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে ধনও শরীরের সহিত পাণিব বিধি সকল প্রতাপের অধীনে ন্যস্ত করিলেন। প্রতাপের যুদ্ধের সহিত বঙ্গের জানা স্থানে মোংগলসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সকলেই স্বীয় শক্তি অহুসারে মোংগল সম্রাটের অনিষ্ট করিতে ক্রটি করিল না। কেহ বা দিল্লীগামী মোংগল রাজকোষ লুণ্ঠন *। কেহ বা মোংগল সৈনিক নিবাসে অগ্নি প্রদান, কেহ বা সুযোগ ক্রমে অল্প সংখ্যক মোংগলসৈন্য দল আক্রমণ, কেহ বা রাস্তা ঘাট পোল প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। দেশের জন সাধারণ এক প্রাণে প্রতাপের সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান

বলা বাহুল্য প্রায় ১৭১৮ বৎসর বঙ্গদেশ হইতে এক কপর্দকও রাজস দিল্লী রাজকোষে পৌঁছে নাই।

হইল। প্রতাপ ও ইহাদিগের স্বয়ং সংরক্ষণ ইহাদিগকে
মোগল অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ এবং আবশ্যকানুসারে
নানা প্রকারে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

হিজলিপতি ইশা খাঁ মছন্দরী, প্রতাপের সহিত যুদ্ধ কালে
নিহত ও পরাজিত হইলে পর রূপরাম বন্দু, বঙ্গদেশে আশ্রয়
স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে কচুয়ায়কে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অতি-
মুখে যাত্রা করেন। বঙ্গদেশে এ সময় প্রতাপাদিত্যের
অপ্রতিহত ক্ষমতা ; কেহই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী
হইত না। বিশেষতঃ প্রবল পরাক্রম ইশাখাঁর পতনের পর
হইতে সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা
করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনার পর আবার তিনি
মোগলদিগকে অবলীলাক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করাতে
এ ধারণা সকলের অধিকতর ঘনীভূত হয়। মহাভারত যুদ্ধে
ভূতভাবন ভবানীপতি যেরূপ অর্জুনের অগ্রবর্তী হইয়া শত্রুকুল
নিঃশূল করিতেন ; সেইরূপ মহাকালী প্রতাপের বিজয় জগৎ
স্বয়ং অসি ধারণ করিয়া সেনাপতির কার্য্য করেন সকলে এইরূপ
ধারণা করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপ, যে যুদ্ধে বর্তমান

ধাক্কিতেন সে যুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও কোন রূপে বিজয় লাভে সমর্থ হইতেন না। প্রজাপের নামের বৈদ্যবিশিষ্ট শক্তি সকলকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। জন সাধারণের উপর এরূপ ক্ষমতা বিস্তার করা সাধারণ সাধনার কথা নহে।

বসন্তরায়ের কর্মচারী রূপরাম বন্দু কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া নানা প্রকার পথ ক্রেশ অতিক্রমণ পূর্বক মোগল রাজধানীতে উপস্থিত হন। রূপরাম কোন রূপে দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া প্রতাপাদিত্যের বুদ্ধি, বসন্তরায়ের মৃত্যু, কচুরায়ের উদ্ধার এবং ইশা খাঁর যুদ্ধ ও পতনের আত্মপুর্নিক সমস্ত কথা সম্রাটের সম্মুখে নিবেদন করিলেন। ইত্যবসরে বঙ্গদেশ হইতে এক জন কর্মচারী আগমন করিয়া প্রতাপাদিত্যের সন্তিত সেরখার ঘোরতর যুদ্ধ ও পরাজয় কথা নিবেদন করেন। সম্রাট এই কথা শ্রবণ করিয়া ইব্রাহিম খাঁর অধীনে বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়া প্রতাপাদিত্য বিজয়ের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন * ।

ইব্রাহিম খাঁ, নানা প্রকার উপকরণ সম্পন্ন বিপুল বাহিনী পরিচালনা করিয়া বঙ্গ দেশাভিমুখে আগমন করিতে লাগি-

The first general sent was Abram Khan whose army was nearly annihilated near the fort Mutlar (Mutlah, now Port Canning) Twenty-five other generals are stated to have been defeated in succession. Proceeding of the Asiatic Society of Bengal for December 1868.

লেন। কিছু দিন পরে তিনি যথা সময়ে রাজমহলে উপস্থিত হন। এ স্থানে কএক দিবস অবস্থান করিয়া পথ ক্রেশ দূর হইলে পুনরায় তিনি কতকগুলি নুতন সৈন্য লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম সপ্তগ্রামে সৈন্যে উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে যশোহর গমন করিতে সংকল্প করেন। এ জন্ত বহু সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ পূর্বক তাহাতে বহুল পরিমাণে খাদ্য ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য পূর্ণ করিয়া অভিজ্ঞ নাবিকগণসহ যাত্রা করেন।

চারচক্ষু প্রতাপ বহুসৈন্য পরিবৃত্ত ইব্রাহিমের আগমন কথা অবগত হইয়া রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের দুর্গ সকল সুদৃঢ়, আশ্রয় ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। প্রতাপ, বিচক্ষণ কৰ্ম্মনিপুণ ও গুপ্তচর সকল মোগল রাজ্যের চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ সকল অবগত হইতে লাগিলে। তিনি যখন শুনিলেন ইব্রাহিম খাঁ সপ্তগ্রাম হইতে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতেছেন, তখন ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া মাতলা দুর্গে সৈন্য সকল প্রেরণ করিয়া তাহা সুদৃঢ় করেন। কলিকাতার দক্ষিণ রায়গড় দুর্গের নিকট ইব্রাহিম সৈন্যের সহিত একটি ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয় *। মোগল সৈন্যের সংখ্যাাদিক্য বশতঃ বঙ্গীয়সৈন্য তাহাদিগের বিশেষ কিছু অপকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইব্রাহিম রায়গড় অবরোধ করিয়া অনবরত ভীষণ অগ্নিময় গোলকসমূহ তাহার প্রতি নিক্ষেপ কারিতে

* প্রতাপের রাজ্য মধ্যে অনেকগুলি রায়গড় দেখিতে পাওয়া যায়; উপরোক্ত রায়গড় বেহাল বড়িয়ার নিকট।

লাগিলেন । বঙ্গীয়সৈন্তগণ স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ঘোরতর বিক্রমে অবিরাম মুসলমান সৈন্যগণের উপর গোলক বর্ষণ করতে লাগিলেন । মুসলমানগণ রায়গড়, অবরোধ করি যাচ্ছে, তাপ, একথা অবগত হইয়া কমল খোজা, সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণকে মুসলমানদিগের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন । সূর্যকান্ত, কতকগুলি কথু নিপুণ, ক্রেসসহিষ্ণু অবমসানী সৈন্ত নির্বাচন করিয়া রাহযোগে দ্রুতগামী নৌকা করিয়া নিকৃদিগ মোগলসৈন্যের শিবিরের পশ্চাৎভাগে উপস্থিত হইল । নৌকা সকল সাঙ্কেতিক স্থানে রক্ষা করিয়া, সকলে কুলাস্ত্র ক্রতাস্ত্রের ন্যায় মোগল শিবির আক্রমণ করেন । অসতর্ক মোগলগণ, বঙ্গীয়গণের অকস্মাৎ আক্রমণে বিমোহিত হইয়া কণ্ঠস্বাভ্যাস শূন্য হইয়া পড়ে । বঙ্গীয় বীরগণ বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য নিহত করিয়া শত্রুশিবিরে অগ্নি প্রদান করেন । অল্পকাল মধ্যে প্রবল বায়ু সহযোগে অগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ; মোগলগণ এই আলোক সাহায্যে বঙ্গীয়গণকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়াতে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করেন । সূর্যকান্ত দেখিলেন তাঁহাদিগের অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, শত্রুসৈন্যের হৃদয়ে ঘোরতর বিভীষিকা বদ্ধমূল হইয়াছে, এক্ষণে যুদ্ধ করিলে তাহার পক্ষীয়লোক বৃথা নিহত হইবে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া সকলে পূর্ব সঙ্কেতা-নুসারে নৌকায় গমন করিয়া মাতলায় উপস্থিত হইলেন ।

সূর্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ মোগলসৈন্ত মথিত করিয়া নিবিঘ্নে গমন করার পর, ইব্রাহিম খাঁ সমস্ত সৈন্ত লইয়া রায়গড় অবরোধ করা অকর্তব্য বিবেচনা করিয়া পরদিন প্রাতঃ-

কালে কিয়দংশ সৈন্ত রায়গড় অবরোধের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্ত লইয়া মাথলা অভিমুখে গমন করেন। প্রতাপ, ইব্রাহিমের আগমনের পূর্বে হঠাৎ রুডাকে নৌসেনা এবং সূর্য্যকান্ত শঙ্কর মদনমল্ল, স্মৃণা, স্মন্দর, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি বীরগণ মধ্যে কাহাকে পদাতিক কাহাকে 'অশ্বারোহী' কাহাকে বা গজারোহী সৈন্ত পরিচালনার ভার প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ বিপুলবাহিনী পরিচালনা করিয়া মাতলাতুর্গের সন্নিকটবর্তী হইলে অকস্মাৎ দুর্গাভ্যন্তর হইতে মোগলসৈনের উপর ঝুলি বর্ষণ হইল, ইহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্কেত ; এই সঙ্কেত শব্দ শ্রবণ করিয়া রুডা নৌসেনা লইয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। যে সকল মোগলসৈন্য স্থলপথে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, তাহাদিগকে সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর প্রভৃতি সেনানীগণ ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিলেন ; যুদ্ধস্থল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, শোণিত প্রবাহে নদী আরক্তবর্ণ ধারণ করিল, কামান সমূহের মুহুঁমুহঃ ভয়ঙ্কর শব্দ, সৈন্যগণের কোলাহল এবং রণমত্ততাজনকবাদ্যধ্বনিতে স্মন্দর-বন প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়া অরণ্যচর পশুগণকেও আকুলিত করিতে লাগিল। প্রতাপ, সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর প্রভৃতি বীরপুরুষগণ যে স্থলে অতি ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ হইতেছে, সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিয়া যবন দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতিগণ কর্তৃক প্রোৎসাহিত বঙ্গীয়সৈন্য প্রবল প্রভঞ্নের ন্যায় মোগল সৈন্য মধ্যে প্রবাহিত হইল, ইহাতে মোগল সৈন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল, ইব্রাহিম বহু চেষ্টাতেও সৈন্তগণকে সংযত করিতে সমর্থ হইলেন না ; বঙ্গীয়গণের মুহুঁমুহঃ ভীষণ

আক্রমণে মোগলসৈন্য হতবীর্য হইয়া পড়িল। জয়লাভ
দূরের কথা, এক্ষণে কোনরূপে আত্মরক্ষা করা যথেষ্ট হইবে
বিবেচনা করিয়া, সকলে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন
করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুড়া প্রভৃতি বীরগণ নিপুণতা সহকারে
শত্রুসৈন্যের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন
করিতে লাগিলেন। বঙ্গইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিবসে
ইব্রাহিমের প্রায় সমস্ত সৈন্য মাতলাতুর্গের সন্নিকট বঙ্গীয় বীর
গণকর্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধে বাঙ্গালীরা যেরূপ রণ
নিপুণতা প্রদাযসায় ও নিভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ;
তাহাতে সন্দেহ হয় ইহারা যদি উপযুক্ত সেনানায়ক কর্তৃক
পরিচালিত হন তাহা হইলে ইহারা সর্ব প্রধান সমরপ্রিয়
জাতির সহিত ও যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎ পদ হন না। যাহারা
ইহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকেন বা যাহারা
ইহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়া অগত মধ্যে ঘোষণা করেন তাহারা
যে কাপুরুষ ইহাতে অনুমান সন্দেহ নাই। ইহাদিগের শান্তি-
প্রিয়তা কাপুরুষতা নহে; ইহারা উত্তেজিত হইলে সর্বস্ব
পণ করিয়া অভিষ্ট বিষয় সিদ্ধ করিয়া থাকে। ইহারা অহরহ
পদদলিত হইয়াও শত্রু উত্তেজিত হয় না ইহাই ইহাদিগের
প্রধান লক্ষ্য। নদীর গতি একদিক বদ্ধ হইলে তাহা
যেরূপ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত না হইয়া অল্প দিক দিয়া অন্ত
আকারে প্রবাহিত হয়; সেইরূপ বাঙ্গালীর সমর প্রিয়তার
উপর খড়্গাঘাত করিয়া মহাশত্রু চৈতন্য প্রভৃতি ধন্যবীর এবং
চণ্ডীদাস, বিষ্ণুদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবীগণ * তাহার

* ইহাদিগের সংখ্যা সাক্ষি শতেরও অধিক বলাবাহুল্য

স্থলে জগতের দাসত্ব, শাস্তিপ্রিয়তা, প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি রোপণ করিয়া তাহা সমস্তে বর্দ্ধিত করিয়াছেন । যদি ভগবান চৈতন্যদেব সৌম্যরূপে অবতীর্ণ না হইয়া, প্রচণ্ডরূপে শাসিত কৃপাণ হস্তে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইতেন ; অথবা বঙ্গীয় কবিগণ যদি প্রেমপূরিত শ্রুতিমধুর গীতি সকল স্মৃমধুর সুরে বীণা-সঙ্গে গান না করিয়া তাহার পরিবর্তে উচ্চৈঃস্বরে উত্তেজনা পরিপূর্ণ শ্রবণভৈরব স্বাধীনতা গীতি শিক্ষা সহযোগে গান করিতেন তাহা হইলে আজ বঙ্গের দশা অন্য রূপে দর্শিত হইত ।

প্রতাপ, মোগলসৈন্যকে মাতলা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিয়া, রায়গড়ের অবরুদ্ধ সৈন্যের সাহায্য করিবার জন্য সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি সেনানায়কগণকে প্রেরণ করিলেন । মোগল-গণ ইতি পূর্বেই ইব্রাহিমের সম্পূর্ণ পরাজয় কথা শ্রবণ করিয়া-ছেন । এরূপ অবস্থায় অল্প সৈন্য লইয়া শত্রু দেশে অবস্থান করা হিতজনক নহে বিবেচনা করিয়া তাহারা গমনের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলে, হতাবশিষ্ট ইব্রাহিম সৈন্য পলায়ন করিয়া ইহাদিগের সহিত মিলিত হন । কড়া, সূর্য্যকান্ত, কমল খোজা প্রভৃতি সেনানায়কগণ এখানেও তাহাদিগকে ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করেন । ইহারা পদে পদে পরাজিত হওয়াতে ভয় বিহ্বল হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে আরম্ভ

বঙ্গীয় জন্মের উপর ইহারা অসীম ক্ষমতা এক সময় বিস্তার করিয়া ছিলেন । বর্ত্তমান কালের বিকৃতমনা বৈদেশিক ভাবা-পর ব্যক্তিদিগের নিকট ইহাদিগের কবিতার সমাদর না থাকিলেও শিক্ষিত মধ্যে এখনও আদর দেখিতে পাওয়া যায় ।

করিলেন। প্রতাপ মোগলগণকে বিতাড়িত করিয়া বহুল পরিমাণে নান্ন প্রকার বিজয়লব্ধ গদাৰ্থ লইয়া রাজধানী যশোহর নগরে প্রত্যাগমন করেন। ইহঁর আগমনে আমন্দের সীমা রহিল না। যাহার করুণা কটাক্ষে প্রতাপ সমস্তবিজয়ী দেই জগজ্জননী মহামায়ার অতি সমারোহের সহিত পূজা হইল, আক্রমণ বিশেষরূপে পূজিত হইয়া নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। দীন দরিদ্রগণ মধ্যেও অকা-
তরে ধন বিতরণ হইতে লাগিল।

প্রতাপ মোগলগণের উপর অসামান্য বিজয়লাভ করিয়া মোগলরা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পররাজ্য আক্রমণের পক্ষে মহাভাগ প্রতাপ স্বীয় রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে যাহাতে রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না হয়, সেজন্য তিনি লক্ষ্মীকান্ত * নামক আত্মিক বুদ্ধিমান বিশ্বস্ত কন্মচারীকে রাজস্ব ও শাসন

* ভগলী জেলার অন্তর্গত গোহট্ট গোপালপুরে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁর পিতা কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়, একজন সংসার বিরক্ত ঈশ্বরানুরাগী পুরুষ ছিলেন। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনাব্যাহিত করিতে বাল্যকাল হইতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা এত দিন হইয়া উঠে নাই; কালক্রমে কামদেবের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী সন্তান প্রসব করিয়া জীবন লীলা সম্বরণ করেন। কামদেব এই নবীন শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পত্নী বিয়োগে জর্জরিত হওয়াতে কংকর্ত্তব্যবিমুঢ় এবং হৃশ্ছেদ্য মায়াপাশ ছিন্ন করিবার জগৎ অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন। একরূপ জনজ্ঞতি আছে

বিষয়ক প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মীকান্ত অত্যন্ত নিপুণতার সহিত প্রতাপের অল্পপস্থিতকালে রাজকাধ্য সম্পন্ন করিয়া প্রতাপের খ্রীতি ভাজন হন।

প্রতাপ, কালবিলম্ব না করিয়া মোগলরাজ্য আক্রমণের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে নৌবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। নদী প্রধান বঙ্গদেশে স্থলপথ অপেক্ষা নৌকাপথ অধিকতর সুবিধাজনক বিশেষতঃ যুদ্ধকালে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া স্থলপথে গমনাগমন অত্যন্ত ক্লেশকর ও সময় সাপেক্ষ; সময়ই যুদ্ধের প্রাণ, যে সেনানী যুদ্ধ কালে সময়ের সদ্যবহার করিতে পারেন তিনিই সেনাপতি পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। প্রতাপ বহুসংখ্যক স্মৃদুত

যে কামদেব এক সময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময় দৈববশাৎ গৃহের উপরি ভাগ হইতে একটি ছোটির ডব্ব তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ডিমের ভিতর হইতে ছানাটি বাহির হইল বটে কিন্তু তাহা লালাতে আবৃত থাকায় নিষ্পন্দ হইয়া রহিল; ইত্যাবসরে একটি মক্ষীকা আসিয়া ঐ লালা ভক্ষণ করিতে ছানাটি পাশমুক হইল এবং ঐ মক্ষিকা ধরিয়া ভক্ষণ করিল। কামদেব ঐ ঘটনাটি মনোযোগের সহিত দর্শন করিতে ছিলেন যখন তিনি দেখিলেন সদ্য প্রসূত শাবক জন্মগ্রহণ করিয়াই আহার প্রাপ্ত হইল তখন তাঁহার সমস্ত অঙ্ককার অপসারিত হইয়া তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি নবকুমার লক্ষ্মীকান্তকে ঈশ্বরের হস্তে শুল্ক করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কালক্রমে এই লক্ষ্মীকান্ত মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট গমন করিয়া সামান্ত কর্মে নিযুক্ত এবং স্যায় প্রতিভা বলে রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত হন। প্রতাপের

রণতরির একত্রিত করিয়া তাহাতে সকল প্রকার দ্রব্য পূর্ণ করিতে আদেশ প্রদান করেন । রণপোত সকল যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যপূর্ণ হইলে প্রতাপ শুভদিবসে বিপুলবাহিনী লইয়া মোগল রাজ্য আক্রমণে বহির্গত হন । মৃতপ্রাণ নিস্তকভাবে নৌকা সকল অল্পকাল বায়ু ভরে স্তম্ভরবনের হিঙ্গ্র জন্তু পূর্ণ বিজ্ঞান আদেশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বরিৎ অতিক্রমণ করিয়া ভাগীরথী গর্ভে পতিত হইল । এসময় হইতে তাঁহারা অতি সতর্কতার সহিত যুদ্ধের হইতে লাগিলেন । অকস্মাৎ শত্রু আক্রমণ নিবারণ এবং তাহাদিগের অবস্থানের বিষয় সংবাদ দিবার জন্য, কতক খানি দ্রুতগামী রণপোত অগ্রেও পশ্চাতে থাকিতে আদিষ্ট হইল ; প্রতাপ এই প্রকারে বিপুলবাহিনী সঙ্গে লইয়া একদিন অকস্মাৎ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন । মোগলগণকে বঙ্গদেশ হইতে বিদূরিত করাই প্রতাপের মোগলরাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য, সুতরাং যাহাতে প্রজাগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার না হয় সেই জন্ত সৈন্তগণ মধ্যে কঠোর আদেশ প্রদান করেন । মোগলগণ, প্রতাপসৈন্য কর্তৃক চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহারা অল্প

পতনের পর কামদেব জম্বুভূমি দর্শনের জন্ত একবার বঙ্গদেশে আগমন করেন সে সময় কামদেবের সহিত মানসিংহের সাক্ষাৎ হয় ; মানসিংহ, কামদেবকে সাধক বলিয়া ইতি পূর্বে হইতে অসীম সম্মান করিতেন । মানসিংহ কামদেব কর্তৃক অনুকৃত হইয়া লক্ষীকান্তের যে সকল সম্পত্তি ছিল তাহা রাজ্যান্তর্গত না করিয়া তাহাকেই প্রদান করেন । এই মহা-পুরুষই বড়োয়ার সাধারণ চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ ।

সংখ্যক হওয়াতে যুদ্ধে পরাজিত হন। প্রতাপ, সপ্তগ্রামস্থ ষাণ্ঠীয় রাজকীয়ধন লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় নাবিকগণকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।

প্রতাপের মোগল রাজ্যাক্রমণ কথা অবগত হইয়া উড়িষ্যার হিন্দু রাজন্যবর্গ ও পাঠান সেনানায়কগণ চতুর্দিক হইতে দলে দলে মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাদিগের পদভরে বঙ্গদেশ কম্পিত প্রায় হইয়া উঠিল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ মোগল সেনানীগণকে আক্রমণ করাতে ইহারা মোগলদিগের বিজাতীয় ভীতিপ্রদ হইয়া উঠেন। সেই সময় হইতে অমাদিগের দেশে কোন ভীষণযুদ্ধের হহিত তুলনা দিতে হইলে মোগল পাঠানের যুদ্ধ বলিয়া উদাহরণ দেওয়া হয়।

প্রতাপ গঙ্গাতীরের সমীপবর্তী মোগলনগর সকল আক্রমণ করিতে করিতে রাজমহলের সমীপবর্তী হন। পাঠান সেনানায়কগণ প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়া জল ও স্থল পথে চতুর্দিক দৃষ্টে রাজমহল আক্রমণ করিলেন। কএক দিবস ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল ইহাতে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না ; ইহাতে প্রতাপ অতি নিপুণতা সহকারে কামান সকল তুর্গের চতুর্দিকে সংস্থাপন করিয়া অনবরত লোক সংহারক ভীষণ অগ্নি গোলক সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মোগলগণের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল, আহাৰ্য্যাসামগ্রী ও প্রায় নিশেষ হইয়া আসিল, দুর্গ প্রাচীর ও স্থানে স্থানে ভূমিসাৎ হইল; এক্রপ ঘোরতর সঙ্কটাবস্থায় মোগলগণ আত্মসমর্পণ করিলেন ; প্রতাপ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ইহার শাশনভার ন্যস্ত করিয়া বিজয়লঙ্ক রত্নসহ পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন প্রতাপের

সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিত হইতে লাগিল ; প্রতাপের আদেশে
ক্রমে মোগলদিগের যুদ্ধতরী সকল ধ্বংস হইল । শত্রুপক্ষের
হস্তে যাগিতে নৌকা সকল পতিত না হয় সেজন্য তিনি অনেক
গুলি ধ্বংস করিয়া ফেলেন । প্রতাপ মোগলদিগকে পরাজিত
করিতে করিতে পাটনা নগরের সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন ;
ইতিপূর্বেই বিহার প্রদেশের জমীদারগণ মোগলদিগের বিরুদ্ধে
অস্ত্রধারণ করেন । তাঁহারা সুযোগ ক্রমে মোগলগণকে আক্র-
মণ করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রতাপকে বিজয়বাহিনী পরিচালনা
করিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহারাসকলে পতঙ্গপালের ন্যায় তাঁহার
সহিত মিলিত হইলেন । প্রতাপ, শঙ্কর, প্রভৃতি ধীর পুরুষগণ
বহুদিন হইতে ইহাদিগের নিকট সুপরিচিত । পূর্বে তাঁহারা
ইহাদিগের সৌম্যবেশে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে ভৈরববেশে
দেখিতে পাইলেন ; বেশের পরিবর্তন হইয়াছে বটে কিন্তু
হৃদয়ের পরিবর্তন হয় নাই ; পূর্বের ন্যায় পূর্বভাষণ, সকল
বিষয়ের উল্লেখ অথবা সন্দেহ ব্যবহারের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম
হয় নাই । প্রতাপ, ইহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পাটনা
নগর আক্রমণ করিলেন ; পাটনা, বিহার প্রদেশের রাজধানী ।
এপ্রদেশের মধ্যে ইহা মোগলদিগের প্রধান সেনানিবেশ
স্থান । প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, রঘু, সুখা, রুড়া, মদনপ্রভৃতি মহা-
বীরগণের সহিত মোগলগণকে ভৈরব বিক্রমে আক্রমণ করিলেন,
মোগলগণ পূর্বপরাক্রম স্মরণ করিয়া প্রাণপণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে
আরম্ভ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্জলিত
হইল । এই যুদ্ধে, এক পক্ষের বীরগণ আপনায় স্বাধীনতা
প্রকার জন্ত প্রভূ পরিবারবর্গকে যবনগণের বিকটগ্রাস হইতে

মুক্ত করিবার জন্য, পরমপবিত্র দেবমন্দির সকল পাষণ্ডগণের পদদলন হইতে জ্ঞাণ করিবার জন্য, ধর্ম প্রাণ হিন্দুগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অন্য পক্ষে মোগল বীরগণ তাঁহাদিগের প্রভুত্ব থকা হওয়াতে তাঁহাদিগের ভোগবিলাস দ্রব্যের হ্রাস হওয়াতে ক্ষুব্ধ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । হিন্দু সৈন্তগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধিত সিংহবিক্রমে মোগল বাহুমধ্যে প্রবেশ করিয়া শাণিত তরবারীপ্রহারে শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন, এইরূপে চতুর্দিক হইতে হিন্দুবীরগণ মোগল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া ফুলিলেন । মোগলগণ, হিন্দুবীৰ্য্য কোনরূপে সহন করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার্থ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন, এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে হিন্দুবীরগণ যেরূপ অসীমসাহসিকতা, ক্রেশসহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্ৰ-কারিতা এবং যুদ্ধনিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বীরতার ইতিহাসে নিতান্ত মূলভ নহে; জয়মদোন্মত্ত বীরগণ আবার ঘোরতর পরাক্রমের সহিত দুর্গঅবরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন । হিন্দু মুসলমান পটুগীজ সকলেই যেন নিজের প্রাধান্ত দেখাইবার জন্য বহুভাবে যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, সকলেই মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়া অসীম শৌর্য্যপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, কামান সকল অনবরত ভীষণশব্দ করিয়া গোলক উদ্‌গীর্ণ করাতে বেন প্রায়কাল সমীপবর্তী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । কএকদিবস এইরূপ সমভাবে আক্রমণ করাতে দুর্গপ্রাচীর একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে । হিন্দু বীরগণ এই অবকাশে শাণিত কুপকবলে কালান্তক ক্রুতান্তের দ্বায় ভয়ঙ্করবেশে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কণকালের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ প্রারম্ভ

হইল; পরিতের নিকট শবল প্রভজন যেরূপ প্রভিজিত হয়, সেই-
রূপ মেঘলসেনা হিন্দুসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। প্রতাপ
পাটনায়ুর্গ অধীনে আনয়ন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে নানা-
প্রকার অমূল্য দ্রব্য এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হন।
প্রতাপ কিছুদিনের জন্ত বঙ্গভূমি হইতে মোগলদিগকে বিতা-
ড়িত করিয়া ইহার শাসনভার সেই সেই প্রদেশের ভূস্বামীর
অধীনে প্রদান করিলেন, তাঁহারা ন্যায় অনুসারে রাজ্যপালন
এবং যুদ্ধকালে ক্ষমতানুসারে সৈন্য সাহায্য করিয়া প্রাণপণে
যুদ্ধ করিতেন। প্রতাপ এইরূপ শাসনব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিয়া
যেদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, গমনের পূর্বে
প্রতাপ একদিবস যেসকল বীরগণ যুদ্ধকালে সহায়তা করিবার
জন্য অধীন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট
প্রশংসা করিয়া কহিলেন “বীরগণ স্বাধীনতা সংস্থাপনজন্য
আপনারা যে এই অগণ্যপুণ্ড শোণিত প্রবাহিত করিলেন ইহার
জন্য আত্মনাদিগের অক্ষয়কীর্তি চিরকালঘোষিত হইবে, দেবতা
সকল অঙ্গনাদিগের প্রতি স্তুতিসম্বলিত হইবেন, আপনারা দেশের
গৌরব বলিয়া অভিহিত হইবেন, আপনারা অসীম অশাবদায়
সহকারে যে পঞ্চ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন ইহা যে কেবল বহু-
মানকালে লোকজন্মদেয় অল্পকর্মিত হইয়া আমাদিগের পুষ্টিসাধন
করিবে এরূপ নহে। ভবিষ্যৎকালেও আমাদিগের সন্ততিগণকে
ধর্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এইরূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে
হয় তাহা শিক্ষাদিতে থাকিবে, যে সকল স্বদেশবাসী আমা-
দিগের এই পরমপবিত্র স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে সহায়তা না
করিয়া, উদাসীনভাবে অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহারা ঘোরতর

নরকে নিমগ্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাহি, আর যেসকল কুল-
জার স্বদেশজ্যোহী ক্ষণিক স্বার্থের জন্য মোগলদিগের সহায়তা
করিয়াছেন তাহারা অনন্তকাল রৌরব নরকে অনন্ত দুঃখভোগ
করিবে এবং তাহাদিগের সন্ততিগণ ধনবান্ গুণবান্ বিদ্বান্
হইলেও পুরুষানুক্রমে তাহারা দিকৃত ভৎসিত এবং অপমা-
নিত হইবে ; জনসাধারণ তাহার সম্মুখে কহিতে অসমর্থ হইলেও
পশ্চাৎ হইতে অঙ্গুলী নির্দেশ পূর্বক কহিবে “উহার কুলাজার
পূর্বপুরুষ স্বর্গদাপি গরিয়নী জন্মভূমিকে শত্রু করে বিক্রয় করিয়া-
ছিল, ঐ পাপাত্মার ধনজন-সম্পত্তিতে দিকৃ।” মহাবীর প্রতাপ
সমাগত বীরগণকে এইরূপে উৎসাহিত করিয়া তাহাদিগের পদ
মধ্যাদা ও যোগাতানুসারে সকলকে যথেষ্ট পরিমাণে ধনপ্রদান
করেন । মহারাজ প্রতাপ, পাটনাপর্য্যন্ত অধিকার করিয়া প্রচুর
পরিমাণে নানাবিধ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা
করিলেন ।

বিজয়লাভ করিয়া গমন করিলেও প্রতাপের দৈন্যমধ্যে
কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলার লেশমাত্র নাই, পূর্বের ন্যায় নিয়মানু-
সারে সমস্ত কার্য্যসম্পন্ন হইতেছে । রণতরী সকল কখন বা অল্প
কূল বায়ুভরে কখন বা গুণযোগে চলিতে লাগিল, এই সকল
পোতসমূহ যখন তরঙ্গায়িত-নদীবক্ষে পালভরে গমন করিত, যখন
উল্লসিত মনে নাটক ও সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তম্ভুর সঙ্গীত গান
করিয়া দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিত, তখন নদীতীরে এই অপূর্ব
নৌকানগরী দেখিবার জন্য শত শত লোক একত্রিত হইয়া
অনিমেঘ নয়নে ততক্ষণ না ইহা অদৃশ্য হয় ততক্ষণ চাহিয়া
থাকিত ।

প্রতাপ কিছুদিনের মধ্যে আবার যশোহরনগরে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনে আনন্দের সীমা রহিল না। যশোহর যেন আনন্দে তাড়িত করিতে লাগিল, লোকসকল কল্পবিভাগ করিয়া জাতীয় সজ্জনসহ মিলিত হইবার জন্য যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য জাহাজ ঘাটায় অবতীর্ণ হইলেন, ইহার অবতরণের সহিত বুরুজপোতা * হইতে অনবরত তোপধ্বনি হইয়া মহারাজের আগমনবার্তা চতুর্দিকে বিঘোষিত করিতে লাগিল, মহারাজ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নক্ষত্রপথে যশোহরেশ্বরের চরণতলে শত শত স্বেচ্ছাসিদ্ধ প্রাণসহ বিজয়লক্ষ্য অত্যাশ্রুত পদার্থ দ্বারা মহামায়ার পূজা করিলেন, জগজ্জননীর পূজা সম্পন্ন করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও দ্বিজকে দান করিয়া যমঘাট ভবনে গমন করেন।

সমস্ত আকবর, বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্যের অহাখান এবং দ্বিতীয় দৌলতাবাদের পরাজয়বার্তা অবগত হইয়া অগ্নিদগ্ধ নায়ক সজ্জন নেনাপতিকে বহুল পরিমাণে রত্ননিপুণ নৈন্য প্রদান করিয়া প্রতাপ বিজয় জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। অগ্নিমণ্ডিতানাপ্রকার অগ্নিশব্দ সম্পন্ন নৈন্য লইয়া রাজধানী হইতে বহির্গত হন এবং শীঘ্রগতিতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

মোগলসৈন্য অনবরত গমন করিয়া পাটনার সমীপবর্তী হইলেন, প্রতাপ অগ্নিমের দিল্লী হইতে বহির্গমন বিষয় অবগত

* ইহার উপর কামান স্থাপিত হইত, বর্তমানকালেও ইহাও ভগ্নাবশেষ দেখিত পাওয়া যায়।

হইয়া, তিনি পাটনা, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের কৰ্মচারীগণকে, মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হইতে এবং বিনাবাধায় বঙ্গের অভ্যন্তর প্রদেশে আগমনের পথপ্রদান করিতে উপদেশ দিয়া পাঠান ।” পাটনা, রাজকৰ্মচারীগণ প্রতাপের উপদেশানুসারে আজিমের সহিত মিলিত হইলেন, আজিম প্রতীয়মান বিজয়লাভে গর্বিত হইয়া দ্রুতগতিতে আদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, পূৰ্ব্বোক্ত আদেশানুসারে রাজমহল প্রভৃতি নগরের কৰ্মচারীগণও আজিমের সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন । ইতিপূৰ্বে যে সকল স্থলের তৃণগণ ও মোগলদিগকে বাধা দিবার জন্য বজ্রবীৰ্য্য ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় সকল বিষয়ই মোগল সৈন্যের অনুকূল রূপধারণ করিল, বিনা রক্তপাতে বঙ্গদেশ করতলস্থ হইতেছে ইহাতে আজিমের উচ্চাভিলাষ, আফ্লাদ ও গন্ধের সীমা রহিল না । নদী যেমন সমুদ্রের যত সন্নিকটবর্তী হয় তাহার প্রশস্ততাও সেরূপ ততবর্ধিত হইতে থাকে, অবশেষে তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়া প্রশস্ততাও স্বায় অস্তিত্বপয্যন্ত হারাইয়া থাকে । আজিমের গতি নদীর গতিকে যথার্থরূপে অনুকরণ করিল, আজিম প্রতাপের যত সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন তাঁহাও ক্ষীণতাও ততবৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।

প্রতাপ যখন শ্রবণ করিলেন, আজিম বর্তমান কলিকাতার সন্নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকৃষ্টেগে বিশ্রাম স্থখ উপভোগ করিতেছেন, তখন তিনি একদিন নিশিথরাত্রে সমস্ত সৈন্যের সহিত মোগল শিবির আক্রমণ করেন, প্রতাপসৈন্য চতুর্দিক হইতে যুগপৎ ভৈরব বিক্রমে সিংহনাদ পরিত্যাগ

করিয়া যজ্ঞ চালনা করিতে লাগিলেন, প্রস্তুত মোগল সৈন্য
অকস্মাৎ প্রলয়কালীন গভীরগর্জ্জন শ্রবণ পূর্বক শয্যাভাগ
করিয়া স্বেদার কারণ নির্ণয়ের জন্য যেমন শিবির দ্বারে উপস্থিত
হইবে, অমনি তৎক্ষণাৎ বঙ্গসৈন্যের শাবিক রূপাণাঘাতে
বধিত হইতে লাগিল । শিবিরের চতুর্দিকে মার মার, কাট
কাট, রক্ষাকর রক্ষাকর ইত্যাদি শব্দে দিগ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইতে
লাগিল এইরূপে প্রতাপসৈন্য মহাকালের ন্যায় ক্রান্তরূপে সমস্ত
রাত্রি ক্রীড়ারূপে মোগলসৈন্য সংহার করেন । অনন্তর প্রাতঃ
কালে প্রতাপশিষ্ট পলায়নোদ্ভূত মোগলগণকে বন্দী করিলেন * ।
এই ভীষণ যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য নিহত ও
বন্দী হইল । এই লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে, যুদ্ধোপযোগী
পদার্থ নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্য প্রতাপের রাজকোষ পরি-
পূর্ণ হইল । এই অদ্ভুত বিজয়বাস্তা তড়িতগতিতে সমস্ত বঙ্গে প্রচা-
রিত হইল । আবালবৃদ্ধ বণিতার মুখে প্রতাপের মহিমা ঘোষিত

* আজিমাগমনং বার্তাং শ্রুত্বাপি ন নৃপোত্তমঃ ।

অশ্রীবৎ নিঃস্নানাদেন স্বসৈন্তঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥

নিঃস্নানং তদাত্তূর্ণ-মাজিমো হি স্থিতোযথা ।

নিঃস্নানং ঘোর যাগিন্যামাক্রম্য তৎবলং বলাং ॥

প্রাণং বিবিধানস্তান্ ন ববর্ষ মুহূর্ত্ততঃ ।

অদ্ভুতং সমরং ঘোরং কৃতোসৌ শমনোপমঃ ॥

বিংশতি সহস্র সৈন্তানী ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা ।

আজিমং পাতয়ামাস তীব্র ঘাতেন ভূতলে ॥

(প্রাচীনঘটক কারিকা ।)

হইতে লাগিল। যুদ্ধ সমাপ্তের পর প্রতাপ যুদ্ধনিহত মুনলমান শবের সৎকারের আদেশ দিয়া তিনি যশোহরাভিমুখে গমন করিলেন। পরাজিতের প্রতি কৃপা প্রদর্শন হিন্দুগণের অস্থি মজ্জাগত, প্রতাপ এই দেবচর্চাও গুণ বিহীন ছিলেন না যে সকল মোগল সেনাপতি, প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়া-
ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অতি সমারোহের সহিত সমাধিস্থ করিতেন। বর্তমান কালেও যশোহরে ও ইহার নিকটবর্তী স্থানে এই সকল আমিরগণের কবর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

দিল্লীর মহাপ্রাজ্ঞ আকবর, সেনানী আজিম খাঁ সহ সমস্ত সৈন্যের বিনাশ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত হন।
কেমন করিয়া ভারতের এই সর্বোৎকৃষ্ট প্রদেশে শান্তি সংস্থাপিত হয়, কেমন করিয়া দিন দিন বর্ধিতপ্রায় বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়, কেমন করিয়া নদী সঙ্কুল ভূগম সুন্দরবন প্রদেশ ধ্বংস করিয়া বিদ্রোহী প্রধান প্রতাপকে দণ্ডিত করা যাইতে পারে? ইহার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত দ্বাবিংশতি আমিরকে আহ্বান করেন। সম্রাট, বঙ্গের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কহেন
আপনাদিগের মধ্যে কোন বীরপুরুষ নানাপ্রকার বিপদ সঙ্কুল ভূগম বঙ্গদেশে গমনপূর্বক বিদ্রোহীগণকে সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ? কোন ব্যক্তি স্বর্ণপ্রস্থ বঙ্গভূমিতে মোগল বিজয় বৈজয়ন্তী দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে সমর্থ? আপনাদিগের মধ্যে কোনব্যক্তি মোগলশোণিত প্রবাহের প্রতিরোধ
নাইতে সমর্থ? আপনাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি মোগল সাম্রাজ্যের বিজাতীয় বিভিন্নতা বঙ্গীয় হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ? দ্বাবিংশতি আমির সকলেই বঙ্গদেশে গমন করিয়া মোগল অশ-

মানের প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন । দম্ভাট ইহাদিগের অধীনে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন ।

অমিরগণ যথাসময়ে বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া অত্যাচারের পরাক্রম প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । দেবমন্দির এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান সকল চূর্ণিত, পদদলিত ও দূষিত হইল । গৃহ সকল অগ্নিসং করিয়া নিরীহ প্রজাগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন, শত্রু পরিপূর্ণ ক্ষেত্র সকল নিপুণতার সহিত জ্বল হইতে লাগিল । এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে করিতে মোগল সৈন্য গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রতাপের রাজ্যের বাধা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । প্রতাপ ইহাদিগের আগমনবাস্তব্যা অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে উহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ব্যাধ ঘেরূপ জ্বালমধ্যে আগত জন্তুকে আগমনবাস্তব্যেই ধরিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত হইবার সময় প্রদান করে, সেইরূপ প্রতাপ নদাজানপ্রাপ্ত প্রদেশে মোগল সৈন্যের আগমনের কোনরূপ বাধা প্রদান করিলেন না ।

স্বাধীনতা আমির শত্রুরাজ্য মধ্যেও কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া যমুনার তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ভাবিগুদ্ধের কোনরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইল না । সমস্তই শান্তিপূর্ণ, একমাত্র প্রতাপ নিহত বাধিত হইলে সমস্ত ক্রেশ সমাপ্ত হইবে । গরিত আমির গণ ইহা স্থির করিয়া, প্রতাপের নিকট অসি ও শৃঙ্খলা সহ একজন দূত প্রেরণ পূর্বক যুদ্ধ কিম্বা বন্দী হইবার জন্ত আহ্বান করিলেন । দূত, আমিরগণের আদেশ অনুসারে তরবারী ও বন্ধনশৃঙ্খল

গ্রহণ করিয়া প্রতাপসমীপে উপনীত হন এবং যথাবিহিত অভিবাদন পূর্বক কহিলেন 'রাজন ! আপনার পিতৃজ্যোতিষা এবং রাজজ্যোতিষা সম্রাটের কর্ণগোচর হইতে আর থাকি নাই, এত দিবস যে আপনি আপনার এই কুৎসিত কার্য্যের ফলপ্রাপ্ত হন নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে কাল প্রাপ্ত না হইলে কেহ ফলভোগ করেনা, এক্ষণে আপনার নিয়ন্তা স্বাবিশিষ্ট আমির বহুসৈন্য পরিবৃত্ত হইয়া আপনার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই শাপিত অসিও পাশ আপনাকে প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অতিক্রি তাহা গ্রহণ করুন ।' ইহা কহিয়া দূত মৌনাবলম্বন করিলে পর প্রতাপের ইচ্ছিতানুসারে কেশবভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন 'দেখ যবন ! তুমি দূতরূপে আগমন করিয়াছ বলিয়া আজ এই শাপিত তরবারীর করাল জংঘা হইতে রক্ষা পাইলে, দূত ! তুমি শীঘ্র তোমার প্রভু সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে ঐ যে অদূবে নীলকান্ত মণিপ্রভ যমুনাঙ্গল প্রবাহিত হইতেছে দেখিতেছ, যদি তুমি ভাগ্যক্রমে যুদ্ধস্থলে বন্দী হও তাহা হইলে পুনরায় দেগিবে ইচ্ছা যবনরক্তে আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে । ইতিপূর্বে মোগল সৈন্য ও সেনাপতি যেরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে তোমাদিগের ও সে দশা পাইতে আর বিলম্ব নাই অতএব তুমি গমন করিয়া তোমার প্রভুগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে কহ' কেশবভট্ট ইত্যাদি কহিয়া দূতের নিকট হইতে অসি গ্রহণ করেন এবং তাহা চুষ্মন করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পদতলে রাখিয়া দেন ।

প্রতাপ, মন্ত্রীসভার শঙ্কর, গুহকুলগৌরব প্রধান সেনাপতি

স্বধাকার এবং অন্যান্য প্রধান কামচারীগণকে আহ্বান করিয়া
 কি প্রণালিতে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে? কি উপায় অবলম্বন
 করিলে আমাদের দৈনন্দিন্য না হইয়া শত্রুপক্ষ সমূলে নিমূল
 হয় এবং বিষয়ক নানাপ্রকার প্রশ্ন আলোচনা করিতে লাগি-
 লেন । মহাবীর শত্রুর প্রতাপের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন,
 “রাজন! শত্রুগণ বিপুল বাহিনীসহ আমাদের রাজ্য মধ্যে
 অবস্থান করিতেছে এরূপ অবস্থায় আমাদের আর নিশ্চেষ্ট
 ভাবে অবস্থান করা উচিত নহে । শত্রুগণ এক্ষণে জলাভূমি
 ও নদীতীর পরিবেষ্টিত হইয়াছে উহাদিগকে আর রাজধানীর
 সমীপবর্তী হইতে দেওয়া আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিনা,
 আমার বিবেচনামতে শত্রুপক্ষীয় নৌকা সকল ধ্বংস করিয়া
 দেওয়া উচিত, তদনন্তর যাহাতে না পলায়ন করিতে পারে তদন্ত
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হউক, সম্মুখে বর্ষা সমীপবর্তী । যে পর্যন্ত না
 বর্ষাকাল উত্তমরূপে আগমন করে সে সময় পর্যন্ত উহাদিগকে
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে নিমুক্ত রাখিতে হইবে । তারপর বর্ষাকাল
 আগমন করিলে, সমস্ত পৃথিবী উহাদিগের জন্ত দণ্ডায়মান
 হইলে কেহই উহাদিগকে যমের করালঞ্জ্ঞা হইতে রক্ষা
 করিতে পারিবে না । স্বভাবতঃই আমাদের দেশের বর্ষাকাল
 অত্যন্ত আশ্বাসজনক, তাহাতে আবার উহার অনন্ত
 স্রবতঃ শত্রুপক্ষীয় শিবির সমূহ রোগীপূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে
 সময় আমরা অল্প প্রয়াসে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে
 সমর্থ হইব । শত্রুর এইরূপ নানাপ্রকার হিতগর্ভ বাক্য কহিয়া
 নিমুক্ত হইলে সকলেই তাঁহার অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া তাঁহার
 বাক্যানুসার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

প্রতাপ সেনাপতিগণকে আহ্বান পূর্বক যুদ্ধের জন্য আজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন “স্বাধীনতা সংস্থাপন যুদ্ধে প্রত্যেক স্বদেশবাসীর সর্বস্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত । যদি এই ধর্মযুদ্ধে কোন ব্যক্তি বৃক্ষচ্ছেদন পূর্বক পথরোধ করিয়া শত্রু-সৈন্যের এক মুহূর্ত্ত সময় রোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে এক সময় এইরূপ সামান্য ঘটনার দেশের ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইতে পারে । তাই বলি বীরগণ আমাদিগের এই যুদ্ধের সহিত দেশবাসী জনসাধারণ যাহাতে এক হৃদয়ে শত্রুগণকে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয় সে বিষয়ও যেন আপনারা দৃষ্টি প্রদান করেন । আপনারা এক্ষণে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন । কোনদল রাস্তা ঘাট প্রভৃতি গমন পথ সকল রোধ করুন । কোন দল, শত্রুগণ যাহাতে বাহিরের সংবাদ প্রাপ্ত নাহয় সে বিষয় দৃষ্টি প্রদান করুন কোন দল শত্রুসৈন্যের খাদ্য প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা প্রদান করুন, কোন দল শত্রুসৈন্যের গতি বিধি সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করুন । প্রত্যেকদল যেন পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করেন । অবশ্যক হইলে তাঁহারা এক-প্রাণে মিলিত ও বিযুক্ত হন । শত্রুগণ আমাদিগের হৃদয়ের উপর অবস্থান করিয়া শোণিত শোষণ করিতেছে, একরূপ অবস্থায় সকলে ধীরভাবে প্রাণপণে কার্য্য করিতে অগ্রসর হউন ।” এইরূপ সাধারণ উপদেশ প্রদান করিয়া অক্লিষ্টকন্ধ্যা মহাবীর রুডাকে নৌসেনা পরিচালনা করিয়া শত্রুনৌকা সকল আক্রমণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । সূর্য্যকান্তকে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং সময় ক্রমে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । রঘু ও স্মৃথাকে যথাক্রমে গমনাগমন পথে এবং খাদ্য-

দ্রব্য সংগ্রহে বাধা প্রদান করিতে প্রেরণ করিলেন । এইরূপে সময়ানুগ প্রস্তুতি হইল, কখন বা বঙ্গীয় সেনাগণ মোগল গণকে পরাজয় কখন বা মোগলগণ বঙ্গীয়গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন । মোগলদিগের অধিকাংশ নৌকাবাচী খাদ্যাদি বঙ্গীয়দিগের হস্তে পতিত হইতে লাগিল । এইরূপ কিছু দিন ধরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল ইহাতে অল্প পরাজয় কোন পক্ষেই নির্ণিত হইলনা । ক্রমে বর্ষাও ঘোর-ঘনঘটা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল । বর্ষাগমনের সহিত আমিরগণের পরস্পর মতভেদ উপস্থিত হইল । কেহ কেহ শীঘ্রই যুদ্ধে পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন ; অপরপক্ষ হই চার দিবসের মধ্যেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ণিত হইবে, অন্য এক দিবসের অন্ত আমাদিগের এত ক্লেশ ও পরিশ্রম এত অর্থ কি বুঝা হইবে ? ইহা কখনই হইতে পারিবে না বলিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন ।

দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল ; অন-বরত কয়েক দিবস বৃষ্টি হওয়াতে সমস্ত দেশ জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । উন্নত প্রদেশ সকল দ্বীপাকার ধারণ করিয়া স্থলচর প্রাণী একমাত্র আবাস ভূমি হইল । নানাপ্রকার সর্প বিবাক্ত কীট, মশক, অলৌক্য প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল । অল্প মোগল-শিবির মধ্যে ধীরে ধীরে আগমন করিয়া ভৈরবমূর্তি ধারণ করিল, হুর্ভিক্ষও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া অন্তরাল হইতে উঁকি মারিতে লাগিলেন । এতাপ, মোগল-শিবিরের দুর্বস্থা অবগত হইয়া এক দিন নিঃসমস্ত সৈন্যসহ মোগলগণকে চতুর্দিক হইতে আক্রমণ

করেন, এক দিক হইতে নির্ভয়চিত্ত কড়া রণতরী হইতে মোগল
 সৈন্যের উপর অশনি, সম অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কোন দিক
 হইতে গজাকূট সৈনিকগণ কালান্তক যমের ন্যায় মহাপরাক্রমে
 মোগলবাহু ভেদ করিল; কোন দিক হইতে পদাতিকগণ
 সশস্ত্র তরসারী বিঘর্ষন করত শত্রুগণকে খণ্ডখণ্ড করিতে লাগিল
 এইরূপে চতুর্দিক হইতে অবরোধ পূর্বক মৃত্যুভয় পরিত্যাগ
 করিয়া ভয়ঙ্কররূপে যুদ্ধ হইতে লাগিল হিন্দুগণের কানী
 কালী ধ্বনির সহিত মুসলমানগণের, দীনদীন ধ্বনি মিলিত হইয়া
 দিক সকল প্রেক্ষিপ্ত হইল, লাগিল । শত্রু করতলস্থ
 হইয়াছে, এক্ষণে তাহাকে পদদলিত করিতে পারিলেই বিজয়-
 লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হন এই আশায় উৎসাহিত হইয়া
 হিন্দুগণ ঘোরতর রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এইরূপ বয়েক
 দিবস দিবারাত্র ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হওয়াতে, কয়েকজন মোগল
 সেনাপতি নিহত হন, ইহাতে তাঁহারা বিজয় বিষয়ে হতাশা হইয়া
 হতবীৰ্য হইয়া পড়েন । সেনাপতি নিহত হওয়াতে মোগলগণ
 নিকরসাহ হইয়াছে অবগত হইয়া প্রতাপ ঘোরতর পরাক্রমে
 আক্রমণ করিলেন । মোগলগণ কোনরূপেই তাহাদিগের বেগ
 রোধ করিতে পারিলেন না । বঙ্গীয় বীরগণ অনন্ত সাধারণ
 বীরতাপূর্বক প্রতি পদে পদে মোগলগণকে বিতাড়িত করিতে
 লাগিলেন, মোগলগণ জয় আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ
 পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, মোগলগণের চতুর্দিকেই বঙ্গীয়
 সেনা অবরোধ করাতে কেহই পলায়ন করিতে পারিল না সুতরাং
 হতাবশিষ্ট সকলেই বন্দী হইলেন । এই চিরস্মরণীয় যুদ্ধে
 বঙ্গীয়বীরগণ জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অসামান্য

বীরতাপকে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেরূপ ঘটনা যদি অল্প কোন বীরদেহে সংঘটিত হইত তাহাহইলে সেই বীরজাতি এই ঘোর-তরযুদ্ধে কত স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন, কতশত লেখক ইহার উপর পুস্তক প্রস্তুত করিতেন তাহার ইয়ত্তা হইতনা । যে সকল মহাপুরুষ বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন ক্ষুদ্র ঘোরতর প্রযত্ন করিয়াছিলেন, যত দিন পর্যন্ত আমরা সেই সকল দেবো-পম ব্যক্তির পূজা এবং তাঁহাদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও দারিদ্র্যের অনুকরণ না করিব ততদিন পর্যন্ত আমরা কখনই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবনা ।

যুদ্ধ জয়ের পর প্রতাপ মোগল বন্দীগণের পদানুসারে সন্মানের সহিত গ্রহণ এবং অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া বহুল পরিমাণে বিক্রয়লব্ধ ধ্রুবা সহ যশোহরাভিমুখে গমন করিলেন । মোগলগণের পরাজয়কথা সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল । বঙ্গদেশ এতদিনে মুসলমানদিগের অত্যাচার মুক্ত হইল ; আবার হিন্দুগণ ভিত্তিতে শাস্ত্রধর্ম করিতে পারিল । হিন্দুগণ পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিয়া প্রাণের সহিত প্রতাপের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় ।

মোগলরাজগৌরব মহাভাগ আকবর, যে সময় আগরা রাজধানীতে রাজ্য শস্যায় শাসিত, যে সময় কুমার খসরু, স্বীয়

মাতুল মহাবীর মানসিংহ এবং স্বপুত্র মন্ত্রীপ্রবর আজিম খাঁর * সহিত রাজ্যের শাসনদণ্ড অধিকার করিবার জন্য বড়যন্ত্র করিতে ছিলেন, সেই সময় সুদূর বঙ্গদেশে মোগল সৈন্তের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং ষাট্টিশ আশিরের নিধন সংবাদ আগরা রাজধানীতে উপস্থিত হয় । এ সময় সম্রাটের মৃত্যু আসন্নবর্তী এবং পিতা পুত্র আপন আপন ভুক্তবলে সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়াতে রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিপ্লবের পূর্ব লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছিল । প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কে কিরূপভাবে অভিনয় করিবেন, সেই সকল চিন্তায় তাঁহারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন । বঙ্গ দেশের কোন নিভৃত স্থানে মোগল সৈন্তের জয় বা পরাজয় হইল সে সকল ক্ষুদ্র চিন্তা এ সময় তাঁহাদিগের মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না ।

কালক্রমে দেবচরিত্র আকবর, মানবলীলা সম্বরণ করিলে মানসিংহ, আজিম খাঁ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধসরুকে সিংহাসনে বসাইতে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিলেন ; কুমার সেলিম পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই সকল অন্তর্বিপ্লব কিরূপে নিবারণ হয়, কিরূপে প্রবল পরাক্রান্ত মানসিংহকে হস্তগত করা যায়, কিরূপে আজিম খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারীগণ শক্ততা পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতা অবলম্বন করে এই সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রদান করেন । সম্রাট, কর্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধের বশবর্তী না হইয়া শান্ত ভাব অবলম্বন

* আজিম খাঁ ইনি আকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ।

পূৰ্বক জাহাৰ পুত্র এবং মানসিংহ প্রভৃতি কৰ্মচারীগণকে তাহাঙ্গিণের পূৰ্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া স্বীয় স্বীয় কক্ষে আগমন করিতে অনুৰোধ করেন। মানসিংহ প্রভৃতি নীরগণ, খসকর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার জাহাঙ্গীরের নিকট আগমন করিলেন। মানসিংহের অধীনে এ সময় প্রায় বিংশতি সহস্র রাজপুত সৈন্য যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত ছিল; এতদ্ব্যতীত রাজপুত জাতির উপর ইহাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা, ইনি মনে করিলে রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত করিতে পাবেন একরূপ অবস্থায় ইহাঁকে রাজধানীতে রাখা কোন রূপে মঙ্গলকর নহে বিবেচনা করিয়া সম্রাট, শ্যালককে বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য নিজ্জয়ের জন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন, ইহাতে গৃহের ও বাহ্যিকের উভয় শত্রু প্রশমিত হইবে। যদি ঘটনা ক্রমে মানসিংহ এই যুদ্ধে নিহত হন; তাহা হইলে সিংহাসন আরোহণের প্রধান শত্রু বিলা প্রয়াশে ইহলোক হইতে অপসারিত হইবে; আর যদি প্রতাপাদিত্য বিনষ্ট হয় তাহা হইলেও রাজ্যের এক জন প্রধান শত্রুর হ্রাস হইবে, অতএব আমার উভয়দিকে ঠিক সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মানসিংহকে বহুবিধ মধুর বাক্যে সম্মানিত করিয়া তাহাকে বঙ্গের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন। মানসিংহ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত সৈন্য বাতীত আরও অনেক সৈন্য লইয়া বঙ্গে শাস্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত আত্মা হইতে বহির্গত হন।

আমিরকুলের পরাজয়ের পর হইতে প্রতাপ তাঁহার উন্নতির চরম নীমাত উপনীত হন। এই সময় হইতে তিনি রাজ্য

শাসন ব্যবস্থা এবং বঙ্গের স্বাধীনতা যাহাতে দৃঢ় স্থায়ী হয় উদ্দেশ্য বিশেষ রূপে মনোযোগী হইয়াছিলেন। যাহাতে বঙ্গীয় নৃপতি ও জমীদারবৃন্দ পরস্পর হিংসাধেষ পরিত্যাগ করিয়া মিত্রতা স্বত্রে আবদ্ধ হন, যাহাতে পরস্পরে সুখে, হুঃখে সমবেদ না প্রকাশ করিতে শিক্ষা করেন, সে জন্ত তিনি বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। বঙ্গের কতকগুলি কুলদ্বারের নিকট প্রতাপের অতুল ক্ষমতা ভাল লাগিল না; এক জন কায়স্থ যুবক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে এ দৃশ্য তাঁহাদিগের চক্ষে শূল স্বরূপবিন্দু হইতে লাগিল। কেমন করিয়া এই কায়স্থ যুবকের সর্বনাশ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্ত মস্তিষ্কে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করিল। এই নারকীয় ষড়যন্ত্রে যে সকল মহাপাপী লিপ্ত ছিল, তন্মধ্যে ভবানন্দ মজুমদার সর্ব প্রধান * । প্রতাপের অগ্রে প্রতিপালিত বঙ্গের এই সকল অকালকুয়াণ্ড জননী অন্নভূমির গলদেশে কঠোর দাসত্ব পাশ পরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

* যশোহর প্রদেশে একরূপ কিম্বদন্তি যে রামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র ভবানন্দ কন্ধ্যোপলক্ষে উত্তর প্রদেশ হইতে যশোহরে আগমন করেন। যশোহর তখন উদীয়মান জনপদ, দিন দিন তাঁহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। সূচতুর ভবানন্দ কোন রূপে রাজসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ পরিবারের প্রীতি ভাজন হইবার চেষ্টা করেন। অনেকে বলেন রামচন্দ্র ও ভবানন্দ অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের অন্নগ্রহ পাত্র হন। অন্নগ্রহের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহারা ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভূমি সম্পত্তি

মহাবীর মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমনকালে রূপরাম সহ কচুরা তাঁহার সহিত মিলিত হন । প্রতাপের গৃহস্থি ও দুর্বলতা অবগত হইতে পারিবেন বলিয়া মহাবীর মানসিংহ, কচুরা প্রভৃতিকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশাভি-

প্রদান করিয়াছিলেন । এ স্থলে আমরা ক্রীষ্ট ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ মহাশয়ের Hindu Castes and Sects নামক বিচিত্র গ্রন্থ হইতে কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিল।

For a time Pratapaditya defied the great Akbar and the conquest of his Kingdom was ultimately effected by Raja Man Sing. chiefly through the treachery of Bhava Nand Majumdar, who had been in the service of Pratapaditya as a pet Baraahman boy." 183, P.

কুচুরার রাজবংশের ইতিবৃত্তের মধ্যে এই স্থানটী অত্যন্ত রহস্যময় । কাৰ্ত্তিকের বাবু উপরোক্ত কথা আদৌ স্বীকার করেন না । পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা তাঁহার কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।

“কামিনাথের অনাথিনী পত্নী,—এক জন ব্রাহ্মণ, এক জন দাস, ও একটা দাসী এবং দুই সহস্র স্ত্রবর্ণ মুদ্রা সহিত ; আন্দুলিয়ানিবাসী বাগওয়ান পরগণার জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদরের আশ্রয় লইলেন, এবং তথায় সম্মান ও সমাদর পূৰ্ণক গৃহীতা হইলেন । হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন । তিনি ঐ কামিনীকে অতি স্নহীল ভাষিয়া দুহিত্রী নিকর্ষিণে স্নেহ করিতে লাগিলেন । উক্ত রমণী গর্ভবতী ছিলেন, যথা কালে পুত্রবতী হইলেন । হরেকৃষ্ণ নবকুমারের অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া অন্নপ্রাশনের সময় তাঁহার

মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। অত্যাচার পীড়িত প্রজাগণ মোগল সৈন্তগণের আগমনবার্তা অবগত হইয়া গৃহ দ্বার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষার জন্ত দূরতর প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল *। প্রজাগণের পলায়ন জন্ত মানসিংহকে সময় সময় অশ্বের জন্ত বিশেষ ক্রেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। মানসিংহ মানব-বিহীন প্রদেশে বহুক্রেশে অতি-

নাম রামচন্দ্র রাখিলেন; এবং যথাকালে তাঁহার উপনয়ন ও বিবাহ হিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী” করিলেন এবং স্ববংশে সমাদ্ধার উপাধি ধারণ করাইলেন। রাজবংশ লেখক কান্তিকৈয় বাবু রামচন্দ্রের এইরূপে সম্পত্তি প্রাপ্তি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা পাঠকগণের হস্তে উক্ত বর্ণনা স্তম্ভ করিলাম তাঁহার ইহার সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমরাদিগের আর একটি প্রবল জনরব উল্লেখ করা উচিত। চাঁচড়ার রাজাদিগের পূর্ব পুরুষ ভবেশ্বর ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যথাক্রমে মোগল ও প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য্য করিতেন। দিল্লীস্থরের বিরুদ্ধে যখন প্রতাপ যুদ্ধ ঘোষণা করেন সেই সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপের আভ্যন্তরিক সমস্ত সংবাদ মোগল শিবিরে প্রেরণ করিতেন। বলা বাহুল্য চাঁচড়ার রাজারা এ কথা সম্পূর্ণ পেরু অস্বীকার করিয়া থাকেন।

* ততো মানসিংহো মহাপ্রসাদোহয়ং দেবন্যো-
ত্যাঙ্ক্যং শিরসি নিধায়বহ্নৈন্যবৃত্তোনিজগাম নির্গতশ্চ
যত্র যত্র বাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়নম্ চক্রিরে
রাজনাশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্ভুবুঃ ।

বালিনের মুদ্রিত দ্বিতীয় বংশাবলী চরিত ১৩ পৃষ্ঠা।

ক্রম করিয়া, অবশেষে চাপড়া গ্রাম সমীপবর্তী নদীতে টেনিয়া সহ উপস্থিত হইলেন। ইতি পূর্বেই এ প্রদেশের আপামর জন-সংসারণ মোগল বাহিনীর আগমন কথা অবগত হইয়া পলায়ন করিয়াছে; নৌকা সকল পাছে শত্রু হস্তে পতিত হয় এজন্য তাহা নিভৃত স্থানে লুকায়িত এবং জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। মানসিংহ যে সময় নদী উত্তীর্ণ হইবার উপাধ উদ্ভাবন চিন্তাক্রান্ত সেই সময় কুলাঙ্গার ভবানন্দ অতি গোপন ভাবে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হন। ভবানন্দ, মানসিংহের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট জননী জন্মভূমির জয়দেব কুঠারাস্থিত করিতে প্রতিকৃত হন এবং নৌকা ও ঐব্য সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় নারকীয় উন্নতির ভিত্তিসংস্থাপন করেন। মানসিংহ, ভবানন্দের সাহায্যে সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ হইলে পর সপ্তাহ কাল ব্যাপী ভয়ঙ্কর বৃষ্টির আরম্ভ হয়। এই প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিতে সমস্ত দেশ জলে প্রাবিত হইল। কুটিল ভবানন্দ, মানসিংহের আগমন বার্তা অবগত হইয়া, গোবিন্দদেব প্রতিমা প্রতিষ্ঠার ভাণ করিয়া ইতিপূর্বে বহুল পরিমাণে ভোজ্য ঐব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল দ্রব্য এই ঘোর দুর্দিনে মানসিংহের আতিথেয় বিনিয়োগ করিয়া তাঁহার কৃপাক্রয় করিতে লাগিলেন।

প্রত্যপ নৌবলে অত্যন্ত প্রবল; বিশেষতঃ জলযুদ্ধ নিপুণ, পটুগীজগণ অসামান্য বুদ্ধিবলে তাঁহার নৌবল চালনা করিয়া থাকেন; পূর্বের সেনাপতিগণ জলপথে গমন করিয়া সকলেই নিহত হইয়াছে; মানসিংহ এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া নৌকাপথে গমন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া একটি স্মরণস্ত

রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে যশোহরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন * । প্রতাপ পূর্বনীতি অনুসারে, পথিমধ্যে মানসিংহকে কোনরূপ বাধা প্রদান না করিয়া রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগে আগমনের পথ প্রদান করিলেন । সকল সময় এক প্রকার নীতি ফলপ্রসূ হয় না । ভবানন্দ প্রভৃতি পুরুষগণ মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে মিলিত হওয়াতে প্রতাপের নীতি জাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে । মানসিংহ, বজ্রের কুলান্দারদিগের নিকট হইতে প্রতাপের গতিবিধি অবগত হইয়া তাঁহার রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । মানসিংহ উপযুক্ত স্থানে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিয়া, প্রতাপের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন । দূত, অসি ও শৃঙ্খল সহ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভায় গমন করেন এবং সবিনয় সহকারে অভিবাদন করিয়া মানসিংহ প্রেরিত পত্র অসি ও শৃঙ্খল, সতামধ্যে স্থাপন পূর্বক স্বীয় আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন । দূত উপবিষ্ট হইলে পর কেশব ভট্ট প্রতাপের আদেশ ক্রমে জলদ গন্তীর স্বরে কহিলেন ‘দূত ! তোমার প্রভু সমীপে কহিবে মহারাজ প্রতাপাদিত্য জন্মভূমীর স্বাধীনতা সংরক্ষণ জন্য প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত প্রবাহিত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার হস্ত পদাদি দেশের কল্যাণকর কার্য্য হইতে বিরত থাকিবে

* বর্তমান কালেও এই সুপ্রশস্ত রাস্তার ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, লেখক সুন্দরবন প্রদেশে গমনকালে এই রাস্তার উপর গমন করিয়াছিলেন । এখনও ইহা বজ্রের রাস্তা বলিয়া বিখ্যাত ।

না । হোৱাজ্ঞ প্রতাপাদিত্য য়েৰূপ অনান্য আমীরগণকে
যম তু নে প্রেরণ করিয়াছেন সেইরূপ হিন্দুকুল কুলান্ধার
মানসি হকে সমরে নিহত করিয়া সমগ্র হিন্দুগণের কৃতজ্ঞতার
পাত্র হইবেন । ত্রুস্ত বিহারী মল মানসিংহের পিতামহ,
রাজপুত্ৰদিগের মধ্যে সৰ্ব্ব প্রথমে জগদ্বাসি বিক্রয়ের উদাত্তর
প্রদর্শন এবং সম্রাট আকবরের নিকট আগমন করিয়া স্বীয়
কন্যা প্রদান করেন; এই তুরাচারীরা অমরকীৰ্ত্তি রাজপুত্ৰদিগের
পবিত্র স্বর্গে ত্রুপনের কলঙ্ক আরোপ করেন । ইহার পুত্র এবং
তোমার প্রভুর পিতা ভগবান দাস স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া
কুমার মলিমের চিত্ত বিনোদন করেন, তোমার প্রভুর পূৰ্ব্ব
পুরুষের পুরুষানুক্রমে যবনগণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জগদ্বাসি
ভূমির স্বাধীনতা বিধ্বংস করিয়া আনিতেছে । এই যবন
বিক্রীস্বরীর পিশাচের অগণিত পুত্ৰগণ * য়েৰূপ আমা-
দিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে সেইরূপ ইহাকেও
আমরা যম সদনে প্রেরণ করিয়া ইহাদিগের দুৰ্দ্ধৰ্ম্মের ক্রিয়
পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব । ভারতের শত্রুগণ ভারতের
যে সকল অনিষ্ট সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইয়াছেন এই
সকল দুৰ্দ্ধৰ্ম্মী পাণ্ডিগণ কণবিন্ধংসি স্মৃথের জন্য তাহা

* মহাবল মানসিংহের পঞ্চদশ শতাব্দী ছিল প্রত্যেকের
গৰ্ভে চইয়া দুই তিনিটি সম্ভান উৎপন্ন হয় ইহাদিগের অধিকাংশ
বঙ্গদেশে নিহত হন । ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে
ইনি পঞ্চালাভ করেন এবং ইহার সহিত ৬০ জন স্ত্রী সহযুতা
হয় । একমাত্র স্ত্রীবিত পুত্র ভাওসিংহ বর্তমান ছিলেন ।

সম্পন্ন করিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য ঘোরতর ব্রত অবলম্বন করিয়াছি তখন এই সকল স্বদেশভ্রোহী স্বাধীনতার জাত শত্রুগণকে সমূলে নিশ্চূল করিতে ক্ষণ বিলম্ব করিব না এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র” বাগ্মীবর কেশব ভট্ট এই সকল উদ্দীপনাপূর্ণ কথা কহিয়া অসি চুম্বন করতঃ প্রতাপের পাদদেশে স্থাপন করেন। মানসিংহ প্রেরিত দূত প্রতাপ সভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া যথাযথ সমস্ত কথা প্রভু সমীপে নিবেদন করিলেন।

মানসিংহ, কচুরায় এবং প্রধান প্রধান কর্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। মানসিংহের আদেশ শ্রবণ করিয়া বৈরনির্ধাতনাকামী কচুরায় বিনীতভাবে কহিলেন “রাজন! বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যের সহিত একটু বিশেষ বিবেচনার সহিত যুদ্ধ করিবেন ইনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী আমিরবিজয়ে উদ্দীপ্ত এবং অবসরজঃ সত্য বটে আপনি নানাস্থানে অনন্তদাধারণ জয়লাভ করিয়াছেন কিন্তু আমি বিবেচনা করি ইহার স্তায় প্রবল প্রতিদ্বন্দীর সম্মুখীন কুহাপিও হন নাই। ইনি অতি সামান্ত অবস্থা হইতে স্বীয় অসাধারণ তুজবলে একপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ইহাতে ইহার অভিজ্ঞতাই প্রকটিত হয়। ইনি এক্ষণে বঙ্গদেশের একমাত্র নেতা বলিলেও অত্যাক্তি হয়না। ইনি যে সকল বিশ্বস্ত, প্রভুকার্যতৎপর কর্মচারীগণ পরিবেষ্টিত আছেন তাঁহারা সকলেই অমিতসাহসী অক্লিষ্টকন্ধ্যা যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ এবং জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ প্রদানেও কুণ্ঠিত নহে। দৈবানুগৃহীত প্রতাপ মহামাহার

বরপুত্র বলিয়া সকলের নিকট অভিহিত হন । জনসাধারণের
 হৃদয়ে ইহার অসীম ক্মতা, অতএব আমার শ্বিনীত নিবেদন
 আপন একটু বিশেষ নিপুণতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন ।
 অদূরবর্তী যশোহর পুরী লক্ষ্য ন্যায় সুরক্ষিত, ইহার চতুর্দিকে
 দুর্গ ও দুস্তর যমুনাবেষ্টিত হওয়াতে শত্রুগণের পক্ষে অত্যন্ত
 দুর্গম ইয়াছে ; দুর্গপ্রাকার কামান শ্রেণীদ্বারা সুশোভিত
 হওয়াতে ইহাকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছে ; রাজন ঐ যে পূর্ব-
 দিকে বিস্তৃত রণক্ষেত্রের উপযোগী ভূমি দেখিতে পাইতেছেন
 উহার প্রদেশে স্ফুট করিয়া প্রচুর পরিমাণে বারুদ রক্ষিত
 হইয়াছে । অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে এখানে উপস্থিত হইলে
 সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ইহা বলা বাহুল্যমাত্র । এই
 রূপ ইহার উত্তরদিকে ক্রোশ পরিমিত ভূমির নিম্নদেশে স্থানে
 স্থানে স্ফুট পরিমাণে বারুদ রক্ষিত হইয়াছে ; দুর্গের দক্ষিণ-
 দিকে সীমমাংশাহারী দুর্জয় পার্শ্বত্যা সৈন্য সকল অবস্থান
 করিতেছে । কুটুম্বপ্রিয় ফিরিসি সৈন্যগণ অহরহ সতর্কতার
 সহিত যশোহর রক্ষা করিতেছে । ইহার পশ্চিম দ্বারে গজারোহ
 সৈন্য, উত্তরদ্বারে পদাতিক ও অশ্বরোহী সৈন্য, দক্ষিণদিকে
 বঙ্গীয় বীরগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নানাপ্রকার
 আয়ুধসম্পন্ন হইয়া সর্বদা যুদ্ধ সজ্জায় অবস্থান করিতেছে ।
 মানসিংহ কচুরায়ের নিকট যশোহর দুর্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ
 অবগত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ।
 মহাবীর মানসিংহ নিপুণতা সহকারে বাহ রচনা করিয়া দক্ষিণ
 দিকে অশ্বরোহী ও পদাতিক সৈন্য বাম দিকে গোলন্দাজগণ
 সম্মুখে গজারোহী সৈন্য সংস্থাপন করিলেন, পশ্চাৎ ভাগে

আমীরগণ পরিবেষ্টিত বহু সংখ্যক সৈন্য রক্ষা করিয়া স্বয়ং সকলের অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রারম্ভ করিলেন । মানসিংহের সৈন্যগণ কখন মানসিংহের জয় কখন দিল্লীখবরের জয় শব্দে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিতে লাগিল ।

মহাবীর, প্রতাপ মহাশক্তির উদ্বোধন পূর্বক জনগণ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া শত্রু বিজয়ের জন্ত মজ্জীগণকে আহ্বান করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজয় লক্ষী তাঁহাদিগের অঙ্গগতা হয়, কি, উপায়ে জ্ঞাতিসহ মানসিংহকে পরাভব করা যাঠিতে পারে ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । শত্রুর সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণ সকলে এক বাক্যে কহিলেন, “এবার আমরা দিগকে অস্ত্র প্রকার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । কচুরায় প্রভৃতি আপনার জ্ঞাতিবর্গ মানসিংহের সহিত মিলিত হইয়া পক্ষ শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে, আগমন করিয়াছে শুনিতেছি ইহার সহিত আরও কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়াছে । নদী তটে মানসিংহ যৎকালে খাদ্যদ্রব্য ও নৌকা অভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিলেন, যখন ঘোরতর বৃষ্টির সময় প্রাণীকুল আকুলিত হইয়াছিল, সেই বিপদ সময়ে শুনিতেছি, ভবানন্দ খাদ্যদ্রব্য নৌকাও আশ্রয় প্রদান করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমরা দিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ; যখন বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশজোহী, স্বদেশ-বাসীগণ পরাধীন হইবার জন্য শত্রুদিগের সাহায্য করিতেছে, যখন কুলদ্বারগণ শত্রুপদতলে জননী জন্মভূমিকে বলিপ্রদান করিবার জন্ত বন্ধপরিকর হইয়াছে, তখন আমরা দিগকে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া, ঘোরতর বিক্রমে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিতে

হইবে, আমাদিগকে এক্ষণে গৃহও বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা
করিয়া কার্য্য করিতে হইবে” শব্দর প্রমুখ বীরগণ এই সকল কথা
কহিলে পর প্রতাপ, সেনাপতিগণকে শত্রুবাহু আক্রমণ করিতে
আদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ প্রতাপের আদেশ অনুসারে
মহাবীর শব্দর, সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, পূৰ্ব্বদেশীয় সেনাপতি
রঘু, সুরঙ্গপতি কুড়া, গুপ্তসেনাপতি সুখা, চালীপতি মদন,
রাজকুমার উদয়াদিত্য, যুদ্ধপ্রিয় প্রতাপসিংহ প্রভৃতি বীরগণ
বহুল সৈন্য পবিচালনা করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ
করিলে, উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। বঙ্গীয় বীরগণ
চতুর্দিক হইতে মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে উভয়
পক্ষের বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া বিজয় লাভের জন্য
পরস্পরের উপর শাণিত তরবারী প্রহার করিতে লাগিল,
শোণিত প্রবাহে পৃথিবী পঙ্কিল হইয়া উঠিল ; এইরূপ কয়েক
দিবস উভয়পক্ষে ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ইহাতে
পটুগীজ সেনাপতি কুড়া, লোমহর্ষণ যুদ্ধকালে মানসিংহের দশজন
আমিরকে নিহত করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যবধ করেন, উভয়পক্ষই
বিজিত হইয়া অমিত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন
জয় পরাজয় কোনপক্ষেই নির্দ্ধারিত হইল না, এইরূপ কয়েক
দিবস যুদ্ধ হইলে মহাবীর প্রতাপাদিত্য, ভক্তিভাবে ভগবতীর
পূজা করিয়া, অতিপ্রত্যাষে সেনাপতিগণ সহ-সৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইলেন, বাগ্মীবর শব্দর যুবুৎসু সৈন্যগণকে নমোদন
করিয়া, কহিলেন, “বীরগণ আমরা এক্ষণে জয়পরাজয় নামক
দুইটি রাস্তায় নিক্ষিপ্ত দণ্ডায়মান, একদিকের রাস্তায় শত্রু সৈন্য
বিমর্দিত করিয়া স্বাধীনতার শান্তিনিকেতনে উপনীত হওয়া যায়

অন্যদিকের রাস্তায় গমন করিলে শত্রুকর্তৃক বিমর্দিত হইয়া পরাধীনতার চিরতঃখডবনে উপস্থিত হইতে হয়, এক্ষণে আপনারা কোন রাস্তায় গমন করিবেন ? যদি আপনারা পুত্র কল-
ত্রে চিরস্থখের জন্য জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করেন তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই জয়লাভ কবিবেন, ইহাতে আপনারা ইহলোক ও পরলোকে বিমলকীর্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, আর যদি আপনারা কাতরতাপূর্বক যুদ্ধ বিমুখ হন তাহা হইলে আপনারা শত্রুগণকর্তৃক পশুর ন্যায় নিহত হইবেন এবং আপনাদিগের বহুক্লেশ সম্পাদিত কীর্তিসকল চিরকালের জন্ত ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন বিস্মৃতিগারে নিমজ্জিত হইবে। বীরগণ ! আপনারা যে বহুদিন হইতে ক্রোশে যবন-
গণকে যুদ্ধস্থলে মথিত, বাধিত ও নিহত করিয়া স্বাধীনতা সংস্থাপন করিলেন, তাহা কি আমরাগের ভীকৃতার জন্ত বিফল হইবে ? কখনই নহে, ঐ দেখুন ভগবতী আমরাগের সহায়তার জন্য কৃতান্তের ন্যায় অসিনিকাবিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, আপনারা একবার প্রাণপণে যুদ্ধ করুন অদ্যই আমরা শত্রুগণের উপর চিরস্মরণীয় বিজয়লাভে সমর্থ হইব।” এই বলিয়া শত্রুর সৈন্তগণসহ শত্রুসৈন্যের মধ্যে বজ্রের স্থায় ভয়ঙ্করবেগে
'ভৈরবনাদ করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন, এইরূপ সূৰ্য্যকান্ত, রঘু, মদন, উদয়াদিত্য প্রভৃতি সেনানায়কগণ সকলেই আপন আপন সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া অদ্ভুত বিক্রমে মান-
সিংহকে আক্রমণ করিলেন ; কামানরাজীর অবিরাম অগ্নিবর্ণ গোলোকোদ্যমেরে রণস্থল ভয়ঙ্কর এবং ঘোরতর ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, আশ্বেয় অঙ্গসমূহের শ্রবণ ভৈরব গর্জনে, রণবাদ্য এবং

যোদ্ধাগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণীগণের বিভী-
ষিকা উৎপন্ন করিতে লাগিল । হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির অজস্র
শোণিতপাতে মেদিনী কন্দমাস্ত হইল ; এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে
যোদ্ধাগণের ও ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়ে । শত্ৰুর
প্রভৃতি বীরগণ অবিচলিতচিত্তে অতি নিপুণতার সহিত সৈন্য-
গণকে উৎসাহিত করিয়া, মানসিংহের দুর্বলপক্ষ আক্রমণ এবং
স্বীয় পক্ষের অসংযত সৈন্যগণকে সংযত করিতে লাগিলেন ।
এইরূপে সমস্ত দিবা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বেলা অবসানের
সময় কৃতকগুলি নূতন সৈন্য লইয়া ভীষণ পরাক্রমে সূর্য্যকান্ত
প্রভৃতি বীরগণ মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন । শত্ৰুর
সমবেত সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'বীরগণ ঐ
দেখ অশ্বাদিগের যুদ্ধ সহচরগণ কিরূপ ভৈরব বিক্রমে যুদ্ধ
করিতেছেন, সমুদ্রের ভীষণ আলোড়নে বৃক্ষ সকল যেরূপ
ছিन्नভিন্ন হইয়া যায় সেইরূপ ইহাদিগের প্রবল পরাক্রমে যবন
সৈন্য নিপদ্যস্ত হইয়া যাইতেছে । বীরগণ ! এই অবকাশে
যবনগণকে আক্রমণ করিলে প্রবল প্রভঞ্নের নিকট যেরূপ
জলদ জল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ
শত্রুগণ প্রাণ রক্ষার্থ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে
পলায়ন করিবে ; অতএব বীরগণ এরূপ সুযোগ বুঝা কাটাই-
বার সময় নহে, এই বলিয়া শত্ৰুর প্রভৃতি সেনানীগণ
মহাক্রান্তের ছায় যবন সৈন্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ;
যে সকল যুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল তাহারা অধিকতর উৎসাহের
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল । মানসিংহের সৈন্তগণ সমস্ত
দিবস যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে তাহাতে আবার

নুতন সৈন্যের আক্রমণে একেবারে বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িল, প্রবল বায়ু বৃক্ষাদিকে যেরূপ সমূলে উৎপাটিত করে সেইরূপ প্রতাপ সৈন্য মোগল সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রলয়কর যুদ্ধে মানসিংহের সৈন্যগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। মানসিংহ সৈন্যগণকে গজ পদদলিত দেখিয়া জীবন ও জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া অসামান্য নিপুণতা সহকারে পরাজিত সৈন্যগণকে কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দিবসের যুদ্ধপরিশ্রান্ত সৈন্যগণ পশ্চাৎ হইতে বারম্বার প্রতাপ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। একে ণাত্রিকাল তাহাতে ঘোরতর অন্ধকার যুক্ত হওয়াতে সৈন্যগণকে অধিকতর ক্রেশ প্রদান করিতে লাগিল। মানসিংহ পাঁচ কোশ দূরে পলায়ন করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্তবরাং ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া সৈন্যগণসহ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপ, সৈন্যগণসহ মানসিংহকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন। আবার রণ বন্দা ও কামান গর্জনে চতুর্দিক কম্পিত করিয়া তুলিল, মানসিংহ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর নিপুণতার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন পূর্ব দিবস অপেক্ষা অদ্যকার যুদ্ধ অধিকতর ভয়ঙ্কর রূপে প্রজ্জ্বলিত হইল; এই ঘোরতর যুদ্ধে মহাবীর রঘু, মাধু, আদি সেনাপতিগণসহ বহু সংখ্যক সৈন্যকে নিহত করিয়া বীর লোক প্রাপ্ত হন।

মানসিংহ, দিন দিন তাঁহার সৈন্য সকল নিহত হইতেছে এবং

প্রত্যেকে পরাজয় সহজ কার্য্য নহে বুঝিতে পারিয়া প্রধান প্রধান কর্মচারী এবং রাজবরায়, ভবানন্দ মজুমদার, প্রভৃতি স্বদেশীয় নর পিশাচগণকে আশ্বাসন করিয়া কহেন, “আমি কাবুল আদি অনেক দেশ জয় করিয়াছি কিন্তু কোথাও এরূপ ভাবে পরাজিত হই নাই ; আমার পরাক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইয়াছে, কিন্তু আজ আমাকে প্রতাপের পরাক্রম দেখিয়া কম্পিত হইতে হইয়াছে । সম্রাট, আমার মৃত্যুর জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন, এদেশ হইতে পরাজিত হইয়া সম্রাটসমীপে গমন করিলে কখনই তাঁহার ক্রোধানল হইতে মুক্তি পাইব না, মহাবীরা আবুল ফজলকে তিনি যেরূপ ঘাতক হস্তে মিত করিয়াছেন, মহাবীর সেরগাঁকে যেরূপ নৃশংসতা-সহকারে হত্যা করিয়াছেন, তাহা ভুবন বিদিত এরূপ কঠোর অবস্থান কি প্রকার কার্য্য করিলে উভয়দিকে হিতসাধিত হয় আমাকে সেইরূপ পরামর্শ প্রদান করুন । স্বদেশদ্রোহী কচুরায় সর্ব্বাঙ্গে নুক্তকণ্ঠে কহিলেন । “মহাভাগ ! বিজয় আপনার অক্ষগত প্রায় এরূপ সময়ে যদি আপনি একটু ক্রেশ স্নীকার করিয়া ইহার ফলভোগ না করেন তাহাহইলে বুঝিলাম বীরধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, আমি গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যশোহরী অধিষ্ঠাত্রীদেবী, প্রতাপের উপর বমুখ হইয়াছেন, ভগবান স্বামীচন্দ্র লঙ্কাসমরে ভগবতার উদ্বোধন করিয়া বানর চমু মন্যে যেরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও মহামায়া পূজা করিয়া সৈন্যগণ সন্মুখে বল প্রদান করুন ; ইহাতে কেবল অচিরকাল মধ্যে আপনার অভীষ্ট সাধিত হইবে । রাজন্ ! আপনি যদি এই হ্রস্ব পিতৃহস্তার

সমুচিত দণ্ড বিধান না করেন তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিবে ?” ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা কহিলে কেহ কেহ তাঁহার বাক্য অল্পমোদন করিলেন। মানসিংহ, কচুরায়েয় উপদেশানুসারে অতি সমারোহের সহিত ভগবতীর অর্চনা করিয়া সৈন্ত মধ্যে এরূপ জনরব প্রচার করিলেন যে “ভক্তবৎসল ভগবতী, মানসিংহের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া প্রতাপের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে প্রতাপকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না ইত্যাদি নানাপ্রকার কথা প্রচার করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। মানসিংহ সৈন্তগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া যুদ্ধের জন্ত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপ, মানসিংহের সৈন্তগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেনাপতিগণকে চতুর্দিক হইতে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সূর্য্যকান্ত, মদন, সুখা, রুড়া এবং উনবিংশতি বৎসর বয়স্ক কুমার উদয়াদিত্য আপন আপন সৈন্যগণকে পরমোৎসাহিত করিয়া বিজয় লাভের জন্ত শত্রুব্যূহে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যুভয় বিরহিত মানসিংহ সৈন্তগণকে সঙ্কোচন করিয়া কহিলেন “অদ্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অভিনীত হইবে, শত্রুপক্ষ পরাজয় না করিয়া আমি রণস্থল পরিত্যাগ করিব না, অদ্যকার ভীষণ পরীক্ষায় যদি আমরা উত্তীর্ণ হই তাহা হইলে এই নানা রত্ন-পরিপূর্ণ বঙ্গদেশ আমাদিগের পদদলিত হইবে ; অতএব বীরগণ তোমরা যে প্রকার বীরতা পূর্ব্বক আফগানগণকে পরাজিত করিয়াছ সেইরূপ বীৰ্য্যবলে বঙ্গীয়গণকে পরাজয় কর,” এই বলিয়া মানসিংহ, কৃষ্ণতকেশ হাবসী, উন্নত, শরীর রাজপুত এবং

অতীত : মোগলগণকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন । দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ প্রজ্জ্বলিত হইল উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষিপ্তকারিতা সহকারে আগ্রয়ে অস্ত্র সকল ব্যবহার করিতে লাগিল, সৈন্যগণের পদোদ্ধিত ধূলি পটলে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল ; যুদ্ধমদোদ্ধত বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোরতর রূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । মহাবীর সূর্য্যকান্ত অন্যান্যসাধারণ বীরতাপূর্ব্বক মানসিংহের বাহ ভেদ করিয়া সৈন্যগণকে ছিন্নভিন্ন, দলিত, মথিত করিতে আরম্ভ করিলেন । সমীরণ যেরূপ ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বারিষি বরিষি অলোড়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যকান্ত মানসিংহের সৈন্যগণকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিলেন । উত্তাল তরঙ্গাকুলিত যুদ্ধ ভীষণ মুখব্যদান করিয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্ত যেরূপ গভীর গর্জন করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ মানসিংহ সৈন্যগণের বজ্রীয় সৈন্যগণকে ধ্বংস করিবার জন্ত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মানসিংহের সৈন্যগণের সহিত সূর্য্যকান্তের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মোগলসৈন্যগণ সূর্য্যকান্তের চতুর্দিক আচ্ছাদিত করিল, সূর্য্যকান্ত আপনাকে যবন পরিবেষ্টিত দেখিয়া অলৌকিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবল দাবানল ইন্ধন বিহীন হইয়া যেরূপ নিস্তেজ হইয়া আসিলে সেইরূপ সূর্য্যকান্তের সৈন্যগণ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল ; মহাবীর উদয়াদিত্য, সেনাপতি সূর্য্যকান্তকে বিবিধ সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া সৈন্যগণ সহ তাঁহার সাহায্যের জন্য গমন করিতে লাগিলেন, মহাবীর মানসিংহ উদয়াদিত্যকে সূর্য্যকান্তের সাহায্যের জন্য আগমন করিতে দেখিয়া

କତକଂଗୁଳି ସୈନାକେ ଡାହାଣ ଅବରୋଧେର ଜନ୍ୟ ଫ୍ରେରଣ କରିয়া
 ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତେର ନିଧନ ଜନ୍ୟ ଅପର କତକଂଗୁଳି ସୈନ୍ୟା ଫ୍ରେରଣ କରି-
 ଲେନ । ମାନସିଂହ ଶ୍ରୀମତ ସୈନ୍ୟାଗଣ ବିପୁଳ ପରାକ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତକେ
 ଆକ୍ରମଣ କରିଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଇହାଦିଗକେ କୋନରୁପେ ରୋଧ କରିତେ
 ମର୍ମର୍ ହଟିଲେନ ନା ତିନି ମହାରୁଝେର ନ୍ୟାୟ ରଣସ୍ଥଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରା-
 କ୍ରମ ଶ୍ରକାଶ କରିୟା ଶୀରଗତୀ ଶ୍ରାଂଶ୍ତ ହନ । ମହାବୀର ଉଦୟାଦିତ୍ୟ
 ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତେର ପତନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହୈୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳିନ
 ଆଦିତ୍ୟେର ନ୍ୟାୟ ଘୋରତର ପରାକ୍ରମ ଶ୍ରକାଶ କରିୟା କ୍ରତବେଗେ
 ମାନସିଂହକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେନ । ବନ୍ଧୀୟ ସୈନ୍ୟାଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତେର
 ପତନେ ଭର ବିହ୍ବଳ ନା ହୈୟା ସେନାପତିର ମୃତ୍ୟୁର ଶ୍ରୀତିଶୋଧ ଲହି-
 ବାର ଜନ୍ୟ ଉଶ୍ବରୂପ ଧାରଣ କରିୟା ଭୈରବବିକ୍ରମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ
 ଆରମ୍ଭ କରିଲେନ ଉନବିଂଶ ବର୍ଷୀୟ ଉଦୟାଦିତ୍ୟ, ସୈନ୍ୟାଗଣକେ ଉତ୍ତ-
 ମାହିତ କରିୟା ଶବନ ମଥନେ ଶ୍ରବୁତ ହୈଲେନ । ମାନସିଂହ ସୂର୍ଯ୍ୟ-
 କାନ୍ତକେ ବିନାଶ କରିୟା ସୈନ୍ୟାଗଣକେ ଶ୍ରୋତ୍ତମାହିତ କରିୟା କହିତେ
 ଲାଗିଲେନ “ବୀରଗଣ ଐ ଦେଖ ଶକ୍ରଗଣେର ସେନାପତି ତୋମାଦିଗେର
 ହସ୍ତେ ନିହତ ହୈୟା ରଣସ୍ଥଳେ ପତିତ ରହିୟାଛେ, ଏକ୍ଷଣେ ତୋମରା
 ତୋମାଦିଗେର ପୂର୍ବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରରଣ କରିୟା ଐ ସେ ଯୁବକ କାଳାନ୍ତକ
 କ୍ରତାନ୍ତେର ନ୍ୟାୟ ଆମାଦିଗେର ସୈନ୍ୟା ସମୂହ ସଂହାର କରିତେ କରିତେ
 ଅଶ୍ରମର ହୈତେଛେ, ଉହାକେ ଆକ୍ରମଣ କର, ଐ ଯୁବକ ପ୍ରତାପା-
 ଦିତ୍ୟେର ପୁତ୍ର ଇହାକେ ନିହତ ବା ବନ୍ଧୀ କରିତେ ପାରିଲେ ଆମରା
 ଶକ୍ରଗଣକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରାଜୟ କରିତେ ସମର୍ଥ ହୈବ ।” ଏହି
 କଥା କହିୟା ମାନସିଂହ, କତକଂଗୁଳି ମହାବଳ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜପୁତ
 ଓ ହାବସୀ ସୈନ୍ୟା ଉଦୟାଦିତ୍ୟାଭିମୁଖେ ଫ୍ରେରଣ କରିଲେନ ।
 ଉଭୟ ପକ୍ଷେ ଲୋମହର୍ଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାରମ୍ଭ ହୈଲ । ଅଲୌକିକ ବୀର୍ଯ୍ୟ

সম্পন্ন উদয়াদিত্য, শাণিত অসির ভীষণ আঘাতে যখন সৈন্ত-
গণকে ঠাণ্ডা বিখণ্ড করিতে লাগিলেন। যে সময় মহাবীর
উদয়াদিত্য প্রলয়কালীন মহারুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধস্থলে বিচরণ
করিতেছিলেন সেই সময় বিপক্ষ পক্ষ নিষ্কিন্তু ভীষণ গোলক,
তাঁহার একস্থলে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে অমবধামে প্রেরণ
করে। বঙ্গের গৌরবরবি কায়স্থ কুলভূষণ মহাবীর উদয়াদিত্য
যৌবনে প্রারম্ভে যেরূপ শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা
বার ইতিহাসে নিতান্ত স্মরণ্য নহে, বীর জগতে সূর্য্যকান্ত ও
উদয়াদিত্যের কীর্ত্তি চিরকাল ঘোষিত হইবে। সেনাপতি
সূর্য্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের পতনে বঙ্গীয়গণ বজ্রাহতের স্থায়
নিশ্চেষ্ট হইয়া কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইয়া পড়িল। মহাবীর রক্তা
সৈন্তগণের ব্যামোহিত ও বিশৃঙ্খল দেখিয়া ফিরিঙ্গি সৈন্তগণকে
আহ্বান করিয়া কহিলেন “ভ্রাতৃগণ আমরা জননী জন্মভূমি
পরিভ্রাণ ও অনন্ত বারিধি বারি অতিক্রমণ পূর্ব্বক মহারাজা
প্রতাপাদিত্যের অধীনে পরম সুখে বাস করিতেছি; ইহার
সম্মেলন বহুবারে আমরা জন্মভূমি বিয়োগজনিত দুঃখ ও
অনেক পরিশ্রমে বিম্বৃত হইয়াছি ইনি আমাদের সুখের
অন্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি আমাদের
দক্ষ কাশ্মীর অন্য উপাসনালয় নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন ইহার
নিকট আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রণত। এক্ষণে আমাদের
সেই পূর্ব্বক পরিশোধ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে
ইহার জয় প্রাজয়ের সহিত আমাদের উন্নতি ও অবনতির
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অতএব ভ্রাতৃগণ আমাদের জন্মভূমিকল্প বঙ্গ
ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর এ যুদ্ধে বিজয়

লাভ করিতে পারিলে এ দেশে আমাদিগের অক্ষয় কীর্তি চির স্থাপিত হইবে, মহাবীর রুড়া সৈন্যগণকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করিয়া সিংহ বিক্রমে মোগলগণকে আক্রমণ করিলেন । প্রবল প্রভঞ্জন ধ্বংস অবলীলাক্রমে যুদ্ধ সমূহকে সমূলে উন্মূলিত করেন, সেইরূপ ফিরিজি সৈন্যগণ বঙ্গ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । বিধাতা যখন প্রতিকূল হন তখন সকল উপায়ই বিফল হয় আবার যখন অনুকূল হন তখন বিপদ ও সম্পদে পরিণত হয় । বিধাতা, সারমেয় বৃত্তিপ্রিয় স্বজাতিভ্রোহী বঙ্গীয়গণের অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ লীপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহাদিগের স্বাধীনতার জন্য বৈদেশিক বীরগণও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, মহাবীর রুড়া অসাধারণ বীরতা পূর্বক যুদ্ধ করিয়া শত্রু হস্তে নিহত হইলেন । বঙ্গীয় ও ফিরিজি সৈন্যগণ উপযুক্তপরি সেনাপতিগণকে নিহত দেখিয়া অবসন্ন হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল, স্বজাতিভ্রোহী বিজয়গর্বিত মানসিংহের সৈন্যগণ ঘোরতর বিক্রমে বঙ্গীয় বীরগণকে আক্রমণ করিল ।

মহাবীর প্রতাপ ও শত্রুর বহুংখ্যক সৈন্য পরিচালনা করিয়া মোগল সৈন্যের পশ্চাৎভাগে অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন । এই দুই মহাপুরুষ প্রচণ্ডমুগ্ধি ধারণ করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে বিজ্ঞাবিত করিতে লাগিলেন । ক্রুদ্ধ কেশরীয়ন্যায় ইহারা ব্যূহमध्ये প্রবেশ করিয়া অলৌকিক বীরতা সহকারে শত্রুগণকে সংহার করিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এইরূপে ইহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মোগলসৈন্যগণকে বিপর্যস্ত করিতে

নাগির্জেন । ইহারা যে সময় প্রদীপ্ত হতাশনের গায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য ভয়ীভূত করিতেছিলেন ; যে সময় মোগলসৈন্য ইহাদিগের যুদ্ধ নিপুণতায় পরাজিত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতেছিল, যে সময় বঙ্গীয় সৈন্যগণ জয়োল্লাসে উল্লসিত হইয়া যবনগণের অল্পসরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই আনন্দের সময় প্রতাপ মহাবীর সূর্য্যকান্ত ও উদয়াদিত্যের মৃত্যুকথা অবগত হন । প্রতাপাদিত্য তাঁহার বিজয়ীসৈন্যের কিয়দংশ প্রতাপসিংহদত্তের অধীনে প্রদান করিয়া অপরাধী সৈন্য লইয়া শঙ্করসিংহ কুড়ার সাহায্যের জন্য দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন । প্রতাপ যে সময় বিজয়বাহিনী লইয়া ফেরঙ্গপতির সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন, সেই সময় মহাবীর কুড়া মরজগতে অমরকান্ত রাখিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন ; বঙ্গীয়সৈন্যগণ সেনাপতি বিহনে বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, এক্ষণে সন্ধ্যা যখন তাহার শ্রবণ করিল মহাবীর প্রতাপাদিত্য পশ্চাৎভাগের যবন সৈন্য পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তার জন্য বিজয়বাহিনী লইয়া আগমন করিয়াছেন, তখন তাহার সঙ্গ মোহিত ভূজঙ্গের স্থায় প্রতি নিবৃত্ত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া মানসিংহের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন । ইতাবসনে প্রতাপ আগমন করিয়া ইহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং আত্মরক্ষায় বিমুখ হইয়া প্রচণ্ড পরাক্রমে মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন । শঙ্কর, বিশৃঙ্খল সৈন্যগণকে সংযত করিয়া ভৎসনা পূর্ব্বক সকলকে কহিলেন, “বীরগণ এই কি ভোমাদিগের অবলম্বন হইবার সময় ? ভোমাদিগের প্রিয়তম সেনাপতিগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া

কিরূপে তোমরা জড়পিণ্ড পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছ ? ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে এ স্থানে কি অলস ভাবে অবস্থান করিতে হয় ? পূর্ব বীৰ্য্য স্মরণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে অচির কাল মধ্যে বিজয় লাভে সমর্থ হইবে ।” মহাবীর শঙ্কর সৈন্যগণকে সংযত করিয়া পুনরায় প্রতাপাদিত্যের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইলেন । প্রতাপ শঙ্করসহ মিলিত হইয়া মদ্যস্রাবী হস্তীর ন্যায় মহাবেগে অরাতিকূল সংগ্রাম করিতে করিতে মানসিংহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । মানসিংহ কতকগুলি সৈন্য প্রতাপের সৈন্তের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন । দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল তথাপিও যুদ্ধের বিরাম নাই বীরগণ আত্মরক্ষায় বিন্মৃত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল । মানসিংহ যে সকল সৈন্যকে প্রতাপ সৈন্তের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা ঘোরতর বিক্রমে বঙ্গীয়সৈন্য ভেদ করিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত করিল । প্রতাপ স্বীয় সৈন্য হইতে বিভক্ত হইয়া মানসিংহ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইলেন । রজনীর বুদ্ধির সহিত যুদ্ধ এবং অজ্ঞকার বদ্ধিত হইতে লাগিল । মানসিংহের সৈন্যগণ, প্রতাপ পরাজিত ও নিহত হইয়াছে, এইরূপ শব্দ করিয়া বঙ্গীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন । “প্রতাপের মৃত্যু” এই শব্দ বঙ্গীয় সৈন্যগণের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করাতে তাহারা দশদিক অজ্ঞকার দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মানসিংহ সৈন্যপরিবেষ্টিত প্রতাপ কোনরূপে ইহা ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না সমস্ত দিবসের ভীষণ পরিশ্রম ও ক্ষত হইতে অজস্র শোণিত

প্রবাহিত হওয়াতে পূর্ব হইতেই প্রতাপের শরীর অধঃপন্ন
একপে বাবার শত্রু প্রকারে অজ্ঞরিত হইয়া তিনি যুদ্ধস্থলে
অচৈতন্য হইয়া পতিত হন । এই অবকাশে মানসিংহ প্রতাপ
পরিবেষ্টিত সৈন্যগণকে ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিলেন ।
বঙ্গীয় সৈন্যগণ মহারাজের শরীর রক্ষা করিবার জন্য অচলের
নায়ে পড়িল হইয়া তাহাদিগকে রোধ করিতে লাগিলেন ।
ক্লান্ত মহাসমুদ্র পূর্বতের পাদদেশে আহত হইয়া তাহা যেএক
পুনরায় পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে, সেইএক মানসিংহ
সৈন্য উপর্যুপরি আক্রমণ করিয়া পশ্চাৎ পদ হইতে লাগি-
লেন । এইএক কিয়ৎক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর অঙ্গুলিপরিগণিত
বঙ্গীয় সৈন্যগণ মানসিংহের অগণিত সৈন্তের হস্তে বীবলীলা
সম্বরণ করিলেন । মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শরীর রক্ষায় নিযুক্ত
একমাত্র অবশিষ্ট মহাপ্রাণ শক্তির যুগপৎ চতুর্দিক হইতে
আক্রান্ত হওয়াতে আহতও মুর্ছিত হইয়া ভূপতিত হন । মান-
সিংহ স্বয়ং ইহাদিগের নিকট আগমন পূর্বক বন্দী করিয়া
শিবির মধ্যে প্রেরণ করেন ।

বঙ্গের স্বাধীনতা সূর্য্য মহাভাগ প্রতাপাদিত্যের অস্তা-
বলম্বনের ক্লান্ত চির কালের জন্য অন্তিমিত হইল অগা হইতে
বঙ্গীয়গণ চির দাসত্ব পাশে আবদ্ধ হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ
করিতে প্রাপ্ত হইল ।

মানসিংহ প্রতাপ ও শত্রুবকে বন্দী করিয়া বিজয়োল্লাসে
যশোহর নগর নিশ্চয়তা সহকারে লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞা প্রদান
করেন । এইএক কিশদন্তি মানসিংহ যশোহর বিজয়ে বহুল পরি-
মাণে বহনুকৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হন । প্রতাপাদিত্য মহিষী, মহারা-

জের পরাজয় বার্তা শ্রবণ করিয়া যবন হস্তে পতিত হইবার ভয়ে যমুনাগর্ভে আত্ম বিসর্জন করেন, মহারাণী যে স্থলে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বর্তমান কালেও পথিকগণ সেস্থল দিয়া গমনকালে মহারাণীর অদ্ভুত বীরতা কীর্তন করিয়া সেই স্থল নির্দেশ করিয়া থাকে ।

বিজয়লাভের পর মানসিংহ যশোহর নগরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপ ষাঁহর কুপাথ সমর তুর্জয় হইয়াছিলেন, ষাঁহর কুপার তিনি বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সমরপ্রিয়া অম্বরমর্দিনী মহামায়ার পূজা করিতে গমন করেন । মানসিংহ ভগবতীর অলৌকিক রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যান * ।

স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্ত চিতোরের মহারাণী মহা-প্রাণ প্রতাপ সিংহ এবং আমাদিগের বঙ্গীয় বীরকুল চূড়ামণী প্রতাপাদিত্য বেক্রপ ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহা বীরতার ইতিহাসে নিতান্ত স্মলভ নহে । উভয়েই মুসলমান

* মানসিংহ যশোহর বিজয় করিয়া যে প্রতীমা লইয়া যান তাহা এক্ষণে জয়পুরের নিকটবর্তী আশ্বের নামক স্থানে স্থাপিত আছে । ইনি এপ্রদেশে “সল্লাদেবী” (অর্থাৎ বাহ্যার নিকট পরামর্শ করা হয়) নামে অভিহিত হন । ভগবতীর পূজার জন্য অনেকগুলি ব্রাহ্মণও মানসিংহের সহিত গমন করেন । এই সকল ব্রাহ্মণী এক্ষণে হিন্দুস্থানীরূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন । ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যাধর নামে একজন ব্যক্তি উৎপন্ন হন । তিনি বর্তমান জয়পুর নগর নির্মাণ করেন ।

মন্দিরটিকে বাতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, উভয়েই অবশেষে রাজপুত্র কুলদ্বার স্বদেশদ্রোহী স্বদেশবাসী মানসিংহের প্রতিকূলতায় পরাজিত হন। পরাজিত হইলেও মহারাণা কিন্তু পরাজিত হন নাই। তাঁহার স্বদেশবাসীরা বীর যজ্ঞের উপাসক তাই তাঁহারা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, চোরণ ও ভাট কবিগণ তাঁহাদিগের যশোগীতি গান করিয়া দিক সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলকে সজীবিত করিয়া থাকেন।

প্রতাপের অদৃষ্ট কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যদি অকস্মিক কোন বিশেষ উৎসব হইতেন তাহা হইলে তাঁহার নাম ইষ্টমন্ত্রেব জ্ঞায় উচ্চারিত হইত এবং প্রতিগৃহে আরাধ্য দেবতার জ্ঞায় তাঁহার প্রতি পূজিত হইত। অকৃতজ্ঞ বন্দীযগণ যতদিন না এইরূপ বঙ্গদেশীয় মহাত্মাগণের পূজা করিতে না শিখিবেন ততদিন বঙ্গদেশের উন্নতি আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

মানসিংহ বঙ্গদেশ জয় করিয়া কচুয়ায় ভবানন্দ প্রভৃতির সহিত দিল্লী গমনকালে বন্দী প্রতাপ পশ্চিমধ্যে বারানসীক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। “মানসিংহ পণ্ডিতবীর মহাপ্রাণ শক্তির ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাদসার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধকরিবনা, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া মুক্তকরিয়া দেন। “বাঁহাৰ প্রতাপে দিল্লীর সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল, বাঁহাৰ ক্ষমতার মুসলমান শাসন কর্তাগণ ভৎসিত বিড়ম্বিত ও লাঞ্চিত হইয়া ছিল বাঁহাৰ বুদ্ধিবলে সমস্ত বঙ্গদেশের হিন্দু মুসলমান জন এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিল আজ তিনি কালচক্রের আবর্তনে বিষবিহীন সপের জ্বায় নিস্তেজ। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া সৰ্বস্বান্ত হইয়া

গঙ্গাবাস উপলক্ষে গঙ্গার নিকটবর্তী বারাসাত গ্রামে দপুত্রে আসিয়া বাস করেন" (সঞ্জীবনী) ।

প্রতাপের মৃত্যুর পর কচুরায়, ভবানন্দ প্রভৃতি কুলান্ধারগণ সম্রাট জহাঙ্গীরের নিকট হইতে স্বজাতীদ্রোহিতার পুরস্কার স্বরূপ প্রথমোক্ত ব্যক্তি যশোরজিৎ ! ও শেষোক্ত ব্যক্তি কিছু জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন * ।

রামচন্দ্রের যশোহর পরিত্যাগের পর প্রতাপ হুহিত। বিদ্ব-মতী "কাশী যাত্রা চলে বহনঃখক রক্ষী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ গণ সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়েন । কিন্তু তিনি আপন হইতে রাজাকে আপনার আগমন বুভুস্ত না জনাইয়া, রাজ বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে নৌকাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বোধহয়, তাঁহার এক্রপ অভিপ্রায় ও বাসনা ছিল যে রাজা আপনা হইতে তাঁহার আগমন বুভুস্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা পূর্বক স্বভবনে লইয়া যাইবেন । তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাহার তীরোপরি প্রতি দপ্তাহে দুইবার এক হাট বসিতে আরম্ভ হইল । এখন সে স্থানে হাট নাই, কিন্তু সে স্থানটাই "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নাম ও সিদ্ধ হইয়াছে । সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পরে তিনি বিশ্ববাটী গ্রামের উত্তরে সারসী গ্রামের নিকট নৌকা লাগাইয়া তথায় কিছু দিন ছিলেন । সেই গ্রামে তিনি এক

* ১৬০৬ খ্রী বা ১০১৫ হিজরীতে ভবানন্দ দিল্লীশ্বরের নিকট ফারমান ও জমিদারী প্রাপ্ত হন । এই সময় হইতে চাঁচড়ার রাজারা "যশোহরের রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন ।

বৃহৎ দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করেন । তিনি সৰ্ব্বদা নৌকাতে থাকিতেন, কখন কখন তীরে তাহু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন । তাঁহার এই সকল কাঁড়ির বিষয় রাজার কণ গোচর হইল । কিন্তু তিনি কে ? রাজা তাহার পরিচয় না পাইয়া তাঁহার বিষয়ে কোন মনোযোগ করিলেন না । পরে রাজার অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হইল । রাজমাতা বধূর আগমন বুভুক্ষু ভ্রমিতে পাইয়া তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিবাই নিমিত্ত স্বয়ং তাঁহার নৌকাতে আগমন করিলেন । তাহারে রাজপত্নী এক থাল মোহর দিয়া শান্তভীকে প্রণাম করেন । পরে তিনি সমারোহ পূর্বক বধূকে স্বভবনে লইয়া গেলেন ।” কেহ কেহ কহেন রাজকন্যা বিন্দুমতী চন্দ্রবীপে কিছু দিন অবস্থান করিয়া ৬ কাশীধামে জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন ।

অষ্টম অধ্যায় ।

উপগমপ্রিয় ব্যক্তিগণ, আপনায় কচি অনুসারে প্রতাপের চরিত্র যেরূপ বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র অনুশীলন করিলে বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ ভ্রমিত বলিয়া প্রতীতি

* শ্রীমদ্ বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্র বীপের রাজবংশ ।

কয় না । প্রতাপের দোদীর্ঘ প্রতাপ শান্তিপ্রিয় বঙ্গীয় প্রকৃতির নিকট বিসদৃশ হওয়াতে তাঁহার। তাঁহাকে মুর্ত্তিমান ক্রোধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । এখানে তাঁহার। মহারাজ বসন্ত রায়ের মৃত্যু এবং রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার। অসহ্যবহার বিষয়ক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । প্রতাপচরিত্রে যদি কিছু মহাপাপ থাকে তাহা হইলে পিতৃব্য হত্যা। সেই মহাপাপ, কিন্তু এই মহাপাপকে তিনি কতদূর দোষী তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের এক্ষণে এক্ষণে গোরতর অন্ধকার মধ্যে আচ্ছন্ন হইতে হয় যে সেই গাঢ় অন্ধকার দূর করা দূরের কথা আমাদের ক্ষুদ্র আলোক ও নিশ্চয় হইয়া আইসে । প্রতাপ ও বসন্ত রায় উভয়েই উভয়ের উপর কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । পরস্পরের শত্রুপক্ষীয়ের কথায় তাঁহাদিগের এই ভ্রম বিশ্বাস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে এই লোমহর্ষণ ঘটনায় সমাপ্ত হয় । দিল্লী হইতে প্রতাপের প্রত্যাগমনের পর উভয়ের মধ্যে বেশ ভালবাসা স্থাপিত হয় । প্রতাপ উৎকল হইতে উৎকলেখন, গোবিন্দ দেব প্রভৃতি দেবতা আনয়ন করিয়া পিতৃব্যের চিত্র বিনোদনের যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করেন । ইহার পর হইতে প্রতাপ, যখন বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন জন্য সর্বদা পার্শ্ববর্তী রাজত্ববর্গের সহিত সন্ধিবিগ্রহে লিপ্ত এবং ভাবী মহাসমরের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন সেই সময় হইতে বুদ্ধ, বৈষ্ণবপ্রিয়, বৈষ্ণব বসন্তরায়ের চক্ষে প্রতাপাদিত্যের কার্য্য কলাপ ছুঁত বলিয়া বোধহইতে লাগিল । বসন্তরায় প্রতাপের এক্ষণে অতিসাহস কার্য্যের ভীষণপ্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । পরমবৈষ্ণব বসন্তরায়

নির্ব্বিবাদ সকলের দাস্তাবে জীবন অতিবাহিত করিবার পক্ষপাতি ; সুতরাং যে পুরুষ আপনার অসি বলে দেশের পতন রক্ষা করিবার জন্য এই নম্বর শরীর বিদর্জ্জন করিতে বন্ধপক্ষের, যে পুরুষ অত্যাচারের প্রতিবিধান জন। ভৈরব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গকেও ধরাতলে আনয়নের উদ্যোগ করিয়া থাকেন। একপ চরিত্রের লোকের সহিত শাস্তিপ্রিয় ব্যক্তির সামঞ্জস্য কখনই হইতে পারে না। বসন্তরায় প্রতাপের জীবনকাল উদযাপনে বাধা দেওয়াতে ক্রমশঃ এই শত্রুতা ঘনীভূত হইয়া অবশেষে উক্ত শোচনীয় ঘটনায় সমাপ্ত হয়। সুসার মধ্যে যে পুরুষ পরমপবিত্র, বিনয়ী ও মধুরভাষী বলিয়া কীর্ত্তিত হন, অনেক সময় সেই পুরুষকে জ্ঞাতিগণ মধ্যে অবিনয়ী ক্রুতভাষী অসদাচরণ সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য জগতের নিকট মহাপুরুষ হইতে পারেন কিন্তু পরস্পর জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন পরম শত্রুতায় আবদ্ধ হইয়া একপ পৈশাচিক ব্যাপার নিম্পন্ন করিয়া থাকিবেন ইহা নিতান্ত বিচিত্র বিষয় নহে।

প্রতাপের সহিত রামচন্দ্রের বিবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম, সম্ভবতঃ প্রথম বৎসর বয়স্ক পিতৃবিহীন বালক রামচন্দ্র, যশোহর নগরে বিদ্রোহ করিতে আগমন করিলে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বৎক রমাই-ভাঁড় স্বীকৃতি ধারণ করিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করেন এবং প্রতাপ মহিষীর সহিত নানাপ্রকার বিক্রপ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে নিরাপদে প্রত্যাগমন করেন। প্রতাপ এ কথা অবগত হইয়া রমাই সহ জামাতাকে নিহত করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন।

এ জনরব কতদূর স্বাভাবিক তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন ।
 দ্বিতীয়, রামচন্দ্র বিবাহ করিতে আগমন করিলে মহারাজ প্রতাপ-
 দিত্য জামাতাকে নিহত করিয়া কন্যার পক্ষ হইয়া তাহার
 রাজ্যাধিকার করিতে পরামর্শ করেন ; একথা তাহার সপ্তম বা
 অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা, অবগত হইয়া, বাসর ঘরে পতিকে প্রবোধিত
 করিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে কহেন : দ্বাদশবর্ষীয়া
 উদয়াদিত্য, ভগ্নী বা ভগ্নীপতির নিকট এই বিপদ কথা অবগত
 হইয়া রামচন্দ্রের প্রাণ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিতে
 পাইয়া তাকে মশালধারীর পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অহুরোধ
 করেন : উদয়াদিত্য বসন্তরায়ে বারুটিতে ঐ রাতেই সংগীত
 শ্রবণের জন্য নিমন্ত্রিত ছিলেন ; রামচন্দ্র, মশালধারী রূপে
 রাজবাটির বহির্গত হইয়া নির্ঝিল্লি স্বীয় নৌকাতে আরোহণ
 করেন : রামচন্দ্র প্রতাপের মায়া জাল ছিন্ন করিয়া, নিরাপদে
 নৌকারোহণ বার্তা প্রতাপের কর্ণগোচর করিবার জন্য বন্ধুক-
 ধারীগণকে মুহুঁ মুহুঁ শব্দ করিতে আজ্ঞাদিয়া দ্রুতবেগে নৌকা
 চালাইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন । এ কিম্বদন্তী কতদূর
 সত্য তাহা পাঠকগণের বিচার সাপেক্ষ । রামচন্দ্রের সহিত
 প্রতাপের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, একথা সত্য কিন্তু কিজনা
 এই বিরোধ উপস্থিত হইয়া ছিল তিন শত বৎসর পরে তাহার
 কারণ নির্ধারণ করা নিতান্ত সহজ কথা নহে । বঙ্গের স্বাধীনতা
 সংস্থাপন বাসনা প্রতাপাদিত্যের এতদূর প্রবল ছিল, যে তিনি
 কোনপ্রকার বাধাকে অক্ষিপ করিতেন না । এক শ্রেণীর মনুষ্য
 অশ্বেন, তাঁহারা যখন কোন সৎ বা অসৎ কার্য্য করিতে দৃঢ়
 ব্রত হন তখন, তাহার প্রতিকূলে যাহাই কেন উপস্থিত হউক না

তাহাকে বমূলে উৎপটিত করিয়া স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন । রামচন্দ্র বোধ হয় বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন বিষয়ে বসন্তরাজের সহিত মিলিত হইয়া খণ্ডরের প্রতিকূলচরণ করাতে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা বন্ধমূল হয় ।

প্রতাপ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহ কিরূপ উদারতার সহিত ব্যবহার করিতেন তাহা এক্ষণে অবগত হইবার কোন উপায় নাই । তিনি অসাধারণ মুক্তহস্ত ছিলেন, এতদ্বিষয়ক বহু সংখ্যক কিম্বদন্তি প্রাচীন যশোহরের সমীপবর্তী প্রদেশের নর নারীর মুখে এখনও আশ্রয়ের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে । আমরা পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্য তাহার দুই একটি উল্লেখ করিব । প্রতাপাদিত্য যে সময় অভিযুক্ত হইয়া সম্রাট সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেই সময় একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থী হইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হন । মহারাজ তাহাকে কএকটি মুদ্রা প্রদান করিলে পর মহিষীও তাঁহাকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে হস্ত প্রসারণ করেন, দৈবক্রমে সেই মুদ্রা ব্রাহ্মণ হস্তে পতিত না হইয়া নিম্নস্থ স্বর্ণমুদ্রা ভরিত কুন্তে পতিত হয়, মহারাজ্ঞী তাহার মধ্য হইতে তাঁহার দেয় মুদ্রা উন্মোচন করিয়া প্রদানকালে প্রতাপ, মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া আঁচনা করেন, যে মুদ্রা তোমার হস্ত চ্যুত হইয়াছে । তুমি কি সেই মুদ্রাটিই দিতেছ ? না তাহার পরিবর্তে অন্য মুদ্রা দিতেছ ? প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী কহিলেন, অন্য মুদ্রা দিতেছি । প্রতাপ রাজ্ঞীর কথা শ্রবণ করিয়া সেই মুদ্রাপরিপূরিত কলস ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন । ইহাতে ইহার ব্রাহ্মণভক্তি ও দানশীলতা উভয়ই লক্ষিত হয় । এক সময় প্রতাপাদিত্য কল্লতরু

হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদিগের প্রার্থনা অনুসারে ত্রয প্রদান করিতে আরম্ভ করেন । একজন ব্রাহ্মণ মহারাজের হৃদয় পরীক্ষা করিবার জন্য রাজ্যকে প্রার্থনা করেন, মহারাজ অবিচলিত চিত্তে অন্নানবদনে মহিষীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ মহারাজের দানে মুগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া ছিলেন:—

স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে ।

প্রতাপ আদিত্য দাতা * অবনী মণ্ডলে ॥

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ রাজ্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে প্রত্যর্পণ করেন । প্রতাপ, প্রদত্ত পদার্থ পুনর্গ্রহণে কোনরূপে স্বীকৃত না হইলে তিনি বিদ্বান ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে রাজ্য পরিমিত স্ত্রবণ দ্বারা রাজ্যের প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করত স্বী গ্রহণ করেন ।

প্রতাপ, জাতি বিচার না করিয়া গুণবান ব্যক্তির আদব করিতেন ; মুসলমান কমলখোজাকে সেনাধিকার প্রদান করা ইহার উত্তম উদাহরণ । একদা রাজবাটিতে ব্রাহ্মণভোজন কালে বিতত চন্দ্রাতপের বংশস্তম্ব কোন রূপে উৎপাটিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মস্তকোপরি পতিত হইবার উপক্রম হয়, ইহা দেখিয়া সকলেই প্রাণরক্ষার্থ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে উদ্যোগ করে, ইত্যবসরে একজন অমিত বলসম্পন্ন অজ্ঞাত পুরুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভীমবলে বংশস্তম্ব ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-

* দাতা স্থানে কেহ কেহ রাঘ শব্দ উল্লেখ করিয়া থাকেন ।

কি শত্রু আলোচনা উভয় প্রতাপাদিত্য যুবকের সম্মিত পরাক্রম নিপুণতায় দুইজন ইহুদী তাঁহাকে একটি প্রধান কৰ্মে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে ঐ যুবক প্রতাপের একজন বিশ্বাস পাত্র হন। ঐ ব্যক্তিই নলতার অমীদার ভক্তমহাশয়দিগের আদিগুরু।

প্রতাপ, শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ কঠোরতা সহকারে ভগবতীর অর্চনা করিতেন যে জনসাধারণ তাঁহাকে দেবীর পরমানুগৃহীত ও বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করিত। তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা অসাধারণ, কি যোঁরতর যুদ্ধস্থল, অথবা নানা প্রকার ভোগ্য-পরিপূর্ণ বিলাস ভবন কোন স্থলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন না সকল সময়েই তাঁহার ঈশ্বরনির্ভরতা একটি হইত। তিনি শাক্ত হইলেও বৈষ্ণবধর্মী ছিলেন না। ধর্ম বিষয়ে প্রতাপ অসীম উদারতা ছিল। তিনি মুসলমান প্রজা-দিগের জন্য আপন রাজ্যের স্থানে স্থানে মসজিদ নির্মাণ করিয়া দেন। বর্তমান কালেও স্থানে স্থানে এই সকল মসজিদে ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় *। মহাভাগ প্রতাপাদিত্য পটুগীজ ধর্ম প্রচারকদিগের সহিত অনেক সময় যুক্ত হইয়া ধর্ম আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতেন তিনি কোন ধর্মকে বিশেষ চক্ষে দর্শন করিতেন না। প্রতাপ ঐষ্টধর্ম প্রচারকদিগের আচরণে আফ্লাদিও হইয়া ফিরিঙ্গি

* মোঁজিল ও মুকুন্দপুরের নিকট পরবেজপুরে প্রতাপা-দিত্যের নিযুক্ত মসজিদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শেখরাজ স্থানের মসজিদের কারুকার্য সকল দ্রষ্ট করিয়া দেখিবারও উপযুক্ত বিষয়।

প্রজা ও কর্মচারীদের উপাসনার জন্য প্রার্থনা অনুসারে দ্রব্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন * । বঙ্গদেশের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সর্ব প্রথমে খ্রীষ্ট ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হয় ।

মহানুভব প্রতাপাদিত্য যেক্রপ ধর্মশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন, সেইরূপ তিনি অসংকলমে সাহিত্যচর্চা করিতেও বিরত থাকিতেন না । ভগবান চৈতন্যের পরবর্তী কবিগণের শীর্ষ-স্থানীয় কবিবর কবিরাজ গোবিন্দ দাসকে, প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত সম্মান ও ধনাদি প্রদান করিয়া পূজা করিতেন । গোবিন্দ দাস অনেক সময় যশোহর নগরে অবস্থান এবং কৃষ্ণ বিষয়ক নানা প্রকার পদ রচনা করিয়া প্রতাপাদিত্যের চিত্ত বিনোদন করিতেন । গোবিন্দ দাস ব্যতীত অসংখ্য অনেক লোক প্রতিষ্ঠাকল্পিগণকর্তৃক প্রতাপাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত হইত । প্রতাপের কিঞ্চিৎ পূর্বে ও সমকালে বঙ্গদেশে যে সকল ঐশী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা চিরকাল মানবগণের মধ্যে উচ্চ আসনে আসীন হইয়া থাকিবেন । বঙ্গের ইতিহাসে ইহা বসন্ত কাল । বসন্তের সমাগমে বৃক্ষ সকল যেক্রপ পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ বঙ্গের সেই মধুর সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ জাতিভ্রম একত্র সম্মিলিত হইয়া স্বদেশের সর্বতোভাবে উন্নতি করণে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন । কি শাস্ত্র

* ১৫৯৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদিগকে গির্জা প্রস্তুত করিবার সনন্দ প্রদান করেন । উক্ত সনন্দে দ্বাদশ বর্ষীয় উদযাদিত্যও স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ।

কি শক্তি আলোচনা উভয় বিদ্যাতেই অসামান্য প্রদর্শন করিয়াছেন সেরূপ তীক্ষ্ণ মেধা ও বীৰ্য্য সম্পন্ন পুরুষ আর উৎপন্ন হয় নাই। বঙ্গদেশের অন্তর্গত এই বনস্ত-কাল ধর্ম নিমুক্ত বিদ্যাতের স্থায় অলৌকিক জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া প্রতির কাল মধ্যে চির কালের জন্য বিলুপ্ত হইল।

গোবিন্দ দাস, প্রতাপাদিত্যের সভায় একটি প্রধান বর, ইনি বৈষ্ণব কুলের কমল স্বরূপ। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবিখ্যাত বৈষ্ণব ষোড়শমণি রামচন্দ্র কবিরাজ। ইহার প্রথমতঃ শাক্ত মতাবলম্বী ছিলেন, কনিষ্ঠ রামচন্দ্র বিবাহ করিয়া আগমন কালে ধর্ম্মিক প্রবর শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রাণস্পর্শী সংকীর্তন শ্রবণ করিয়া স্নানোপরে উপর বাঁতশ্রদ্ধ হন, ক্রমশঃ এই ভাব ত্যাগ এত দূর প্রবল হয় যে, তিনি বিবাহের দুই চার দিবস পরেই গৃহ পণিত্যাগ করিয়া শ্রীনিবাসের শরণাপন্ন হন। রামচন্দ্রের গমনের পর হইতে গোবিন্দ দাসের ক্ষুদ্র পরিবারবর্গের মধ্যে একদম মিল্লব উপস্থিত হইল। গোবিন্দ, গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। এই ঘটনার কিছু দিবস পরে এক জন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অতিথি হন। গোবিন্দ অতিথির ধর্ম্ম মত জিজ্ঞাসা না করিয়া ভগবতী মূর্ত্তি-কেশী কান্দীর মন্দিরে তাঁহার পূজা করিবার স্থান নির্দেশ করিয়াদেন। ব্রাহ্মণ, ভগবতীর পূজা না করিয়া নৈবেদ্য ও পুষ্পাদি শাক্তগ্রামে অর্পণ করেন। ব্রাহ্মণের পূজার পর দেবীর পুরোহিত আগমন করিয়া উৎসর্গ নৈবেদ্য দ্বারা ভগবতীর পূজা করেন। ভগবতী স্বপ্নযোগে গোবিন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া কহে;—

গোবিন্দ মূল ভঙ্ক নাহি জান ।

আপনারে পঙ্খিত করিয়া মাত্র মান ॥

পরম ঈশ্বর সেই পরাংপর হরি । ভক্তমাল ।

তিনি ইহ জগতের এক মাত্র নিয়ন্তা ও জীব মাতের শরণ্য ইত্যাদি কহিয়া অতুলিতা হন । নিজা ভক্তের পর হইতে গোবিন্দের অত্যন্ত চিত্ত চাকল্য উপস্থিত হয় । ইহার কিছু দিবস পরে গোবিন্দ গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হইলে, “গোবিন্দ শরণ কর হইবে নিস্তার” এইরূপ এক আকাশ বানীতে গোবিন্দের চরণারবিন্দে শরণাপন্ন হইবার জন্ত ভগবতী পুনরায় আদেশ করেন । অমৃতপু গোবিন্দ সেই মুহূর্ত্তে অত্যন্ত কাতরতা পূর্ব্বক স্বীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া কনিষ্ঠ রামচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন । রামচন্দ্র সমস্ত অবগত হইয়া জীনিবাস আচার্য্য সহ বুধরীতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত গোবিন্দের পার্শ্বে উপস্থিত হন । উদ্যানশক্তি রহিত গোবিন্দ, রামচন্দ্র সহ জীনিবাস আচার্য্যকে দর্শন করিয়া গলদক্ষ নয়নে করযোড়ে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । এরূপ কিম্বদন্তি আছে ধর্ম্মপ্রাণ জীনিবাস গোবিন্দের সেই অবস্থাতেই হরিনাম যন্ত্রে দীক্ষিত করেন । গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ রোগ মুক্ত হইয়া অসাধারণ কবিত্বলাভ করেন এবং নিম্ন লিখিত কবিতা রচনা করিয়া জীনিবাস আচার্য্যকে শ্রবণ করান । ইহাই ইহার সর্ব্ব প্রথম পদ রচনা ।

ভজহু রে মন নন্দনন্দন, অভয়চরণারবিন্দ রে ।

হুজুঁত মানুষ জনমে সতনকে, তরহ এতব সিদ্ধু রে ॥

শীত শতপ বাত বরিখনে এদিন যামিনি জাগি রে ।
 বিফলে সেবিলু রূপণ দুঃজন, চপল সুখ লঙ্ঘ লাগি রে ॥
 এ ধন্য গোবন পুত্র পরিজন কিবা আছে ইথে শরতীত রে ।
 কমল মল জল জীবন টল মল ভজহঁ হরিপদ নিত রে ॥
 শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদসেবন দাস্য রে ।
 পূজন খী জন আত্ম নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলান রে ॥

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য ইহার পদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে
 ঠাকুর ইচ্ছাধি প্রদান করেন । এই সময় হইতে তিনি আজীবন
 চর্চা এবং পদরচনায় জীবন অতিবাহিত করেন ।

গোবিন্দ দাস, “সংগীত মাধব” ও “গীতমৃত” নামক দুই খানি
 গ্রন্থ রচনা করেন, দুঃখের বিষয় ইহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায়
 হইয়াছে । বর্তমান কালের বিকৃত ভাবাপন্ন শ্রুতি ও চার্কিত
 চর্কণ প্রেমী বাঙ্গালী দিগের নিকট ইহাদিগের অদৃশ্যম্পর্শী
 বাতাবিক কবিতা সকল বড় একটা স্থান প্রাপ্ত হয় না । এই
 যুগে গোবিন্দ দাস, রায় বসন্ত (প্রতাপের খল্লতাত) জ্ঞান দাস,
 যত্নমন্দন ক্রবর্তী, শিবরাম দাস, কবিচন্দ্র, নরোত্তম দাস প্রভৃতি
 বৈষ্ণবকবিগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যলীলা বিষয়ক পদ রচনা
 করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যেরূপ পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছেন বর্তমান
 কালের মার্জিত রুচির কবিগণ তাহার যোতশাংশেব এক
 অংশও করিতে পারেন নাই ।

বঙ্গদেশের সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা নিতান্ত অল্প ছিল না ।
 রূপদ্রব্যাভ্যাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবিগণ এই সময় সংস্কৃত ভাষায়
 কতক গুলি গদ্য রচনা করেন ।

এসময় রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ, মিথিলার অধীনতা দলিত করিয়া কলনা রাজ্যের উপর একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন । জগদীশ, গদাধর প্রভৃতি মনিষী গণ অবিরাম লেখনী সঞ্চালন করিয়া নব্যজ্ঞানে বঙ্গ দেশ প্রাবিত করেন । রঘুনাথ যেরূপ কলনা রাজ্যের স্বাধীন রাজা, সেইরূপ রঘুনন্দন মৈথিলী পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি স্মৃতি সংগ্রাহকারগণের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন বঙ্গের জন্ত তিনি স্বাধীন ভাবে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন ।

বঙ্গদেশে এ সময় ইজ্জতাল বিদ্যার বথেষ্ট পরিমাণে চর্চা ছিল এবং ভারতবর্ষ মধ্যে সর্বপ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করে । আত্মজীৱের দরবারে লাভজন বাঙ্গালী যেরূপ অদ্ভুত ইজ্জতাল বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বর্তমান কালেও বিশ্বয় জনক ।

প্রতাপের সময় বঙ্গীয়গণ ধর্ম চর্চার যেরূপ সজীবতা প্রদর্শন করিয়াছেন বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ ব্যতীত ভারতের কোন জাতি সেরূপ কঠোরতা অবলম্বন, সেরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ এবং প্রাণী মাত্রেয় প্রতি সদয় ভাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই । এই পবিত্র সম্প্রদায়ের নেতা মহাপ্রভু চৈতন্য, অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় চরিত্রবলে বঙ্গদেশকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিয়াছিলেন । এই ঘোরতর আলোড়নে বহুসংখ্যক ধর্মবীর উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কর্মের সহায়তা সম্পাদন করেন । এই সকল ধর্ম বীর বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণবধর্মের বিজয়পতাকা স্বক্ষে লইয়া পকনক প্রদেশে, মালদা, রাজপুতনা, গুজর, সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র এবং ত্রাবিড় মণ্ডলে বৈষ্ণব ধর্মের পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া

সুমধুর হরিনাম সংকীৰ্ত্তনে ভারতবর্ষ প্রাণিত করিয়াছিলেন*
এই সকল মহাপ্রাণ মহাপুরুষগণ বৈষ্ণব তন্ত্র করিয়া ধর্ম প্রচার
করিয়াছিলেন বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান ধর্মপ্রচারকেরাও
তাহার সহস্রাংশের এক অংশও তদ্রূপতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ
হন নাই ।

উক্ত ভারতবর্ষে যে সকল বঙ্গীয় মহাপুরুষগণ বৈষ্ণব
ধর্ম প্রচার করেন, বৃন্দাবন তাঁহাদিগের প্রধান কার্যক্ষেত্র এবং

* ইহা তনে কহে তুমি বৃন্দাবনে গিয়া ।

ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশহ শাস্ত্র বিচারিয়া ॥

* * * ১৫ পৃ ভক্তমাল ।

শক্তি সঞ্চারিয়া প্রভু আভা কৈলা তারে ।

পশ্চিম দেশেতে কর শক্তি সঞ্চারে ॥

পাণ্ডাব লাহোর আর মল্লার আদি করি ।

শাসন করহ কৃষ্ণ-ভক্তিদান করি ॥

* * * * *

অষ্টম প্রভু শাখা চক্রপাণী নাম ।

পবন বিদগ্ধ কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ধাম ॥

প্রভুর প্রেরিত গেল পশ্চিম দেশেতে ।

কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে জমিতে জমিতে ॥

গুজরাত গেলেন—————

পাণ্ডাবের পশ্চিমেতে সিদ্ধ নামে দেশ ।

উদ্ধার করিতে জীব করিল প্রবেশ ॥

সনাতন গোস্বামী প্রধান নেতা । ইহাদিগের প্রচারের বিস্তৃ-
তির সহিত অন্ত দেশীয় ব্যক্তিগণও ইহাদিগের সহিত প্রচার
কার্যে যোগদান করেন ।

বৈষ্ণবধর্মের প্রবল প্রচার হইলেও সে সময় শাক্তগণের
সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না । ভগবতীর পূজাকালে মন্দির
প্রবাহ প্রবাহিত এবং অগণিত পশু বলি প্রদত্ত হইত । শাক্তগণই
প্রচণ্ড অসিবলে যবনগণের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া-
ছিলেন । প্রতাপের পতনের পর শাক্তগণ যখন বিগাদগ্রস্ত ও
রাজনিগ্রহিত হন সেই সময় বৈষ্ণবগণও শাক্ত দিগের উপর

হিন্দুত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল ।

মুসলমান যত ছিল হরি ভক্ত হইল ॥

* * * *

তারপর পাঞ্জাব মল্লার গুজরাত ।

সুরাতাদি দেশে প্রভুচৈতন্য ভকত ॥

ক্রমে ক্রমে দিলা সবে চৈতন্যের দায় ।

নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান সবে হয় ॥

কতক পণ্ডিত গোস্বামী পরিবার ।

শ্রীঅদ্বৈত পরিবার হয় বল্লভর ॥

* * * *

উৎকলেতে ছিল যে পাষণ্ড দুরাচাৰ ।

শ্রামানন্দ তাসবার করিল নিস্তার ।

নরোত্তম বিলাস ।

বিজয়লাভ করেন, এই বিষয়ে অনেক চাটুর্ধ্যে মুক্তর্থে বাঁড়ুর্থে
গ্রহণ করিয়া শাস্ত্যাব অবলম্বন ও রাজস্ব প্রদান
প্রারম্ভ করেন। সে সময়ের শাস্ত ও বৈষ্ণবগণ বর্জ-
্যের “স্ববিধাবাদী” * দিগের ন্যায় বঞ্চকের কাছে বৈষ্ণব
র কাছে শাস্ত্য হইতেন না যত দিন যে মত অবলম্বন
করিতে, ততদিন সেই মতে অচল বিশ্বাস স্থাপন করিতেন।

লেখক যে সময় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের
উপকরণ সংগ্রহের জন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অবস্থান
ই সময় সমুদ্রতরঙ্গ পরিধৌত কোকণ প্রদেশের
শোয়াঙ্গিগের বাসস্থান ত্রিবর্জন নামক জনপদে গমন
লেন। প্রায় সার্বত্রিংশত বৎসর পূর্বে, অবধৌত
ধ চক্রবর্তী নামক একজন বৈষ্ণবধর্মপ্রচারক এদেশে
আগমন করিয়া এদেশবাসীর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মপ্রচার
এবং মঙ্গলরাজীরগণকে সন্তোষদায়ী ভুক্ত করেন। এদেশের
লোকেরা এখনও তাঁহার নাম ভক্তিপূর্বক উচ্চারণ এবং মঠ
দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। ইনিই এপ্রদেশে সংকীর্ণন
প্রথা প্রচারিত করেন।

† প্রভুর আজ্ঞায় রাজকর বৃদ্ধি দিল।

সেই হইতে শিষ্টশাস্ত্র স্বভাব হইল।

* ইহা জানি বখন যে সন্তোষদায়ে প্রবেশ করিবার স্ববিধা পান
তখন সেই সন্তোষদায়ী ভুক্ত হন। ইহারা কখন হিন্দু কখন বৌদ্ধ
কখন খৃষ্ট কখন মুসলমান কখন তিলকধারী কখন কুটুহারী
হইয়া অনন্ত লীলা প্রকাশ করেন। শিক্ষিত সন্তোষদায়ের মধ্যে
স্ববিধাবাদীদিগকে অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রায় শতবৎসর পূর্বে খানজাআলি নামে একজন ঈশ্বরপরায়ণ মুসলমান বাগেরহাট মহকুমায় অবস্থান করিতেন, কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়জাতির উপর তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ যুবক তাঁহার অসাধারণ চরিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহার নিকট মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহীর নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, খানজাআলি মহম্মদ তাহীরের বুদ্ধিমত্তা ও কশ্ম-নিপুণতাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বীয় দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন, খানজাআলীর মৃত্যুরপর মহম্মদতাহীর পিরআলী নামগ্রহণ করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম মিলিত করিয়া একটি ধর্ম প্রচার করেন, এই নূতন ধর্মাবলম্বীগণ পিরালী নামে অভিহিত হন। পিরালী মতাবলম্বীগণ প্রথমতঃ হিন্দুদিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেন, কালক্রমে ইহারা স্মারকধর্মমত বিশ্বত হইয়া মাতৃধর্মের বিশাল উদরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পায় *।

সে সময় প্রজাদিগের অবস্থা বর্তমানকালের জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল প্রজাগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম ছিল, তাহারা দুই

* যশোহর জিলার পিরালিদিগের আচার ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু আচার মিশ্রিত ইহাদিগের জ্বীলোকেরা শিবপূজা ও অস্তান্ত হিন্দুত্ব অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন, পুরুষেরা কুকুটভক্ষণ প্রভৃতি মুসলমানদিগের আচরণ অমুকরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতা অঞ্চলের গঙ্গাজলপুত পিরালী সঙ্গত্রে পিরালীরা আজকাল অজ্ঞাতসারে হিন্দুসমাজের ভিতর একটু বেশী করিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বেলা ষাট্টে পরিমাণে আহার করিতে পাইত, শস্তের পরিবর্তে
সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা দ্বারা রাজস্বপ্রদান করিত, সেখানে দেবতা
মন্দির ও রাজভবন ইষ্টক নিৰ্ম্মিত হইত * অন্তান্ত সকলে বংশ
নিৰ্ম্মিত গৃহে অবস্থান করিত, এইরূপ একখানি অত্যাৎকৃষ্ট গৃহ
নিৰ্ম্মাণ করিতে পঞ্চসহস্রের ও অধিক মুদ্রা ব্যয় হইত, এরূপ
গৃহের কাঠ শুভে নানাপ্রকার মূর্তিখোদিত হইত, বেতেরছাল
দিয়া অতি নিপুণতার সহিত বুনান এবং অত্র দিয়া মণ্ডিত
হইত, বস্ত্রের জলবায়ু গৃহাদির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল,
এই জন্য এ প্রদেশে অতি প্রাচীন গৃহাদি দেখিতে পাওয়া
কায় না।

বর্তমান কালের লোকদিগের জায় সে সময়ের লোকেরা
বিলাস প্রিয় ছিলেন না, তাঁহারা পরিশ্রমী মিতব্যয়ী কিন্তু সং-
কক্ষে যথাসমর্থদান করিতেন, আজকাল আমাদের দেশের
সাংসারীভাবাপন্ন ধনবানেরা অতিথি সেবার যেরূপ কিছু ধার
ধারেন না, সেকালে কিন্তু যবন সংসর্গ ছুই ধনবানেরাও অতিথি
সেবারপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতেন আবশ্যিকানুসারে
তাঁহারা স্বয়ং অতিথির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিচর্যা
করিতেন।

* প্রতাপ নিৰ্ম্মিত মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ নিম্নোক্ত স্থানে
বর্তমান কালেও দেখিতে পাওয়া যায়। জয়নগরের মন্দির
পাঁচকুলের মন্দির, মোতলীর মসজীদ, গোপাল পুরের মন্দির
মুন্ডাকপুরের মন্দির, ঈশ্বরীপুরের বারঘারী, হাপসীখানা, বার-
ওমরার মন্দির ইত্যাদি। A list of Objects of
Antiquarian interest in the Lower province of
Bengal. দেখুন।

সে কালের লোকেরা সাধারণতঃ কৃষি, বাণিজ্য, রাজসেবা ও সৈনিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতেন। বাঙ্গালীর দৈনিকবৃত্তি একথা পাঠ করিয়া বোধ হয় অনেকেই সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না।

বর্তমানকালে সমগ্র ভারতবর্ষের দৈনিকবল অপেক্ষা বেহার উড়িষ্যাভ্যতীত এক বঙ্গদেশের দৈনিকবল তদপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক ছিল। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে বঙ্গের সৈন্ত সংখ্যা পরিগণনাকালে ২৭৭৫০০ পদাতিক ৩৬০২১০ অশ্বরোহী এবং ৬০৭ গজা-রোহী সৈন্ত উল্লেখ করিয়াছেন, এতদ্ভ্যতীত দ্বাদশ ভৌমিক রাজস্ববর্গ এবং অন্তান্ত জমিদারদিগের নিকটও স্বল্প বিস্তর সৈন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। আবুল ফজল বলেন স্বাধীন জিপুরারাজের অধীনে তৎকালে দুই লক্ষ পদাতিক এবং এক সহস্র হস্তী, কুচবিহার রাজের এক লক্ষ পদাতিক এবং এক সহস্র অশ্বরোহী সৈন্ত বর্তমান ছিল, এসকল ব্যতীত কামরূপ রাজ ও আসামের রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এ সকল দেখিয়া বোধ হয় সেকালে যুদ্ধাদি পৌরুষ-জনক কার্য্যকে “গৌয়ারতমি” আখ্যান প্রদান করা হইত না, কালের কি ঘোরতর পরিবর্তন ! তিন শতবৎসর পূর্বে যে জাতির বীরদর্পে মেদিনী কল্পিত হইত, ষাঁহাদিগের অসির বংশনাশকে দিক্ সকল পূরিত হইত আজ তাঁহাদিগের সন্ততি-গণের জন্মে বীরতার লেশমাত্র নাই। শত্রু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত সে সময় প্রত্যেক প্রদেশে বহুসংখ্যক দুর্গ-বর্তমান ছিল। কালক্রোতে সেই সকল দুর্গকর্তা বীরপুরুষদিগের

নামের সহিত এই সকল বীরকীৰ্ত্তি বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে * ।

রাজদরবারে।—সেকালের বাঙ্গালীরা মুসলমান নৃপতিগণের প্রধান আমা ও প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য পদতনের কেরাণী বা পাইকের কক্ষে জীবিকা উপার্জন করিতেন। রাজ-দরবারে তাঁহাদিগের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল ।

বাণিজ্য । বাণিজ্যের জন্ত বঙ্গদেশ চিরপ্রসিদ্ধ । আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময় বৈদেশিকগণের মধ্যে পটুগীজেরা আমাদিগের দেশে বহির্বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁরা ব্যতীত দিনেমার, ভিনিমিয়ান, ফ্রেঞ্চ, আরব প্রভৃতি লোকেরাও সময় সময় বাণিজ্যের জন্ত আগমন করিয়া প্রচুর উপার্জন করিতেন । যে সময় আমাদের দেশ হইতে পুণ্ড্র নদীর নানাস্থানে কার্পাস ও রসমের বহু প্রেরিত

* পাশ্চাত্যবর্ণের ভাস্কর জন্ত বঙ্গের লুপ্ত প্রায় দুর্গের একটা তালিকা প্রস্তুত হইল, ইহাতে বুঝিতে ক্রেশ হইবে না আমাদিগের পূর্বপুরুষেরা দুর্গের সদ্যবহার করিতে জানিতেন ।

তাঁহাদের গড়, মধ্যনাগড়, দাউদপুরগড়, কোলন্দরগড়, দারমা-গড়, জারগড়গড়, নারায়ণগড়, নরসিংগড়, কামিগড়, রাজগড়, রামজাঙ্গলগড়, মোখলপোতাগড়, নারফিনগড়, বাউড়েগড়, তান্নাগড়, কামগড়, বেতা (গড়বেতা) জালিকাগড়, দিগলগড়, মঙ্গলকোটগড়, সেনপাহাড়িগড়, বিষ্ণুপুরগড়, নিহাঙ্গড়, পাঁচোট-গড়, বরহামগড়, সারহাটগড়, করঙ্গগড়, জগদলগড়, কেল্লা-বাড়িগড়, মধ্যদপুর (সীতারামের দুর্গ) নৌকটিগড়, রাধাবাদ নদীর সঙ্গমে (বাধরগঞ্জ) একটি দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায় ।

বেনাল সাহেবের মানচিত্র হইতে সংগৃহীত হইল ।

হইত । বঙ্গের অগ্রে অনেকদেশের লোক জীবন ধারণ করিত । পৃথিবীর ধনবানেরা বঙ্গের হীরকে অলঙ্কৃত হইবার জন্ত বঙ্গদেশ-গামী বণিকগণকে তাহা আনাগন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন । বঙ্গদেশে তখন পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হীরক উৎপন্ন হইত * । অদৃষ্ট পরিবর্তনের সহিত বঙ্গদেশ হীরকের পরিবর্তে এক্ষণে অঙ্গার প্রদব করিয়া থাকেন ; আমাদের স্বর্ণপ্রসবিনী জন্মভূমি তখন স্ত্রবর্ণরেখা, দামোদর প্রভৃতি নদ নদীর বালুকাতে যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ প্রদান করিতেন । বঙ্গের সোরা বিদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রেরিত হইত । বঙ্গের লৌহ তখন নিতান্ত কম উৎপন্ন হইত না । বর্ধমানে “তেগা” নামক এক প্রকার তলবার প্রস্তুত হইত ; অসিজীবা ব্যক্তিগণের নিকট ইহা অত্যন্ত প্রশংসার সহিত গৃহীত হইত ।

এখনও উত্তর পশ্চিম ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের অতি বৃদ্ধ অম্লি মণ্ডজ ব্যক্তিদ্বিগের নিকট ইহার অনেক প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় । শ্রীহটে যেরূপ অত্যাৎকৃষ্ট চন্দ্র প্রস্তুত হইত সেরূপ ঢাল ভারতের কোন স্থলে নির্মাণ হইত না । ইহা যেমন লঘু তেমনি দুর্ভেদ্য এজন্ত ইহা ক্রয় করিবার জন্ত সকলেই আগ্রহ করিতেন । বঙ্গদেশ, সেসময় অর্ণবপোত, যুদ্ধতরী

* বঙ্গে হীরক উৎপন্ন হইত স্বদেশবাসীর মুখে একথা শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও বিশ্বাস করিতে আপত্তি হয় তাহা হইলে সেই পুরুষকে আমরা নিম্নোক্ত পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—Economic Geology of India 25—30 P. P. Tavernier's Travels in India Vol. II. III. Edits by V. Ball. Appendix. বঙ্গে হীরকের খনির বিষয় আবুলফজেল আইন-ই-আকবরীতেও উল্লেখ করিয়াছেন ।

প্রভৃতি স্থানগুলির জন্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করে । তুরস্কের মুলতানের জন্ত এদেশ হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ প্রত্যেক বৎসর প্রেরিত হইত । আলেকজেন্দ্রিয়ার জাহাজ অপেক্ষা ইহা স্থল দ্বারা অথচ সুদৃঢ় হওয়াতে তাঁহারা ইহার অত্যন্ত সমাদর করিতেন । এপ্রদেশে সে সময় দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্ত একপ আকারে একপ্রকার নৌকা নিৰ্ম্মাণ হইত যে তাহা নদীতটস্থ দুর্গের সমস্ত সংলগ্ন হইলে নৌকার উপর হইতে অবলীলাক্রমে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাইত । বর্তমানকালে এ সকল বিষয় বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে ।

• প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত । পটু গীজরা সময় সময় লবণের ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন উপার্জন করিতেন । সনদ্বীপ তাঁহাদিগের লবণ বাণিজ্যের প্রধান স্থল ছিল । সে সময় ছগলী সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রাম লবণের প্রধান বন্দর ছিল ।

কৃষি । - বঙ্গদেশে পুরাকালে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত প্রত্যাহার জন্মের পূর্বে, আইবন বাটুটা নামক একজন মুসলমান পরিব্রাজক বঙ্গদেশে আগমন করেন * তিনি বঙ্গ-

* I sailed for Bengal which is an extensive and plentiful country. I never saw a country in which provisions were so cheap. I there saw one of the religions of the west who told me that he had brought provisions for himself and his family for a whole year with eight dirhems. 194. P. Travels of Iben-Batuta.

দেশের জায় শতশতলভ দেশ কোথাও দর্শন করেন নাই। এখানে আট দরহাম হইলেই একটী পরিবারের এক বৎসরের আহার্য্যাদিবা সংগ্রহ হইত।” * প্রতাপের মৃত্যুর প্রায় সত্তর বৎসর পবে নবাব গায়েরগাঁৱ সময় বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ করিয়া টাউল বিক্রয় হইত।

বঙ্গের আম্র চিরপ্রসিদ্ধ, আইন-ই-আকবরিতে আবুলফজল সপ্তগ্রামের দাড়িম্বের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

বঙ্গে বৈদেশিকগণের অভ্যুত্থানের সহিত বঙ্গীয়গণের চরিত্রবল, ধর্ম্মবল, বাহুবল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাও এক্ষণে অল্পের জন্য লালায়িত হইয়া দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইহাদিগের বিষয় চিন্তা করিলে, ইহারা যে যখন আবার উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ, জগৎ মধ্যে প্রাধান্য্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারগ হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। পরম বারুণিক পরমনিয়ন্তা পরমেশ্বরের রাজ্যের কিন্তু সতন্ত্র নিয়ম, কোন জাতিকে অপর কোন জাতির অধীনস্থ করা তাঁহার নিয়ম বহির্ভূত, যখন এ কথা মনোমধ্যে উদয় হয় তখন বঙ্গদেশে আবার নৌভাগ্যস্বর্ষা উদ্ভিত হইবে এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। আবার যখন এক জাতির পতনের পর অন্য জাতির উত্থান এ বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন চিরপতিত বঙ্গের উপান হইবে মনে করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হই। আবার যখন ত্রিকালদশী ঋষিবাক্য মধ্যে পাঠ করি যে “হেমচন্দ্র নামে

* দরহাম বিভিন্ন মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা। একটী দরহাম ১০ আনার সমতুল্য।

একজন মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ জন্ম গ্রহণ পূৰ্ণক দাসত্বপাশ
হিন্ন করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা সংস্থাপন করিবেন”* । তখন সেই
পরমপিত্র শুভদিন দেখিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট করযোড়ে
অবনত হস্তকে দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয় ।

* বিখ্যাত পুরাণের বঙ্গদেশের অন্তর্গত যশোহর দেশ বর্ণন
দর্শন করেন ।

সম্পূর্ণ ।

পরিশিষ্ট প্রথম । *

রাগচন্দ্রস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বিখ্যাতা জগতীতলে ।
ভবানন্দো গুণানন্দঃ শিবানন্দো মহীভুজঃ ॥
শিবানন্দো মহাজ্ঞানী সৰ্ববিদ্যা বিশারদঃ ।
বৃহস্পতিসমো বাগ্মী কন্দৰ্পইব রূপবান্ ॥
দিল্লীশ্বরস্য মদ্রিত্বং তথা তেন হি লভ্যতে ।
দানে কর্ণসমঃ সোহপি গুণে চ বাসবোপমঃ ॥
ভবানন্দো মহাপ্রাজ্ঞো গোড়মদ্রী বভূব হ ।
শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্য সংজ্ঞকঃ ॥
পুত্রং যশোহরং রম্যং গজবাজী সমধিতম্ ।
স্থাপয়ামান স প্রাজ্ঞ স্তত্রোবাস প্রযত্নতঃ ।
চন্দ্রদ্বীপপুরাং তস্মিন্ কাশ্মস্থান্ ব্রহ্মণান্ তথা ।
বৈতুকানানয়ামাস সমাজেশ বভূব স ॥
তন্মাতুল মহাপ্রাজ্ঞো নাগবংশ সমুদ্ভবঃ ।
জীতমিত্র ইতি খ্যাতো মধল্যত্বেন ভাষিতঃ ॥
গুণানন্দঃ পুণ্যবাংশে শান্তচেতা দ্বিজার্চকঃ ।
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ ॥

* যে অবস্থাতে আমরা পাইয়াছি সেইরূপ মুদ্রিত হইল ।

বভুব খালিশাধীপঃ গোড়-কোষাধিপস্থথা ।
 দিল্লীশ্বর প্রসাদেন প্রচণ্ড বলবিক্রমঃ ॥
 মনন্তরায় সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ ।
 প্রাপ্নুয়াৎ সমরশ্রেষ্ঠঃ সর্দশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
 সিপ্রভক্তো গুণানন্দঃ পুত্রদারাদিভিঃসহ ।
 রাজবিপ্লবনে গোড়াৎ যশোহরং সমাগতঃ ॥
 কাত্রাসহ ততো বাসঃকৃতোহসৌশাস্ত্ৰচেতসঃ ।
 যশোহরস্তা রাজশ্রীস্তুতঃ সমুজ্জ্বলো ভবৎ ॥
 গুণানন্দ গুণানন্দো কুলীনো কুলদীপকো ।
 তস্যাস্ত কুলমাহাত্ম্যং নৈব শক্যোমি বর্ণিতুम् ॥
 সন্তগুন্য যথা তোজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ।
 বৃক্ষভাবাস্তয়োন্তেন প্রকাশো ভবতি ধ্রুবম্ ॥
 বিক্রমাদিত্য পুত্রশ্চ প্রতাপাদিত্যসংজ্ঞকঃ ।
 রাজরাজেশ্বরো বীরো মহাধনুর্ধরঃ স চ ॥
 উদ্ধারিতো বঙ্গদেশং যবনস্য করাৎ বলাৎ ।
 অশা বীর্যপ্রভাবেন দিল্লীশঃ কম্পিতঃ সদা ॥
 যুদ্ধে অর্জুন তুল্যশ্চ জ্ঞানে হি শঙ্করো যথা ।
 প্রতিজ্ঞায়াং যথা ভীষ্ম দানে কর্ণসমঃ স চ ॥
 অশৌহিণী পতিবীরো মহাদর্পাঘিতোহভবৎ ।
 কলিক চরণাশক্তো রক্ষিতোহপি তয়া কিল ।
 ফেরৎ মগ বীর্যঞ্চ যবনস্য বলং তথা ।
 খর্ব্বং কাকার শূরোহসৌ মহাকাল সমোরণে ॥

জিত্বা বঙ্গাধিপান্ বীরান্ রাঢ়াধিপান্ মহাবলান্ ।
 আসমুদ্রকরগ্রাহী বভুব নৃপশাৰ্দুলঃ ॥
 তৎপিতৃব্য মহাজ্ঞানী বসন্তরায় ভূপতিঃ ।
 মহাতেজা মহামানী সৰ্ব্বধন্য ভূতাংবরঃ ॥
 সরস্বতী সমোনাথী বুদ্ধৌ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপতিঃ ।
 মহাশাক্ত ইষ্ট ভক্তঃ সৰ্ব্বগুণৈশ্চ সংযুতঃ ॥
 অধ্যাত্ম জ্ঞানবিৎ সোহপি ব্রাহ্মণ্য প্রিয়ঃ সদা ।
 সৰ্ব শাস্ত্র বিদাম্ শ্রেষ্ঠঃ সৰ্বশস্ত্র বিশারদঃ ॥
 প্রতাপাদিত্য ভূপেন নিহতোহয়ং সপুত্রকৈঃ ।
 বসন্তরায় তনয়ঃ রাঘবঃ শৈশব স্মৃতঃ ॥
 অনৌকচি বনপ্রান্তে রাজপুত্র্য সুরক্ষিতঃ ।
 কচুরায়ন্ততঃ খ্যাতো বিধিনা জীবিতঃ কিল ॥
 বর্ষ দ্বাদশমাপন্ন তীব্রধী লক্ষণান্বিতঃ ।
 উপগম্যাতি দুঃখেন দিল্লীস্থর সমীপতঃ ॥
 নৃপাল চেষ্টিতং সৰ্বং জ্ঞাপয়ামাস বিস্তরাৎ ।
 সম্বাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গীরো মহীপতিঃ ॥
 প্রেষয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ ।
 প্রতাপাদিত্য ভূপালো যবনারী রণপ্রিয়ঃ ।
 নশানন সমো দর্পে সব্যসাচী সমোরণে ।
 আজিমাগমনং বার্তাং শ্রুত্বাপি ন নৃপোত্তমঃ ॥
 অধাবৎ সিংহনাদেন স্তনৈস্তৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
 নির্জগাম তদাতুর্গ-মাজিমো হি স্থিতো যথা ॥

বিনাশকং ঘোরশাসিত্যামাক্রমা-তৎবলং বলাং ।
 প্রাগ্‌হ্য বিবিধানস্তান্‌ সববন্‌ মৃতমুচ্ছিতঃ ।
 সদ্ভূতং সমরং ঘোরং ক্রতোমৌ নমনোপমঃ ।
 বংশ সহস্রদৈন্তানি ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা ॥
 আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভ্রতলে ।
 ক্রমা যুদ্ধে বলং নষ্টং সেনাপিপাজিমং তথা ॥
 দিল্লীশো দুঃখনস্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতা ব্রতঃ ।
 সেনাপিপবপার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ ॥
 বিংশতিতমাখানাঃ প্রেময়ামাস মহরং ।
 সেনাং ভীষণ নাদেন চকম্প চ বসুন্ধরাম ॥
 সেনাং বংশ মহাযোদাঃ সার্কং পক্ষাযুতৈর্বলৈঃ ।
 সেনাং বঙ্গদেশে চ বনুনায়াস্তটে ততো ॥
 সেনাং প্রেময়ামাস সেনাদার্থায় সত্তরং ।
 উষ্মগংগা দত্তস্ত বঙ্গাপিপ পুরং কিল ॥
 ক্রমাভিবাদনং ভূপং বিনয়ে ন উবাচহ ।
 সেনাজেজ্জ মহাতেজঃ বঙ্গাপিপ মহামতি ।
 সেনাং প্রবক্ষ্যামি যদর্থ মহমাগতঃ ।
 সম্রাট্‌ জাহাঙ্গিরঃ শ্রেষ্ঠো দিল্লীখণো মহাভূতিঃ ॥
 জানাতি ত্বাং মিত্রদ্রোহং রাজবিদ্রোহকং তথা ।
 প্রেময়ামাস সেনান্তং দমনার্থায় ভূপতে ॥
 ত্রয়ং ক্রতস্তস্ত সার্কং দৈন্তাদিভিরণৈ ।
 তস্মাৎ দ্বাবিংশ সেনান্তঃ সম্রাজোহনুমতঃ পুনঃ ॥

সমাগতা বঙ্গদেশে শাস্তি সংস্থাপনায় চ ।
 পশুহ্রিমমসিং রাজন্ লৌহবদ্ধমিস্তথা ॥
 যথামতিং গৃহাণার্য্য নোচেদ্ যথা বিধিং কুরু ।
 শ্রুতৈতৎ বঙ্গ ভূপালঃ ক্রোধেনারক্ত লোচনঃ ॥
 তদোত্তরং প্রদানার্থমিঙ্গিতং ভট্টকে কৃতং ।
 তস্মিন্ ভট্টস্তুমুখাচ আদেশো নৃপতেরয়ং ॥
 বার্ষাবহস্ত বধোান তস্মাত্তং স্থিতজীবিতঃ । ।
 ত্রুতং গচ্ছ হে দূত সেনানী যত্র তিষ্ঠতি ॥
 তচ্ছকাশে তু বক্তব্যং যথা সাধারণং কুরু ।
 কায়স্থানামসি ধর্ম্মঃ স্বর্গস্তপো ব্রতাদিকঃ ॥ *
 গৃহ্মি দেহি তং দেহি অসিঃপ্রাণস্তসিধনঃ ।
 পশ্চেমং যমুনাভোয়ং নীলকান্ত মণিপ্রভং ॥
 শক্ররক্তৈ রক্তবর্ণো ভবিষ্যত্যানুনাগিনা ।
 জানামি যবনান্ ক্লীবান্ দস্যুবল সমন্বিতান্ ॥
 বিড়াল ব্রতিকাস্তেহপি দাস্তিকাঃ লোকদম্ভকাঃ
 ধন্থধ্বজিনঃ ক্রুরাস্তে হিংস্রাঃ সর্কাতি সন্ধিকাঃ ॥
 প্রাপ্নুযুর্ভারতস্তস্মাৎ কলৌ তে প্রবরা ভবন্ ।
 বঙ্গাদিপ মহাতেজো যবনস্র যমোপমঃ ॥
 যবনানাং বধার্থায় প্রাপ্তোয়ম্ মানবী তনুঃ ।
 ইত্যুক্তা কেশবো ভট্টঃ গৃহিত্বাসিং তদা মুদা ॥
 চুষ্ময়িত্বা ততস্তূর্ণং প্রদদৌ নৃপসন্নিধৌ ।
 দূতঃ শ্রুত্বা নৃপাদেশং গতোহনৌ স্বীয় মন্দিরে ॥

প্রত্যাচ যদুক্তং হি সেনাধিপতিগম্মিধিং ।
 চ্যাকান্ত মহাশূর গুহ কুলস্থ ভূষণঃ ॥
 প্রতাপাদিত্য সেনানী হয় ঐবোপমঃ কিল ।
 প্রত্যাজ্ঞাং নৃপবরঃ প্রাকরোং স্রষ্টমানসঃ ॥
 স্বার্থং কুরু সজ্জাঞ্চ চতুরঙ্গবলৈঃসহ ।
 অথ সেনাধিপোবীরঃ প্রহর্য পুলকোদগমঃ ॥
 ব্রহ্মা যথাবিধিং সজ্জামাগতো রাজ সন্নিধিং ।
 বাক্যেণ প্রণম্য রাজেন্দ্রঃ সাক্ষিং সৈন্তাধিপং কিল ॥
 প্রাকরোহ রথং ভূগং নানা বল সন্নিধিতং ।
 নানা প্রকার বাত্মঞ্চ দুন্দুভিং মুরজাদিকং ॥
 বসিষ্ঠামাস সহসা প্রবিবেশ রণাজিরং ।
 প্রোত্থাংগৈরমস্ত্রঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্র সদৃশং মহৎ ॥
 শত্রুসৈন্তং সমালোক্য বনম্ স মুহুমুহুঃ ।
 দশ সহস্র সৈন্তাংশ্চ পাতয়ামাস ভূতলে ॥
 প্রাক্কামাস ধরণীং শোণিতেন মহাবলঃ ।
 দৃষ্টোক্তং রণং ঘোরং সেনান্তশ্চ মহাশূরাঃ ॥
 আগতা সমরে নর্কে কালকেয়াঃ সমা কিল ।
 ভরিত্ব রচয়ামাস ব্যূহঞ্চ পরমাদুতং ॥
 জয় হৃদ্যমাত্রেন তুরঙ্গান্তযুতানি চ ।
 সূর্য্যকলস্তো যধুঃ শীঘ্রং চতুরঙ্গ বলানিতঃ ॥
 জঘান প্রহরাক্টেন নর্কানেব শূরোত্তমান্ ।
 দিল্লীস্থ স্তথা ব্রহ্মা খানাঃ নর্কে হতা রণে ॥

ক্রোধানলেন সন্তুষ্টো প্রলয়াগ্নি সমোহভবৎ ।
 প্রেময়ামাস রাধেন্দ্রং মানসিংহং মহাবলং ॥
 তথা চাক্ষৌহিনীং নৈল্যং হাবসৌ চাপগণাদিকম্ ।
 জয়পরেশরো দীর্ঘঃ ইক্ষাকুকুলভূষণঃ ॥
 চচাল সিংহনাদন প্রকম্পিত বসুন্ধরা ।
 চতুবক্ষ বলৈঃ সার্কিমাগতঃ স যশোহরং ॥
 রাঘবেন তথা দীরো জলদগ্নি শিখোপগঃ ।
 প্রেময়ামাস শূরেন্দ্রো দূতং বঙ্গেশসন্নিধৌ ॥
 আদায় শৃঙ্খলা খড়্গৌ লেখনাঞ্চ দ্রুতং যযৌ ।
 রাজ্ঞঃ পুরং সমাগত্য দূতস্তু বিনয়ান্বিতঃ ॥
 রুদ্রাভিবাদনং ভূপং লিখনং প্রদদৌ ততঃ ।
 পঠিহা লিখনং রাজা ক্রোধেনারক্ত লোচনঃ ॥
 তদোত্তরং প্রদানার্থং ভট্টস্তুর্নোঙ্গিতোহভবৎ ।
 ভট্টো দূতমুবাচেদং মুচুস্তে নৃপতিং প্রবৎ ॥
 সম্বন্ধং যবনৈঃ সার্কিং কৃতবান্ ক্ষত্র পক্ষবঃ ।
 অনিত্যাদেহ সুখার্থং দুর্নিতং প্রাকরোং কুলং ॥
 গৌরবং ভারতস্মাপি নাশয়ামাস দুর্মতিঃ ।
 অসিজীবী ক্ষত্রিয়শ্চ বিজ্ঞাহীনঃ সুখ প্রিয়ঃ ॥
 পশুপৎ ধর্মসংযুক্তো বিলাসাপ্রিয়ঃ সদা ।
 অভবৎ বীর্যাহীনশ্চ উদ্যোগরহিতস্তথা ॥
 তস্মাত্তং ক্ষত্রিয়ং ধর্ম্যং ন বেত্তি জড়বুদ্ধিমান্ ।
 অনিনা রক্ষণং রাজ্যমস্মতং স্থাপনং কৃতং ॥

উঃ ভৌকত্রিয় ধর্মো চ ভূমৌ খ্যাতৌ মহাশূরঃ ।
 যুগ্মত্যাগ্যায়ং কত্রিয়ো যো বিপক্ষানুগততা ভবেৎ ॥
 ইদা কীর্তিং সমাপ্নোতি পরত্র নরকং ব্রজেৎ ।
 ত্রয়তং গচ্ছ হে দূত যত্র তিষ্ঠতি ভূপতিঃ ॥
 তদ্বকাশে তু বক্তব্যং যথানাদ্যং রণং কুরু ।
 ইত্যাশ্রিত্য কেশবো ভট্টো গৃহীতাসিং ততোমুদা ॥
 চুস্মরিয়া তু তং ভূর্ণং প্রদদৌ নৃপসন্নিধৌ ।
 শ্রবণং তদ্বচনং মানঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ ॥
 মন্ত্রাণ্যং কৃতবান্ রাজা শিবিরে মন্ত্ৰিভিঃ সহ ।
 বৈশমিনিখ্যাতনার্থায় ছিদ্রজ্ঞো রাঘবো বলী ॥
 তদেধ জ্ঞাপয়ামাস ভাতুবীৰ্য্যং পরাক্রমং ।
 সামান্ত্যং ন বিজানি হি বঙ্গ রাজ্যাধিপং ক্রুবং ॥
 জাবামি ত্বাং মহাশূরং শস্ত্রাস্ত্রগ্রাহিনাং বরঃ ।
 তথাপি বঙ্গ ভূপালং সামান্ত্যং নহি মন্যতে ॥
 যৈঃ সার্কং সমরং পূর্বং ত্বমাকার্ষী নৃপোত্তমঃ ।
 বিজ্যা হীনা তু তে সর্কৈ পশুবৎ বলসংযুতা ॥
 কায়েছোসৌ মহাশূরঃ সর্কবিজ্যা বিদাস্বরঃ ।
 তেন সার্কং যদা যুদ্ধং সাবধানো ভবিষ্যসি ॥
 অস্ত্র মন্ত্রী মহাবীরঃ শকরঃ শকরোপরঃ ।
 নীতিশাস্ত্রস্তু তত্তত্ত্বজ্ঞো যুদ্ধবিজ্যাবিশারদঃ ॥
 তস্ত্র কেনাদিপো রাজন্ সূর্য্যকাস্ত্রো মহারথঃ ।
 যোদ্ধা বলবতাং শ্রেষ্ঠো মেঘনাদোপমোরণে ॥

যশোহরং তু সম্প্রশ্য লক্ষ্যায়ং সদৃশং নৃপ ।
 রক্ষিতং যোদ্ধৃভিঃ সর্কে বেষ্টিতং যমুনাস্তসা ॥
 দুর্ভেদ্যং স চ দুর্গেন সংল্লিষ্টং রক্ষিতং বলৈঃ ।
 সত্ততং ভীষণং রাজন্ শতশ্চৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥
 অগ্নিচূর্ণ সমাপ্নঃ সুরক্ষো ভীষণঃ কিল ।
 গুপ্তং রণাজিরঞ্গাস্তে প্রতিচ্যাং পুরতো দিশি ॥
 তস্যোত্তরে ক্ষেত্রমেকং ক্রোশমাত্র প্রমাণকম্ ।
 রক্ষিতাশ্মগ্নি চূর্ণানি তদধস্তাং নৃপোত্তম ॥
 দক্ষিণস্থাং বলং চাস্তে তত্র পর্কতসম্ভবাঃ ।
 আমমাংসাসিনঃ সর্কে বলাস্তিষ্ঠন্তি দুর্জ্জরাঃ ॥
 পূর্বাশ্চাং দিশিচৈবাস্তে দুর্ভেদ্যং দুর্গমদ্রুতং ।
 ফেরঙ্গবলিভিঃ সম্যক্ রক্ষিতং কুটযোদ্ধৃভিঃ ॥
 গজবাহায়ুতাঃ সন্তি পশ্চিমং দ্বারমাশ্রিতাঃ ।
 উত্তরদ্বারি তিষ্ঠন্তি সাস্থবাহঃ নপত্তয়ঃ ॥
 তিষ্ঠন্ত্যুতনশ্চ্যাস্ত প্রাচ্যামপি তথৈবচ ।
 রক্ষিণো বঙ্গজাবীরা দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥
 ঢালিনো হি মধ্য কক্ষে গজাশ্বরথপত্তয়ঃ ।
 নানান্ত্র কুশলাঃ সর্কে সংরক্ষন্তি যশোহরং ॥
 পুরকুচ্যাস্তরং ক্ষেত্রং নৈরুতৈর্যং প্রপশ্যসি ।
 তত্রনৈম্যং সমাশ্রিত্য ব্যূহং রচয় সত্ত্বরং ॥
 মানসিংহ স্ততোঃ পশ্চিমে কচুরায়শ্চ বীর্যবান্ ।
 আজগাম রণক্ষেত্রং চতুরঙ্গবলৈঃসহ ॥

স্ত্রীনাভিরচয়ামাস ব্যাহং তত্রাঙ্গচন্দ্রকং ।
 দৈনিকাঃ স্থাপয়ামাস বৈর্যাক্রমনহেতুবে ॥
 ব্যাহং দক্ষিণে তস্থুচাশ্ব বাহাসপত্যঃ ।
 রুমালীকাশ্চ বামে গজবাহস্ত সন্মুখে ॥
 পৃষ্ঠে মহারথাঃ সর্কে পার্শ্বয়োশ্চাপবোধয়ঃ ।
 যোবাং পৃষ্ঠে সমুত্তস্থঃ ক্ষুদ্রনালিকধারিণঃ ॥
 বাগ্গিশূল গদাপাশশক্তিতোমর ধারিণঃ ।
 যথাস্থানং সমাবেশং কৃতবান্ ভীমবিক্রমঃ ॥
 পুংসাদি বলাধীশমনীকিনী পতিস্তথা ।
 পাতিনেনা মুখান্ স্ত্রীানৈন্যানাং নায়কানপি ॥
 দৃষ্টবঃ স বাদকৈশ্চৈব পাত্রমিত্রাদিভিঃ সহ ।
 স্থাপয়ামাস শস্ত্রজ্ঞ যথাস্থানং নরাধিপঃ ॥
 মানসিংহ ব্যাহস্যাগ্রে মধ্যদেশে তু রাঘবঃ ।
 পৃষ্ঠে চবামিরান্ সর্কে বাহিনী পত্যস্তথা ॥
 এবে বলবতাং শ্রেষ্ঠো নানাস্ত্র কুশলাস্তদা ।
 যথাস্থানং সমানাত্য বণভূমাবুপস্থিতাঃ ॥
 জ্যোতিস্ত মানসিংহস্য দিল্লীশস্য জয়স্তথা ।
 ইত্যেবং গজ্জয়ামাসু ঘোররাবৈশ্চ দৈনিকাঃ ॥
 কালিকা পূজনার্থায় বদ্ধাধিপস্ততপরং ।
 পূজোপকরণৈঃ সাক্ষিং দেব্যা মন্দিরমাযযৌ ॥
 অর্চয়িত্ব মহামায়াং বিধিনা ভক্তিপূর্বকং ।
 তুষ্ঠাবাদনাশার্থং শিবাং মহিমমদ্ভিনীং ॥

নমো শঙ্করকান্তায়ৈ দুর্গায়ৈ তে নমো নমঃ ।
 নমো দুর্গতি নাশিত্রৈ মায়ায়ৈ তে নমো নমঃ ॥
 প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিনংহারকারিণি ।
 স্বংপাদ শরণং যামি রক্ষমাতর্ষশোহরং ॥
 ত্বং প্রসন্নো ভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে ।
 গিরিজেশ্বরভূক্তে মাতর্মহিষস্মি ত্রিলোচনি ॥
 যবনানাং বধং কৃত্বা রক্ষ মাং শরণাগতম্ ।
 বজ্রেশ্বরস্তবং কৃত্বা প্রসন্নোহভবদম্বিকা ॥
 মাইভরিত্যেবমুক্তঃ সন্ তত্রৈবাস্তরধীয়ত ।
 ততোলঙ্কবরো রাজা প্রবিষ্ট শিবিরং দ্রুতম্ ॥
 আজুহাব বলান্ সর্কান্ সমরার্থায় সত্ত্বরং ।
 সেনানী সূর্য্যকান্তশ্চ রঘু প্রাচ্যাপতিস্তথা ॥
 ফেবঙ্গপতি রুডাখ্যো বিড়ালান্ধকুলোদ্ভবঃ ।
 গুপ্তেনেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ ॥
 সামন্তো মদনশ্চৈব চালীনাং পতিমল্লজঃ ।
 দত্তঃ প্রতাপসিংহশ্চ মহারণিগণাধিপঃ ॥
 এতৈঃ সৈন্তগণৈঃ সার্কমাজগ্ম নৃপসম্মিধিং ।
 কৃত্বাতু মন্ত্রণাং রাজা বোদ্ধৃতিঃ সহিতং তদা ॥
 অধাবৎ সিংহনাদেন প্রবিবেশরণাজিরং ।
 ব্যূহং বিরচয়ামাস খগাখ্যং ভীমদর্শনং ॥
 তত্র সংপ্রেষয়ামাস নিষোদ্ধুং সর্কসৈনিকান্ ।
 রুডা নৃপাজয়্য তুর্ণং সার্কং ফেরঙ্গ সৈনিকৈঃ ॥

আক্রম্য বাহপার্শ্বঞ্চ নিজ্জঘানামিরান্ দশঃ ।
 দত্তঃ প্রতাপসিংহোহপি স্বসৈন্যৈঃ পরিবষ্টিতঃ ॥
 আগত্য বামকক্ষে চ ছেদয়ামাস সৈনিকান্ ।
 সূর্য্যাকান্তোমহাশূরশ্চতুরঙ্গৈ বলৈঃ সহ ॥
 আক্রম্য মানসিংহঞ্চ চকার ঘোরসংযুগং ।
 অদ্ভুতং কৌশলং দৃষ্ট্বা মানসিংহো মহাবলী ॥
 বিষ্ময়ং তত্র নম্ভ্রাপ্য মহাক্রোধষিতোভবৎ ।
 কোপেন যুযুধে শূরঃ কালান্তকষমোপমঃ ॥
 বিদ্বাক্তান্ বারয়ামাস স্বসৈন্যৈস্তু মহারুঘা ।
 ক্রুদ্ধা হৃৎ তুমুলং যুদ্ধং পরস্পরজয়ার্থিনৌ ॥
 চতুর্দশ শরজালঞ্চ মহাঘোরতরং তদা ।
 নাসীকেভ্যো বর্জুলানি চাপেভ্যশ্চশরাস্তথা ॥
 নিপাতুঃ সৈন্যগাত্রেষু সমাচ্ছাদ্য রণস্থলং ।
 বসন্তা জবলাঃ নরো দিব্যসজ্জানপূর্ব্বকং ॥
 লীলয়া ছেদয়ামাস মানসিংহস্ত সৈনিকান্ ।
 সেনানী সূর্য্যাকান্তশ্চ সেনানী সদৃশো রণে ॥
 সৈন্যং দশ সহস্রং জঘান বলিনাং বরঃ ।
 তুণং ক্রডাস্ততঃ পৃষ্ঠাং সার্কিং সৈন্যে মহাবলঃ ॥
 মানসিংহং সমাক্রম্য কালকেয়ো সমোরণে ।
 অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা কুটযুদ্ধবিশারদঃ ॥
 বিংশ সহস্রসৈন্যঞ্চ জঘানাথাবলীলয়া ।
 মানসিংহস্তথা দৃষ্ট্বা বলং নষ্টং মহাযুধি ॥

আমিরান্ প্রেষয়ামাস দশ হাবসী বলৈঃ সহ ।
 স্থলৌষ্ঠাস্তে কৃষ্ণবর্ণাঃ শূরাশ্চ বিকৃতাননাঃ ॥
 ভীষণা রক্ষস্যাঃ তুল্যাঃ সর্কেঃ কুণ্ঠিতমূৰ্দ্ধজাঃ ।
 রুডাং প্রাণি সমাপাবন্ বুদ্ধবতা যমোপমাঃ ॥
 ভল্লান্যস্ত্রানি বিক্ষেপুর্জগ্মিষা মুহুমুহুঃ ।
 চমুভঙ্গং ততঃ কৃত্বা নিজস্বস্তে বহুন্ বলান্ ॥
 পৃথিৎ সংগ্রবামাস শূরাঃ সৈনিকশোণিতৈঃ ।
 রাজপুত্রসৈন্যগণাঃ যুদ্ধে বিংশসহস্রকাঃ ॥
 গাজিনা রক্ষিতাঃ সূর্য্যকান্তং চক্ৰমিরে তদা ।
 তীক্ষ্ণান্যস্ত্রানি সংগৃহ্য বিক্ষেপুস্তে মুহুমুহুঃ ॥
 চমুভঙ্গং ততঃ কৃত্বা নিজস্বস্তে বহুন্ বলান্ ।
 লীলয়া ছেদয়ামাস বলানযুত সংখ্যাকান্ ॥
 ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং সর্কে সংগ্রামে বঙ্গসৈনিকাঃ ।
 তানেব বারয়ামাস্তদ্বিব্যাস্ত্রেণ পুনঃ পুনঃ ॥
 জননৌ জন্মভূমিঞ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ।
 যশোহরং সমারক্ষ যবনেভ্যঃ পরস্পরং ॥
 ইত্যুক্ত্বা রিপুভিঃ সাক্ষং যুযুধীর্মবিক্রমঃ ।
 জগ্মুস্তেহপগণানীকং তীব্রঘাতেন লীলয়া ॥
 বভূব সমরং ঘোরং মাংসশোণিতকর্দমঃ ।
 নিজস্ব রাজপুত্রাশ্চ সৌক্ষ্মা বঙ্গমহাবলাঃ ॥
 সূর্য্যকান্তো মহাশূরঃ সর্কশস্ত্রবিশারদঃ ।
 পাতয়ামাস গাজিঞ্চ অসিঘাতেন ভূতলে ॥

কুলাকাঃ বিংশসাহস্রা মামুদেন বিচালিতা ।
 নন্দপেণ সমাগম্য প্রতাপস্তাস্ত্রিকে তথা ॥
 হীরা ক্ষুদ্রনালীকাং দবযুর্বর্তুলানি চ ।
 যথিনঃ পঞ্চ সাহস্র্যাং নিজস্বস্তে রণাজিরে ॥
 অধাবৎস্তে ততস্তূর্ণং বঙ্গসেনাপতিং প্রতি ।
 ততঃক্ৰং ঘাতয়ামাস দিব্যৈরস্ত্রপ্রহারণৈঃ ॥
 যুদ্ধে বলং নষ্টং প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ ।
 তদ্বাল ক্রোধতাম্রাক্ষঃ প্রলয়াগ্নি সমোবলী ॥
 পার্শ্বীয়গণৈঃ সার্কং ঢালিভিঃচাপি সত্তরং । †
 সমাসিংহং মহাবীরং চক্রমে শমনোপমং ॥
 চত্বাসি ফলকৈঃ সার্কং পার্শ্বীয়গণাস্থথা ।
 যিবিশুব্যুহ মধ্যো ভু গর্জ্জয়িত্বা মুহুমূহঃ ॥
 যুদ্ধমত্তা মহাশূরা আমমাংসপ্রিয়া সদা ।
 ঘোরাঃ শোণিতভোক্তাশ্চ দুর্জয়া রণ দুর্শ্রদা ॥
 বিবিধাৰ্য্যারসন্ধানং চর্মণামিততেজসঃ ।
 চিহ্নিহুঃ খড়াঘাতেন মানসিংহস্তা সৈনিকান্ ॥
 জয়েতি নিনদৈঃ সর্কেঃ হস্তারশ্চ পুনঃ পুনঃ ।
 কম্পয়িত্বা রিপুগণান্নতুস্তে রণাজিরে ॥
 পৃথক্ ভূত্বা কচিৎ সর্কে সমবেতাঃ কচিৎ কচিৎ ।
 কদাচিৎ বামতো গত্বা কদাচিচ্চৈব দক্ষিণে ॥
 ব্যুহমধ্যে কদাপিহু ভূত্বা দৃশ্যা অপি কচিৎ ।
 গত্বা ধীরঃ কচিৎ দূরং কদাচিচ্চ সমীপগাঃ ॥

অদ্ভুতং সমরং চক্রু রিপুসৈন্তগণৈঃ সহ ।

স্বসৈন্তং নিহতং দৃষ্ট্বা মানসিংহো ভয়ং যযৌ ॥

দেবী যুদ্ধে যথা ভূতাঃ পিশাচা ভৈরবাদয়ঃ ।

অমুরান্ ঘাতয়ামাসুর্নৃতুস্তে যথা রণে ॥

তথৈব চরণাঘাতে মুষ্টিাঘাতে-স্তথাভৃশং ।

খড়্গা চর্ম্ম প্রহারৈরস্ত সমাজস্মু বহুন্ বলান্ ॥

পঞ্চবিংশসহস্রাণি সৈন্তানান্ বিনিহত্য চ ।

হসন্তো নৃত্যয়াঞ্চক্রু রণোন্মত্তা স্তদাহবে ॥

ঢালীনস্ত ততঃ সর্কে মদনেনাভিরক্ষিতাঃ ।

অধাবন্ ভীমনাদেন জয়পুরেশ্বরং প্রতি ॥

তস্মাস্তিকে সমাগত্য সংযুতা ঋজু সর্পিভিঃ ।

চিচ্ছেদুর্কাহনং তস্ম কুঞ্জরং ঘোরদর্শনং ॥

উল্লঙ্ঘনেন নৃপতিঃ পপাত ধরণীতলে ।

মহাবাহু মহাশূরঃ সর্কশস্ত্র ভূতাংবরঃ ॥

খড়্গামেকং সমাদায় তীক্ষ্ণং সূর্য্যসমপ্রভাং ।

জঘান ক্ষিপ্রে হস্তোসৌ ঢালিনং সুবহুন্ রণে ॥

দৃষ্ট্বা চ বিপদং ঘোরং হাহাকার রবৈস্তদা ।

বজ্র সেনাপতিং ত্যক্ত্বা সৈন্তপা মামুদাদয়ঃ ॥

মানস্ত প্রাণ রক্ষার্থং জগ্মুঃ সন্ত্রস্তমানসঃ ।

ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং বীরাশ্চক্রু ঘোরতরং রণং ॥

সূর্য্যকাস্তস্তথা রুডা প্রতাপশৈব বীর্য্যবান্ ।

তেষামনু প্রধাবন্তো ববধুর্বিবিধাযুধং ॥

মনোজর্জরিতঃ ক্ষুণ্ণঃ সর্পিষাতেন সঙ্করং ।
 তাক্তা রণং সমাকার্ষীং স্বসৈন্তেন পলায়নম্ ॥
 স্থাপয়ামাস সৈন্তানি গত্বাহসৌ ক্রোশ পঞ্চকম্ ।
 হিং দুঃখেন সন্তপ্তো নির্জগাম স্বমন্দিরং ॥
 ইক্সা সময়মালোক্য বজ্রাধীশো মহাবলঃ ।
 যজ্ঞনাং গতিরোধায় স্থাপয়ামাস সৈনিকান্ ॥
 বাদয়ন্ বিজয়ং বাত্য়ং শিবিরং স্বং সমাগমং ।
 স্বাক্ষাদেন সংযুক্তো রাত্রিকৈবাতিবাহয়ং ॥
 যাতো রাজ্যাবসানে তু প্রতাপাদিত্য ভূপতিঃ ।
 প্রত্যঃকৃত্যং সমাপ্যথ প্রহৃষ্ট মনসা তদা ॥
 বিপচারং গৃহীত্বা তু দেব্যামন্দিরমাগমং ।
 দেবীং সংপূজ্য ভক্ত্যাসৌ তুষ্ঠাব ত্রিপুরেশ্বরীং ॥
 বিপক্ষ বিজয়ার্থং হি দেব্যা লব্ধা বরং বলী ।
 তাজ্জগাম ততোরাজা বজ্রাসংকুল্য সৈনিকাঃ ॥
 উজ্জয়োঃ সৈনিকাঃ সর্বে রণক্ষেত্রমুপাগতাঃ ।
 চক্ৰধোরতরং যুদ্ধং জয়শ্চৈব বলান্ বহুন্ ॥
 অধাবৎ স্তরগা অস্থান্ হস্তিনশ্চ গজান্ প্রতি ।
 রথিনোপি তথা ধাবন্ রথিনঃ প্রতি সংযুগে ॥
 পদাতয়ঃ পদাতীংশ্চ পরস্পর জয়েচ্ছয়া ।
 সংযুজ্জু ধোর সংগ্রামং শস্ত্রাশ্চৈ রোমহর্ষণং ॥
 ব্যাধ্রবা বিনিগত্য তুরঙ্গা ভীমবিক্রমাঃ ।
 বিপক্ষান্ প্রত্যধাবন্তে কুজনালাক পাণয়ঃ ॥

প্রলয়াগ্নিসমানানি ববধু'ব'র্তুলানি চ ।
 ধূমৈঃ পরিবৃতং সৰ্কং স বভূব রণস্থলম্ ॥
 তে সৰ্কৈ কুট যোদ্ধারো মামুদেনাভিরক্ষিতাঃ ।
 সৈন্তান্ন্যযুতসম্মানানি নিজস্ব রণদুর্শ্রদাঃ ॥
 দত্তং প্রতাপগিংহঞ্চ নির্যাস্তত্র যমক্ষয়ং ।
 দৃষ্টেতৎ বঙ্গজাবীরাবভূবুবি'মুখা রণে ॥
 সৈন্তা ভঙ্গং সমালোক্যং রুডা স্ববলসংযুতঃ ।
 বারয়ামাস তান্ সৰ্কান্ ঞ্চাভৈর্মা'ভৈর্গদগ্নিদম ॥
 নানীং দিগ্বিদিশাং ভেদো-ঘাতয়ামাস সৈনিকান্ ।
 মানুদঞ্চ বলাধীশং শেলঘাতেন চাবধীং ॥
 তুরস্কান্ দশ সাহস্রান্ বিনিহত্যাবলীলয়া ।
 সন্নিধৌ মানসিংহস্ত সবীরোদ্রুতমভ্যাগাং ॥
 মানুদং হতমালোক্য মানো দুঃখেন পীড়িতঃ ।
 রুডাগাক্রম্য বলিভির্হাব'সী সৈন্তং সমারুতঃ ॥
 রাজপুত্রৈরপগণৈর্দশভিচ্চাগিরৈর্যুতঃ ।
 রুডা সৈন্তগণান্ শূরো নিজঘান বহুন্ রণে ॥
 প্লাবিতা প্রাভবন্তত্র কাশ্যাপী সৈন্যশোণিতৈঃ ।
 ততোযুদ্ধমভূদ্ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণং ॥
 মদনঃ সূর্য্যকাস্তশ্চ শঙ্করশ্চ তথা রঘু ।
 এবং দৃষ্টা তু তে বীরা রুডা সন্নিধিমায়যুঃ ॥
 মানং প্রত্যযুধান্যেতে রুঘা শস্বং প্রচিক্ষিপুঃ ।
 চিচ্ছিত্ত্বস্তং বলান্ তত্র বলিনো ঘোরসংযুগে ॥

হাবনী সেনা স্ততস্তূর্ণং ব্যাহাগ্নিগত্য দুঃখয়াঃ ।
 প্রাচ্যৈশ্চ বঙ্গ সৈন্যেযু মমম্বুস্তানি গর্দিতঃ ॥
 গর্জয়িত্বা মূলঃনর্কে মহাকারা মহাবলাঃ ।
 তত্রাষ্ট্রেখাতয়ামাস বঙ্গজানযুতান্ধিকান্ ॥
 তেপি কৃত্বা মহযুদ্ধং বাণখড়্গাদিভি স্ততঃ ।
 প্রাচ্যৈর্বিমোচয়ামাস হাবনী সৈন্যং মহাবলং ॥
 মদনেন হতা কেচিৎ শঙ্করেন তথাপরে ।
 রুদ্রা বধু হতাঃ কেচিৎ সূর্য্যকাস্তেন চাপরে ॥
 হাবন্যা দশসাহস্রা ভীষণা রাক্ষসোপমাঃ ।
 রুদ্রা তু তুমুলং যুদ্ধং নিপেতুন্তে রণাজিরে ॥
 রাক্ষসত্রা যুতৈঃ নার্কং তথৈবাপ গণৈঃ সহ ।
 তুমুল দশসাহস্রৈঃ সংব্রতো মানসিংহকঃ ॥
 দ্রষ্টব্যং ক্রোধ সন্তপ্তঃ প্রাবধং বঙ্গসৈনিকান্ ।
 অলপাদশসাহস্রং প্রাচ্য সৈন্যং মহাবলী ।
 বঙ্গাদীশং ততোপাবং সিংহং সিংহো যথারণে ॥
 মানসাগত মালোক্য সূর্য্যকাস্ত বলৈঃ সহ ।
 রুদ্রা ঘোরতরং যুদ্ধং রোধয়ামাস তদগতিং ॥
 পার্শ্বৈতে চাণালিভিঃ নার্কং প্রতাপোহপি মহীপতিঃ ।
 অপারিৎ সিংহনাদেন মানসিংহবধেচ্ছয়া ॥
 নর্পাণানি বিনিষ্কিপ্য চালিনো যুদ্ধকৌশলাঃ ।
 চিচ্ছিত্তস্তস্ত চক্রঞ্চ পতীংশ্চৈব তথা বহুন ॥
 পার্শ্বীয় বলশ্চাপি খড়্গাচন্দ্রাদিভিঃ সহ ।

শত্রু ব্যুহং সমাবিশ্চ চক্রুর্ঘোরতরং রণং ॥
 ক্রুত্বা সর্বেহক্ষুঃ ৩৭ যুদ্ধং ঘাতয়িত্বামিরান্দশ ।
 সৈনিকান্ পাণ্ডয়ামাসুস্তম্বিনযুত সঙ্খ্যকান্ ॥
 স্বসৈন্তং নিহতং দৃষ্ট্৷ মানং প্রাপ্য ভয়ং তদা ।
 চক্রে স্বপ্রাণ রক্ষার্থং রণং ত্যক্ত্৷ পলায়নম্ ॥
 সঙ্খ্য৷ সমাগতং দৃষ্ট্৷ বজ্রাধীশো মহাবলঃ ।
 বাদয়ন্ বিজয়ং বাজ্যং স্বীয়মন্দির মাষযৌ ॥
 ক্রুত্বা দেবং নমস্কৃত্য সাযং সঙ্খ্য৷ মুপাস্ত চ ।
 দ্যুতক্রীড়া চকারাসৌ পাত্র মিত্রাদিভিঃ সহ ॥
 ভিক্ষার্থ মগমন্তুঃ বুদ্ধৈকা চির দুঃখিতা ।
 প্রার্থয়ামাস সা ভোজ্যং বাট্যৈরুচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ
 তস্তা ঘোর ধ্বনিং শ্রুত্বা ক্রীড়মানোনরাধিপঃ ॥
 অনুজ্ঞাং ঘাতিনে প্রাদাৎ ছেদয়াস্ত্রাস্তনদয়ম ।
 প্লহাঘাতী ততো বুদ্ধাং শ্মশানমানয়ৎ ধৃতম ॥
 অহিহৃদুর্ম্মতিস্ত্রাস্ত্রাস্তনে খড়্গেন তৎক্ষণাৎ ।
 দ্যুতক্রীড়াং পরিত্যজ্য গত্বা রাজা স্বমন্দিরম্ ॥
 সুখেনোপবসদ্রাত্রৌ হৃষ্টঃ স্বাস্তঃ পুরাজিরে ।
 জ্ঞাতিশ্চরভুদণ্ডেন চামরেনাথ বীজিতঃ ॥
 ক্রীড়য়ামাস তত্রৈব মহিষ্য৷ সহ ভূপতিঃ ।
 এতস্মিন্নস্তরে তত্র যুবত্যেকা মনোরমা ॥
 কোমলাঙ্গী কুশাঙ্গী চ রূপাঢ্যাদিব্য দর্শনা ।
 বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্৷ চ ভাবিনী চোরতন্তনী ॥

কমলা কামজপ্যাচ কুন্তলোজ্জলমস্তকা ।
 মুখাঙ্গী চঞ্চলাপাঙ্গী মন্তবারণগামিনী ॥
 চরিত্রহাসা শুভ্রদংষ্ট্রা যোড়শী মোহদায়িনী ।
 দিক্যবস্ত্রপরিধানা গৌরাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা ॥
 অলঙ্কিত মুপায়াতা প্রতাপাদিত্যসন্নিধৌ ।
 অভিবাছ চ রাজানমুবাচ বিনয়ান্বিতা ॥
 বঙ্গাধিপ মহারাজ দরিদ্রানাঞ্চ পালক ।
 ব্রহ্মবংশোদ্ভবানাথা দুঃখার্তাঃ সমুপাগতা ॥
 ত্বেত্বেত্যন্তে প্রার্থয়াম্যহং দেহি দেহি নরাধিপ ।
 মধুসূদনান্নরাধীশোহতচিত্তোহতি বিস্মলঃ ॥
 তব বচনসাকর্ষ্য তামুবাচ মহাজনা ।
 মমস্যাং কাপি দুষ্টে ত্বং ভাষিত্বং কিংন লজ্জসে ॥
 কস্যাদি ঘোর তর্মান্বিন্যাং কেলিমন্দীরমাগতা ।
 ইদং জানামি ভিক্ষার্থং নাগচ্ছেৎ ভিক্ষুকো নিশি ॥
 ধর্মমুখ্যরাত্রৌ ত্বং কথং চরসি পাপিনি ।
 পতিপুত্রগৃহাদীনি ত্যক্তা কামেন বিস্মলা ॥
 ভিক্ষাং হ্রল মুপাশ্রিত্য ভ্রমসি ত্বং যথেষ্টয়া ।
 মন্তোহ্মাং ধর্মতো ভ্রষ্টাং গচ্ছ গেহাদ্ ভ্রতং মম ॥
 নোচেহ্ ব্রবং প্রদাস্তামি তুভ্যং সমুচিতং ফলম্ ।
 দুশ্চরিত্রাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা কুত্বালাপতয়াসহ ॥
 পুমান্ ধর্ম্যাং প্রমুচ্যেত প্রোক্তমেতন্মহাত্মভিঃ ।
 গচ্ছ গচ্ছ ততস্তু ত্বং স্বস্থানং সমরাজ্যতঃ ॥

তামেব ক্রোধতাত্ত্বাক্ষো বজ্রেশোহ কথয়ং পুনঃ ।
 ভূপবাক্যং ততঃ শ্রুত্বা প্রত্যাচ প্রহৃষ্য সা ॥
 স্থিতাহং শক্তিরূপেন সৰ্ব্বভূতেষু নিত্যশঃ ।
 স্থিয়াঃ শক্ত্যা নভেদোহস্তি ন হি জানাসি দুৰ্ম্মতে ।
 স্তনাবত্ৰ ত্রয়া ছিন্নো দরিদ্রায়াশ্চ যোষিতঃ ।
 পৰ্শ্বং ক্লুতা প্রতিজ্ঞা ভো ত্রয়া সাদ্ধিং মহীপতে ॥
 ত্যক্ষ্যামি ত্বাং তদা রাজন্ যদা ত্বাং যাহি ভাষনে ।
 ইত্যুক্তা চ ততো দেবী তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥
 বিচিত্রং নৃপতি দৃষ্ট্বা সমাধিস্থততোহভবৎ ।
 ধ্যানাঙ্জজে ছলনার্থং হি সৰ্পং মায়া বিচেষ্টিতং ॥
 জ্ঞাত্বাহনৌ মৃত্যুমাগম্নং রাজ্যে চ বিপদং তথা ।
 কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ়াত্মা মহাচিন্তা পরোভবৎ ॥
 জীব নিত্য ইদং যজ্ঞে আবদ্ধ কৰ্ম্মণা স চ ।
 তস্মাদ্ধি প্রাপ্নু যাদ্বেহং দেহান্তরং পুনঃ পুনঃ ॥
 ভ্রমতে কৰ্ম্মসূত্রেণ সংসারেষু পুনঃ পুনঃ ।
 সদসদ্যাক্তরূপাণি কৰ্ম্মণা হি লভেদ্ভ্রুবম ॥
 স্মৰ্ম্মোক্ষ নরকাদিস্ত কৰ্ম্মরূপৈব নিশ্চিতং ।
 কৰ্ম্মণা রচয়ামাস ত্রিদিবং নরকং বিধিঃ ॥
 সৎকৰ্ম্মাদিবমাখ্যাতং সৎকীর্ত্তিশ্চাপি তৎফলম্ ।
 নৎকীর্ত্তিং স্থাপয়েদ্ যোহি চিরজীবী ভবেৎ স চ ॥
 দুষ্কৰ্ম্মং নরকং শ্লোক্তং দুৰ্দ্ধতিস্তৎফলং স্মৃতং ।
 দুষ্কৰ্ম্মং স্থাপিতং যেন তৎফলং তস্মৈ তদুভবেৎ ॥

কৰ্মণো জীবনং শাস্ত্রং ধৰ্মদেহ উদাহৃতঃ ।
 সদঃপাং শ্চেচ্ছ্রিয়ান্নাহ তস্মান্না জীব উচ্যতে ॥
 অমিত্য দেহভোগার্থং ধৰ্মাস্ত্যক্তং ময়া কথম্ ।
 শমোদাস্ত্যং কথং কাৰ্য্যং রাজধৰ্ম বিহায় চ ॥
 জলদ্বন্দবং সৰ্ব্বং পশ্যামি জগতো যদা ।
 তাক্যামি জীবনং চাত্তা রণং কৃত্বা রণাজিৰে ॥
 কৃত্বা স্থিরমিদং গহ্বা ভূপতিৰ্যোগ মন্দিরে ।
 প্রহঃ মনসা তত্র সমাধিস্থস্ততোহ ভবং ॥
 মাং পরাজিতো ভূত্বা সমরে রিপুভিস্তথা ।
 কিংকৰ্তব্যং ময়েদানীমিতি চিন্তা পরোহভবং ॥
 ততোহনৌ মন্ত্ৰণার্থায় আনয়ামাস রাঘবম্ ।
 অবদ্য দুঃখ সন্তপ্তো রাঘবায় নৃপোত্তমঃ ॥
 কৃত্বা চ সমরং ঘোরং যবনেন মহাক্রবম্ ।
 কাৰ্য্যশ্চ ময়াজিতো দক্ষিণাপথমেব চ ॥
 মদ্রীক্যস্ত প্রভাবেন কম্পিতো ভারতঃ সদা ।
 অহং পরাজিতো বঙ্গে কৰ্মদোমেণ কেবলম্ ॥
 অকৌহিণ্যক্লিনৈন্যঞ্চ জঘান লীলয়া বলী ।
 তথা সেনাপতীন্ সৰ্দান্ প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ ॥
 নৃপোদৌ সমরে প্রাজ্ঞঃ কালান্তক যমোপমঃ ।
 বীরোহি তং সমশ্চেব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥
 নিহত্ব মে প্রধানা যে নৈনিকা স্তেন সংযুগে ।
 বীরোনাস্তি নথীনাস্তি সেনানী নাস্তি রাঘব ॥

মৃত্যুর্ক্ষণেইপি মে বীর বিধিনা লিখিতং পুরা ।
 রণে ত্যাক্যামি দেহঞ্চ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
 শ্রদ্ধা তদ্বচনং শূরো রাঘবশ্চাপি সাক্ষিকঃ ।
 নীতিসারং হি ত্বং বাক্যং প্রোবাচ বিনয়াস্থিতঃ ॥
 যদ্বক্তং হি ত্বয়া সত্যং সত্যং বঙ্গাধিপো বলী ।
 তত্ত্বল্যঃ সমরে প্রাজ্ঞো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥
 পিতৃদ্বিট্ পতিতো যশ্চ বিনাদগুণে ন জীবতি ।
 ধর্মশূন্য ভবেৎ পৃথ্বী সৃষ্টিনাশস্তদাতবেৎ ॥
 কথং চিন্তয়সে রাজন্ ধর্ম হীনা ন চ ক্ষিতিঃ ।
 ভবিষ্যসি নিশামন্তে ত্বং সংগ্রামে বিজয়ী প্রবন্ ॥
 যশোহরেখরী ত্যাক্য চাগত্য মম সন্নিধিং ।
 প্রোবাচ কৃপয়া যুদ্ধে বঙ্গাধীশ পতিষ্যতি ॥
 রাক্ষায়াস্তু স্তনদ্বন্দ্বং চিচ্ছেদ মদগর্ভিতঃ ।
 তস্মাত্ত্বং ত্যজতাং দেবী বক্ষেঃ পাপচারিণং ॥
 মহিময়ী মহামায়া ঘোররূপা ঘনপ্রভা ।
 সেনাধিপতি কৃপা সা যশোহরসুরক্ষকা ॥
 তৎ প্রসাদাৎ বভূবামৌ নৃপতিভীম বিক্রমঃ ।
 তত্যাঙ্ক ত্বাং যদা দেবী কাচিস্তা সমরে নৃপ ॥
 বিস্ময়ং প্রাপ্য মানস্ত শ্রদ্ধা রাঘবভাষিতং ।
 তুষ্টাব বলধা দেবীং ভক্ত্যা বাম্পয়ুতেক্ষণঃ ॥
 সহস্রদলপদ্মস্থা পদ্মনালপ্রিয়া সতী ।
 পদ্মালয়া পদ্মবক্তা পদ্মপত্রাভলোচনা ॥

পদ্মপুষ্পপ্রিয়া পদ্মা পদ্মপুষ্পপিচারিণী ।
 পদ্মিনী পদ্মহস্তাচ পদ্মমালা বিভূষিতা ॥
 প্রমোদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি ।
 ত্বংপদে শরণং যামি জয়ং দেহি বরাধনে ॥
 কয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।
 দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহাস্বধা নমোস্তুতে ॥
 হিমাসুরনির্নাসি মধুকৈটভঘাতিনী ।
 শোভেদেহী জয়ং দেহি শত্রুং জহি জনাৰ্দ্দনি ॥
 য়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাং রক্ষিতুমীশ্বরি ।
 সন্মদা ত্বং ভব শুভে মাং রক্ষ ভক্তবৎসলে ॥
 ইতি শ্রুত্বা ততো দেবী সমাস্তাস্ত নৃপোত্তমং ।
 বিন্দো বরং প্রস্তুষ্টা সা বিজয়ী ত্বং ভবিষ্যসি ॥
 ঐশ্বৰ্য্যাকাশবাণীক শ্রুত্বা মানো নরাধিপঃ ।
 সমাধিস্থো ভবং প্রাণান্ সংযম্য সুস্থমানসঃ ॥
 তং তানিশাবনানেতু বঙ্গাধিপঃ প্রস্তুষ্টধীঃ ।
 তজ্জপা পুনঃসমাধিং স দেবী মন্দিরমভ্যগাৎ ॥
 বিবিধোপচারৈর্বিধিনা স রাজা ভক্তি সংযুতঃ ।
 অৰ্চয়িত্বা মহাকায়াং চকারস্তবমুত্তমং ॥
 নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামেজয়দায়িনী ।
 প্রমোদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোহস্ত তে ॥
 ত্বং পাদপঙ্কজাদন্তমহেন্তি শরণং শিবে ।
 বিদ্যাসায় রণে শত্রুন্ জয়ং দেহি নমোস্তুতে ॥

তবৈব তৎ জগৎ সৰ্ব্বং ত্বং পালয়সি সৰ্ব্বদা ।
 রক্ষ বিশ্বমিদং মাতর্যবনেভ্যো মহাসুরী ॥
 অজ্ঞানাং যদিবা মোহাং যদি দোষো ময়া কৃতঃ ।
 ক্ষমস্ব শুভদে বালী ত্বং সুরাসুরবান্দিতে ॥
 কাতায়নি জগন্মাতঃ প্রপন্নার্তিহরে শিবে ।
 সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি সৰ্ব্বদা ॥
 শ্রুত্বা শৈলময়ী দেবী প্রতাপস্ব স্তবং তদা ।
 স্মৃদ্ধা তস্মাপরাধং না বিমুখাভূন্মহেশ্বরী ॥
 দৃষ্টেবং বঙ্গ ভূপালঃ কুতাজ্জলিপূরঃ সরঃ ।
 স্তোত্রং বহুবিধং চক্রে স পুনঃ স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥
 অনাত্মা পরমা বিদ্যা প্রধানা প্রকৃতিঃ পরাঃ ।
 প্রধানপুরুষাধায়া প্রধানপুরুষেশ্বরী ॥
 প্রাণাঙ্গিকা প্রাণশক্তিঃ উত্তমোত্তম ভৈরবী ।
 উগাচোন্মুক্তকেশী চ সৰ্ব্বপ্রাণহিতৈষিনী ॥
 জয়া জয়ন্তী জননী জনরক্ষণতৎপরা ।
 জলরূপা জনস্থা চ জপ্যা জাপকবৎসলা ॥
 জাহ্নল্যমানা জিজ্ঞাসা জন্মনাশবিবর্জিতা ।
 স্বরাত্রীতা জগন্মাতা জগদ্ধ্রুপা জগন্ময়ী ॥
 জঙ্গমা জ্বালিনী জম্বা জম্বিনী দুষ্টতাপিনী ।
 শান্তিশান্তিকরী সৌম্যা সৰ্ব্বশান্তিবিধায়িনী ॥
 মৃত্যুর্থং নহিতীতোহহং ভক্তক্ষেভনিবারিণী ।
 শ্রীপাদপঙ্কজে স্থানং বাঞ্ছামি দেহি শঙ্করি ॥

ঐবৈত দ্বৈত রহিতে নিকলে ব্রহ্মরূপিণি ।
 নিরাণং প্রার্থয়াম্যন্ত দেহি দেহি স্নানাক্তনি ॥
 ত্রিঃকণ্ঠকণ্ঠপ্যে ত্বং নীলকণ্ঠমনোরমে ।
 অয়ামি মম প্রাণান্ চিৎস্বরূপে গৃহান তান্ ॥
 মহাকালপ্রিয়ে কালী কল্যাণৈকবিধাম্মিণি ।
 অক্ষোভ্যপত্নীসংক্ষোভনাশিত্যৈ তে নমোনমঃ ॥
 এতৎ বহুধাত্তোত্রং কৃত্বাসৌ নৃপতিসুদা ।
 চকার যুদ্ধসজ্জং সংগ্রামার্থায় সত্ত্বরম্ ॥
 নোদধিপতিমাত্ময় প্রতাপাদিত্যভূপতিঃ ।
 প্রোবাচ সকলং বৃত্তং যৎচকার জগন্ময়ী ॥
 শূরশীর মহাশূর যশোহরপ্রদীপক ।
 জয়াম্যন্ত ভবেন্মৃত্যুঃ সংগ্রামে মম নিশ্চিতং ॥
 ভো ভো বীরেন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ সত্যং সত্যং বদস্ব মে ।
 যান্মম সহকাং চেষ্টাং মৃত্যুন্তে মে করিষ্যামি ॥
 প্রোবাচ বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ।
 পুরস্কাং করিষ্যামি হত্বা মানং রণাজিরে ॥
 নোক্তেং প্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্ত্যামি যমমাপ্নিরম্ ।
 প্রাতীক্ষামিতি মে বিদ্বি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥
 প্রতাপাস্ত্রাজ্ঞো বীরঃ উদয়োহপি কৃত্যজ্ঞানিঃ ।
 সত্যং চক্রে নৃপস্ত্রাণ্ডে হস্তং শত্রুগণান্ রণে ॥
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতাপাদিত্য ভূপতিঃ ।
 ভুঞ্জয়ামাস বিপ্রাঞ্চ মঙ্গলার্থে প্রহৃষ্টধীঃ ॥

ভূজ্যতাং ভূজ্যতাং বিপ্রা দীয়তাং দীয়তামিতি ।
 শক্বে বভূব সৰ্ব্বত্র বজ্রাধিপাশ্রমে তদা ॥
 নানাবিধানি রত্নানি বস্ত্রানি বিবিধানি চ ।
 কোমেষু স্বাধিকারেষু স্থিতং যদ্ যদ্বনং ততঃ ॥
 পুণ্যার্থায় নরাধিপো ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ।
 জগাম সমরং কৰ্ত্তুং স্নৈনৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥
 দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরোবর্ত্তনি বর্ত্তনি ।
 যযৌ তথাপি সমরং কালান্তকযমোপমঃ ॥
 কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং গর্পোপজীবিনং ।
 দেবলং রঘবাহবং শূদ্র শ্রাদ্ধান্নভোজিনম্ ॥
 শূদ্রান্নপাচকং শূদ্র-যাজকং গ্রামযাজকং ।
 বৈজ্ঞানিকং শূকরং গৃধ্রং হিংসকং মুষিকং খল ॥
 দক্ষিণে চ শৃগালাঞ্চ কুর্কশ্চ ভৈরবং রবং ।
 বামাস্ত্র স্পন্দনং তস্মৈ তদা রাজ্ঞো বভূব হ ॥
 তথাপি রাজা নিঃশক্বে যুদ্ধং মেনে স্তমঙ্গলং ।
 সমাক্রম্য গজং ভূর্ণমায়মৌমানসম্মিখিং ॥
 প্রোবাচ ক্ষত্রিয়ং ধৰ্ম্মং যথাশাস্ত্রবিধানতঃ ।
 অধে রাজেন্দ্র ধৰ্ম্মজ ইক্ষাকুকুলদূষণঃ ॥
 কথং যবনদাসত্বং করোষি মূঢ়চেতসঃ ।
 ক্ষত্রিয়াণাং রণো ধৰ্ম্মো রণে মৃত্যুর্ন গহিতঃ ॥
 যবনানাং বধার্থায় প্রতিজ্ঞা চ ময়া কৃতা ।
 কথং বিঘ্ন প্রদানার্থমাগতো বঙ্গদেশকে ॥

মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো বঙ্গেশং প্রাহ মানকঃ ।
 কথং দুষয়সে প্রাজ্ঞঃ কলিং কিং ত্বং অপশ্যসি ॥
 আগম্যতাং ময়ানাদিৎ দিল্লীশস্ত চ সন্নিধিम् ।
 সর্পদোষাদ্বিনিমুক্তশ্চক্রপালো ভবিষ্যসি ॥
 কত্বা তদ্বচনং প্রাজ্ঞঃ ক্রোধেনারক্তলোচনঃ ।
 প্রোবাচ দেহি মে যুদ্ধং ক্লীবত্বং ভাষসে কথং ॥
 যুদ্ধযুদ্ধং বিধেহ্যাশু কলিপ্রিয়মহীপতে ।
 অশাস্ত বঙ্গভূপাল যদিচ্ছসি দদামি তে ॥
 ইত্যুক্ত্বা তৎ সমীপে চ মানঃ সত্ত্বরমাবযৌ ।
 অজ্ঞাৎ দদতু ভূপো স্তম্ব সৈন্যং মহাবলঃ ॥
 তত্রৈব জয় পুরাদিশো যুদ্ধ সজ্জাসম্নিত ।
 তুং প্রবরতে যুদ্ধং কালান্তকমমোপম ॥
 রাগান্মুখং তং দৃষ্ট্বা বঙ্গরাজ মহাবলী ।
 তদাচিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং শতসূর্য্যপ্রভাসমং ॥
 মানোপি শর জালেন বারয়ামান সত্ত্বরং ।
 তিহ্না বঙ্গশরান্ সর্পান জহাস স পুনঃ পুনঃ ॥
 তত্শিচিক্ষেপ নানাস্ত্রং মহাসজ্জানপূৰ্ণকং ।
 যাত্ৰায়ামাস বঙ্গেন্দ্রং মহাশূরং ধনুর্দরং ॥
 বঙ্গাদিপিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রগৃহীতঃ শরাসনঃ ।
 চিক্ষেপ কোপবিভ্রাস্তো ভূষণ্ডিং তোমরাংস্তথা ॥
 মানস শরজালঞ্চ ছিহ্না তু সাবলীলয়া ।
 চিহ্নেদ কবচং তস্মৈ শরাসনমতপরং ॥

মূচ্ছিতো মানসিংহস্ত পপাত ধরণীতলে ।
 ততশ্চৈতন্যমাস্রায় প্রগ্রহীতোহসি চন্দ্রণী ॥
 বঙ্গভূপং সংজুহাব যুদ্ধার্থায় মহীতলে ।
 অবরুহ গজাত্মনং খড়্গচন্দ্রসমন্বিতঃ ॥
 তদা প্রবর্ততে যুদ্ধং প্রতাপো দীরপুঙ্গবঃ ।
 ততঃ খড়্গমুপাদায় পূর্ণচন্দ্র প্রভাসমং ॥
 অভ্যদ্যাবতদা ক্রুদ্ধো জলদগ্নি শিখোপমঃ ।
 ছিদ্ৰা চন্দ্রাণিঘাতেন মুষ্টি ঘাতেন ভূপতিঃ ॥
 মানং নিপাতয়ামাস মহী পৃষ্ঠে মহাবলঃ ।
 আরুহ হৃদয়ং তস্মা কালান্তক যমোপমঃ ॥
 ততস্তন্নিধনার্ণায় বিমলং খড়্গমাদদে ।
 অতর্কিতমুপায়াতো দৃষ্টে বং রাঘবো রুঘা ॥
 অচ্ছিদদক্ষিণং হস্তং প্রতাপস্মা সখড়্গাকং ।
 মূচ্ছিতো বঙ্গভূপালো নিপপাত মহীতলে ॥
 সর্কং তদৈব তদৃষ্টা রণং হিত্বাগমদ্রুতং ।
 দৃষ্টে বং সূর্য্যকান্তশ্চ কুমারোপ্যদয়স্তথা ॥
 জহি মানং দ্রুতং গচ্ছমিত্যুবাচ মুহুর্মুহুঃ ।
 শর জালং ততঃ কৃত্বা মহাঘোরতরং রণে ॥
 বিংশ সাহস্র্য সৈন্তানি শত্রুসৈন্তান্যুপাহনং ।
 আঘরৌ সমরং কর্তুং দৃষ্টা তৌ রাঘবঃ পুনঃ ॥
 সূর্য্যকান্মো জঘানানৌ শূল ঘাতেন সত্তরং ।
 উদয়ং সর্পিঘাতেন শর জালেন সৈনিকান ॥

কুডাং মদনমল্লক সুখৈবাহনদ্বলী ।
 জিত্বা তু সমরং মান হর্ষেণ মহতাবৃত্তঃ ॥
 দিল্লীশাদেশতো রাজ্যং রাঘবায় দদৌ মুদা ।
 লৌহপিঞ্জর মধ্যোতু প্রতাপমবরুদ্ধ চ ॥
 হরিতং প্রেষয়ামাস দিল্লীশস্য চ সিংহধিং ।
 পথিমধ্যেভবন্ত্যুত্থাঃ প্রতাপস্য মহীপতেঃ ॥
 স্থাপয়িত্বা মহাকির্ত্তীং স জগাম সুরালয়ং ।
 প্রতাপস্তাপরঃ স্মৃতো মুকুটমণি সংস্কৃতকঃ ॥
 অভবত্তস্য পুত্রশ্চ রায় রামেশ্বর কুতী ।
 ভুলুয়া বাসকো গৌরচরণস্তু স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥
 শিশুতঃ নরকী শাস্ত্রেষু নরকধর্মভূতাং বরঃ ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ।



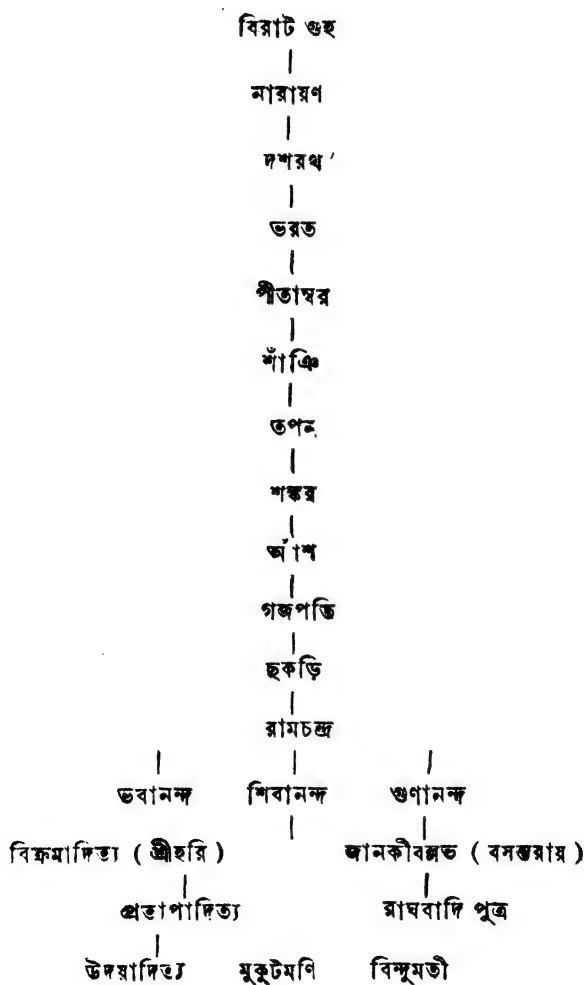
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ।

বঙ্গদেশের মৃত্যুর সময় রমানাথ নামক তাঁহার এক পুত্র পূর্বদেশে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন । কচুরায়ের রাজ্য প্রাপ্তির পর তিনি যশোহরে আগমন করিলে পৈতৃকবিষয়, রাজ্য উপাধি, এমন কি গুরু পুরোহিত পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই । রমানাথ যশোহর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কতুল্লাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত মুন্স্কিশোর চৌধুরী মহাশয়ের ঘরে তথায় অবস্থান করেন । ইহার সন্ততিগণ পরে পুঁড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামভদ্র মহাশয়ের ঘরে পুঁড়া গ্রামে বাস করেন । রমানাথের সন্ততিগণ এক্ষণে পুঁড়া ও খোড়গাছি গ্রামে বাস করিতেছেন ।

বঙ্গদেশের বাসুদেব রায় নামে অপর এক পুত্র বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত মধুদিয়া পরগণার মধ্যবর্তী উৎকুল গ্রামে বাস করেন তিনিও রাজ্য উপাধি প্রাপ্ত হন নাই । বাসুদেবের বংশধরগণ বর্তমান কালেও উক্ত স্থানে আছেন ।

নিসঙ্গান কচুরায়ের মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রশেখর বা চাঁদরায় সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন । ইহার সন্ততিগণ এখনও রাজ্য উপাধি ধারণ করিতেছেন । ইহারা এক্ষণে খোড়গাছি মাণিকপুর, নুননগর, কাঠুনিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বন্দী হইলে দুর্দান্ত মুসলমানগণ তাঁহার কয়েকটি পুত্রকে বলপূর্বক মুসলমান করে । মুকুটমণি নামক অপর এক পুত্র পূর্বদেশে পলায়ন করিয়া ধর্ম রক্ষা রেখে, এক্ষণে তাঁহার বংশে কেহই নাই ।



[২১৮]

শঙ্কর চক্রবর্তী

|

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য

|

কাশীধর শ্রায় লঙ্কায়

|

(ক্রিষ্ণেশ্বরে নীলকণ্ঠ শ্রায় বাগীশ
অভ্যাস করেন)

|

ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়

|

রামকানাই চট্টোপাধ্যায়

|

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

|

নবকুমার চট্টোপাধ্যায়

|

কেদারনাথ,

ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ,

ভুবনেশ্বর,

তারাপদ,

(৮ কাশীধাম)

|

সত্যচরণ ।

‘হত্রপতি শিবাজীর জীবন-চরিত’

পুস্তকের প্রশংসা পত্র ।

—
১১০

Pundit Satya Charan Shastri was asked by his father to write a biographical account of Sivaji, the founder of Marhatta greatness. He accordingly travelled for a long time in the Konkan and the Marhatta country, making it a point to visit the scenes of Sivaji's adventures. He knows Marathi, and a distinguished Marhatta gentleman supplied him with rare books and documents, throwing new light on the history of Sivaji, and of the remarkable period in which he lived. The Pundit has shown a commendable spirit of original enquiry and research.

Pundit Satya Charan Shastri has given the true Marhatta pronunciation of these historical names, and it is hoped that the Bengali writers of history will take note of this.

Pundit Satya Charan Shastri's treatment of his subject is exceedingly interesting. He has caught the true spirit of a biographer. He knows how to collect facts, and how to collate them. Other writers paint Sivaji either as a warrior or as a politician, but the Pundit very often dwells on his private character as a father, as a son, as a king, as a citizen, and as a Kshatriya warrior.

Pundit Shastri has painted Sivaji's character to the best advantage, and has gone deeper into the subject than his predecessors.

In his work we come to understand, for the first time, what a tremendous energy Sivaji had to put forth in order to conquer and organise his kingdom.

Pundit Satya Charan Shastri places in our hands the materials which will completely absolve Sivaji from the charge of treachery and assassination.

Shastri's biography throws much new light on the social condition of the Hindus.

People interested in Indian antiquities will find much valuable information in the chapter on the Abhisheka of Sivaji, as given in the Shastri's work. With these words we commend Pundit Satya Charan Shastri's excellent book to the public. Calcutta Reveiw.

The author has taken great pains to collect authentic materials for a detailed life of the great Sivaji, the greatest India's political regenerators. He has consulted book in Maharastri, Hindi, Sanskrit, and English—about two scores—and has thus succeeded in giving the public a reliable record of the lifework of this great Indian leader. About the style of the author it is elegant, forcible and perspicuous, without losing the majestic movement of the historical diction.

The book breathes throughout a spirit of genuine admiration for the great *Sivaji* which is not in the least sentimental or hysterical as is often the case in biographies. We commend the book to the notice of all patriotic Indians and specially all worshippers of the hero whose life it portrays. *Amritabazar Patrica, 7th November.*

I am glad to bear testimony to the difficult circumstances under which Shastri Satya Churan Chatopadhyay wrote his rough manuscript of the life of *Sivaji*. The Shastri had to concentrate his mind and do the responsible work of studying and writing the life of a hero like *Shivaji*, full of incidents and enterprises. He had to learn Marathi to study the literature of his subject. I have a portion of his manuscript read over to me and am extremely satisfied with the way in which the Shastri has acquitted himself.

(S. D. Thakurdas mathuradas.)

Subordinate Judge Bombay.

Mr. Chatterji visited different places to gather materials about the life of *Shivaji*. He has travelled in the Deccan and Koakan, visited most of the places where *Sivaji* spent most part of his life and from information thus gathered and with the help of works on the Marhatta history he has completed the life of *Shivaji*. We have noticed the good work of Mr. Chatterji because we believe a moral can be drawn from

it. Comparatively a Perfect stranger to us, he comes into this part, and gives his time and energy and all his poor resources to a good cause viz. to popularise our greatest hero in Bengali; while there is not a person among us who has devoted his time to write an interesting, exhaustive and authentic life of the great founder of what was afterwards known as the Marhatta Confederacy.

Bombay, 1st April, 1895.

The India Press.

An authentic and exhaustive life of the famous Maharatta King Sivaji, compiled from original sources. The book is fairly well got up and breathes a spirit of patriotism. It is written in good Bengli. *Calcutta Gazette, 17th June 1896.*

The author has drawn freely on the vast store of Maharatta literature, and his diction is almost faultless. By supplying a recognised want he has laid the reading public under an obligation.

Englishman 24-12.

শাদীমহাশয় শিবাজীর অভ্রান্ত জীবনী সংগ্রহ করিতে যে যত্ন ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে বাস্তবিকই গৌরবের কথা । বঙ্গনিবাসী ।

হিন্দু মানেরই শিবাজীর জীবন চরিত পাঠ করা উচিত । শাদীমহাশয় উপস্থিত জীবন চরিত সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট পরি-

শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শিবাজীর লীলাঙ্কন
দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অধাবসায়ের জন্য আমাদে
তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। পুস্তকের ভাষাও
প্রাচীন হইয়াছে। হিন্দুরঞ্জিকা।

গ্রন্থকার এই জীবন চরিত লিখিয়া দেশের প্রকৃত উপকার
করিতেছেন। ইংরাজী ইতিহাসে শিবাজীর জীবন চরিত পাঠ
প্রথমে বিস্তর। আমরা সকলকেই ইহা একবার পাঠ করিতে
অনুরোধ করি। বাকুড়াদর্পণ।

গ্রন্থকারি বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস,
সার্বভৌম শিক্ত বঙ্গ সমাজ সমাদর পূর্বক এই পুস্তক প্রচারের
সাহায্য করিতে কুষ্ঠিত হইবেন না। স্বদেশ ভক্ত শাস্ত্রী মহাশয়
এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেই কৃতজ্ঞতা
ভাজক হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পরিদর্শক ও ক্রীতটুবাশী।

কল্পনা করি মহারাষ্ট্র বীরের এই সুন্দর জীবনচরিত বঙ্গ
দেশের গৃহে গৃহে অধীত হইবে। গ্রন্থকারের বিশেষ গুণ এই,
তিনি ইংরেজী ইতিহাস অনুবাদ করেন নাই। তিনি নিজে
বহু পরিশ্রমে উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া শিবাজীর জীবনের
প্রকৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। চাক্রমিহির।

তাহা আমরা শিবাজীর একখানি প্রকৃত চিত্র দেখিতে
পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে নির্দোষ চিত্র ইহার
পূর্বে আমরা আর দেখি নাই। বাবু সত্যচরণ শাস্ত্রী এ চিত্র
স্বজন করিয়াছেন। সত্যচরণ বাবুকে আজ আমরা শত ধন্যবাদ
দিতেছি। এক্ষণে সত্যানুসন্ধিৎসা আমরা সচরাচর আজ কাল
বাঙ্গালির ভিতর দেখিতে পাই না। সত্যচরণ বাবুর শিবাজীর

জীবনী দেখিয়া আমরা বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে
শোশা শূন্য হইতে পারি না। আমরা সাহস করিয়া বলিতে
পারি যে, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আকাশ চির-অন্ধকার থাকিবেনা।
তাহাদের আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয়, তাঁহারা সত্যচরণ
বাবুর পুস্তক পাঠ করুন। পুস্তক খানি বড়ই মূল্যবান। বাঙ্গালী
মাত্রেয়ই তাহা একবার পাঠ করা উচিত। আমরা নির্ভয়ে
বলিতে পারি যে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহাদের সময়ের অপব্যব-
হার হইবে না। বরং পাঠে তাঁহারা সবিশেষ উপকৃত
হইবেন। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মুশিদাবাদ হিঠৈবী।

শাস্ত্রী মহাশয় মহারাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করিয়া, অধাবসায় ও
পরিশ্রম সহকারে এই জীবন বৃত্তান্তের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন,
শিবাজীর লীলাক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, বহুবিধ
তুলাপ্য মহারাজীয় ও ইংরাজী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, বোম্বাই
হাইকোর্টের জজ সুপ্রসিদ্ধ রাণাড়ে প্রভৃতির নিকট হইতে তত্ত্ব-
সংগ্রহ ও মীমাংসা করিয়া লইয়াছেন, ইহাতেও এ পুস্তক যদি
সুন্দর ও সুখখ্যাত না হয়, তাহা হইলে আর কিসে হইবে?
বস্তুতঃ এই পুস্তক পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি।
এরূপ পুস্তকের প্রচারে বঙ্গ ভাষার পুষ্টি সাধন হয়, একথা
বলাই বাহুল্য। হিতবাদী।

হাইকোর্টের জজ মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন।

শিবাজীর জীবন বৃত্তান্ত হিন্দু মাত্রেয়ই জানা কর্তব্য, এবং
সেই বৃত্তান্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিবার জন্য
আপনি যে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আর বাঙ্গালার ঐতিহাসিক গ্রন্থের যেরূপ অভাব তাহাতে এরূপ পুস্তক আদর উৎসাহ পাইবার বিশেষ যোগা।

আমি মহারাষ্ট্রবীর, শিবাজীর জীবনচরিত্র। শাস্ত্রী মহাশয় এই জীবনচরিত্র সংগ্রহ করিতে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, নানা স্থান হইতে বহু বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। এতেন ব্যক্তির জীবনচরিত্র হিন্দুর পাঠ করা উচিত। এগ্রন্থের আদর প্রচার হইলে আমরা সুখী হইব। বঙ্গবাসী।

মহারাষ্ট্র হইতে অম্ববাদ।

এ পুস্তক যতদূর প্রমাণিক হইতে হয় তাহা হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যবসায় অমূল্যকরণীয়। এই বঙ্গীয় ভক্ত আশ্রমের মহারাষ্ট্রীয় বীরের পরিচর্যায় যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার পাত্র ইত্যাদি।

বড়োদাবৎসল।

ইংরেজ ও মুসলমান ইতিহাস লেখক শিবাজিকে দম্ভারূপে বিচিত্র করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু শিবাজি যে অসাধারণ গুণ সম্পন্ন বীরপুরুষ, রাজনীতি ও সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যাইবে। এই গ্রন্থ প্রাণ মুগ্ধকর বীরত্ব কাহিনীতে পরিপূর্ণ—আমরা সকলকে ইহা পাঠ করিতে অতুরোধ করি। মঙ্গীবনী।

শাস্ত্রী মহাশয় বহুবিধ গ্রন্থ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া এই অপূর্ব রত্ন তুলিয়া বঙ্গভাবার মস্তকে উপহার দিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রম, কষ্ট, গবেষণা, অধ্যবসায় অর্থ ব্যয় নব সার্থক হইয়াছে, আমরা মননকরি। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, মধুর তেজস্বিনী।

এই বীরের জীবনী লিখিতে ভাবার যে যে গুণ থাকার প্রয়োজন, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীর প্রভূত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। এই অধঃপতিত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পুণ্য বৈকি, কণজন্ম মাছুন্মির গৌরব শিবাজীর এই জীবন কাহিনী আধিত পঠিত এবং অমুকৃত হউক আমাদের ইহাই এক মাত্র প্রার্থনা। নব্যভারত।

শাস্ত্রী মহোদয় হিন্দুকুল গৌরব মহাবীর ছত্রপতি শিবাজীর বিস্তৃত জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। লেখক এই অমর বীরের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া নিজে অমর হইবার উপায় করিয়াছেন। এই পুস্তক হিন্দুদিগের অতি আদরের ধন ভরসা করি ইহা হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে নব পঞ্জিকা তুল্য আদরের সহিত সুরক্ষিত হইবে।

সম্বলপুর হিতৈষিনী।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও নিম্নোক্ত স্থানে ছত্রপতি শিবাজী এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্য পাওয়া যায়।

পোঃ বরাহ নগর পালপাড়া শ্রীমন্মথ নাথ
স্মৃতিরত্নের নিকট হিন্দু-সংকর্ম্মমালা কার্যালয়ে প্রাপ্য।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—২০১ নং করণওয়ালিস্ স্ট্রীট।

সংস্কৃতপ্রেশ ডিপজিটরী—২০ নং করণওয়ালিস্ স্ট্রীট।

ক্যানিং লাইব্রেরি—কলেজ স্ট্রীট।

এস্, সি, আর্ডি—৫৮ ওয়েলিংটন স্ট্রীট।

পদ্মচন্দ্র নাথ—পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

